পরিবেশ আইন সংকলন

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য আইনকানুন

A Compilation of Environmental Laws administered by the Department of Environment

SCAN DONE

পরিবেশ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বি ই এম পি
BEMP

পরিবেশ আইন সংকলন

A Compilation of Environmental Laws

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য অন্যান্য আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদির সংকলন

(৩১-১০-২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সংশোধিতরূপে)

পরিবেশ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Published by:
Department of Environment and
Bangladesh Environment Management Project (BEMP)
E-16, Agargaon, Sher-e-Banglanagar,
Dhaka, Bangladesh.
Phone: 9114828, 8126193-4

Published in:
October 2002

Editor:
Md. Emdadul Huq,
Legal Specialist, BEMP
Joint Secretary (on Lien), Ministry of Law, Justice & P. A.

Cover Design:
Dr. Kazi Noor Newaz, Consultant, BEMP.

Printed by:
Progati Printers,
34, R.M. Das Road (Sutrapur), Dhaka
Tel: 7115112, 7116024

Price:
Taka 450.00 / US $ 15.

সূচীপত্র

মুখবন্ধ vii

Abbreviations viii

ভূমিকা ix-x

১ম ভাগ

হালনাগাদ সংশোধনীসহ পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় আইন ও বিধিমালা

০১। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ---------------------------- ৩-১৫

০২। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ ------------------------------------ ১৭-২৬

০৩। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ------------------------------- ২৭-৭৪

০৪। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ ----------------------------- ৭৫-৭৮

০৫। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯ -------------------------- ৭৯-৮২

০৬। The Building Construction Act, 1952 ----------------- ৮৩-৯৬

০৭। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ ------------------------------------ ৯৭-১১৫

০৮। মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ ------------------------------------ ১১৭-১২১

০৯। The Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Extracts) ------ ১২৩-১২৯

১০। The Motor Vehicles Rules, 1940 (Extracts) ----------- ১৩০

১১। The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts) ---- ১৩১-১৪৯

২য় ভাগ

Uptodate English Version of some Environmental Laws

১২। The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 - ১৫৩-১৬৬

১৩। The Environment Court Act, 2000 ---------------------- ১৬৭-১৭৭

১৪। The Environment Conservation Rules, 1997 ----------- ১৭৯-২২৬

৩য় ভাগ
মূল আইন, সংশোধনকারী আইন, ইত্যাদি

১৫। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ---------------------------- ২২৯-২৩৬

১৬। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ --------------- ২৩৭-২৩৮

১৭। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ --------------- ২৩৯-২৪৩

১৮। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ ------------------------------------ ২৪৫-২৪৮

১৯। পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ -------------------------- ২৪৯-২৫৫

২০। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ ------------------------------ ২৫৭-২৫৮

২১। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ -------------------- ২৫৯-২৬০

২২। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ -------------------- ২৬১-২৬৩

২৩। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধনকারী প্রজ্ঞাপন, ২০০২ ---- ২৬৫-২৬৬

২৪। The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 - ২৬৭-২৭২

২৫। The Water Pollution Control Ordinance, 1970 --------- ২৭৩-২৭৬

৪র্থ ভাগ
প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পণ ইত্যাদি

২৬। **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পণ, ইত্যাদি**

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বলবৎকরণ ----------- ২৭৯

(খ) আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন -- ২৮০

(গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানকে কতিপয় ধারার ক্ষমতার্পণ --- ২৮১

(ঘ) মামলা দায়েরের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে ক্ষমতার্পণ ------------ ২৮২

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন ধারার ক্ষমতার্পণ ও গবেষণাগার নির্ধারণ -- ২৮৩-২৮৭

(চ) সুন্দরবন (রিজার্ভ ফরেষ্ট), কক্সবাজার, সিলেট, ইত্যাদি জেলার কিছু এলাকা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা -------- ২৮৮-২৯০

(ছ) সুন্দরবন এবং কক্সবাজার এলাকার রিজার্ভ ফরেষ্টকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বহির্ভূতকরণের ঘোষণা -------------------- ২৯১

(জ) সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্টের চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ----------------------------------- ২৯২-২৯৩

(ঝ) গুলশান লেককে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা --------- ২৯৪-২৯৫

(ঞ) কাপড় কাটা ও সেলাই কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প কারখানাকে কমলা-ক শ্রেণী গণ্যে ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ --------------------- ২৯৬

(ট) ঢাকা নগরীতে ২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ ১-১-২০০২ ইং হইতে বন্ধের গণ-বিজ্ঞপ্তি -- ২৯৭

(ঠ) সমগ্র দেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণের প্রজ্ঞাপন --------------- ২৯৭

(ড) পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অব্যাহতি ------------------------ ২৯৮

(ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি --------------------------- ২৯৯-৩০০

২৭। **পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর অধীনে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতাপর্ণ ইত্যাদি**

(ক) পরিবেশ আদালত স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন ---------------- ৩০১

(খ) ঢাকা ও চট্রগ্রামে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার গেজেট প্রজ্ঞাপন ----- ৩০২

(গ) ঢাকায় পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার গেজেট প্রজ্ঞাপন ------- ৩০৩

(ঘ) পলিথিন শপিং ব্যাগ সম্পর্কে কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তাগণকে তদন্ত ইত্যাদির ক্ষমতার্পণ -- ৩০৪

(ঙ) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ----------------------------------- ৩০৫-৩০৬

(চ) অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী ইত্যাদিকে পরিদর্শক নিয়োগ এবং উপ-পরিচালক কর্তৃক তদন্ত অনুমোদন ------------------------------ ৩০৭-৩০৮

২৮। **বিবিধ সার্কুলার, গণ-বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি**

(ক) পাহাড় কর্তন বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় সরকারী কমিটি গঠন ---------- ৩০৯-৩১০

(খ) পাহাড় কর্তন বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্তকরণ -- ৩১১

(গ) পাহাড় কর্তন সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের গণ-বিজ্ঞপ্তি ----------- ৩১২

(ঘ) ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিবেশ কমিটির ২য় বৈঠকের সিদ্ধান্ত - ৩১৩

(ঙ) দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট মোটরযান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা ----------- ৩১৪

(চ) ইট ভাটার লাইসেন্স স্থগিতকরণ সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার -- ৩১৫

(ছ) ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার -- ৩১৬

৫ম ভাগ
জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

২৯। পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম ------------------------ ৩১৯-৩৪৮

মুখবন্ধ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য আইনসমূহ, বিধিমালা এবং এগুলির আওতায় জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি এবং পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সমন্বয়ে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ এটাই প্রথম। বস্তুতঃ দীর্ঘদিন যাবৎ অধিদপ্তরে এরূপ সংকলনের অভাব অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের লিগ্যাল স্পেশালিষ্ট জনাব মোঃ এমদাদুল হক কর্তৃক গ্রন্থিত এই সংকলন সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে। নিঃসন্দেহে এই প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে, বিশেষতঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে, পরিবেশ আইনের আওতায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক আইনের শর্ত পূরণে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংকলনটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

তারিখ ঃ ঢাকা ৫ই অক্টোবর, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

Abbreviations

BEMP	Bangladesh Environmental Management Project
BOD	Biological Oxygen Demand
Bq/l	Bequerel/litre
Buildg. Const. Act	Building Construction Act
Cr.P.C.	Code of Crinimal Procedure, 1898
dBa	Decibels (a circuitry)
DO	Disolved Oxygen
DoE	Department of Environment
ECA	Bangladesh Environment Conservation Act, 1995
ECR	Environment Conservation Rules, 1997
EIA	Environmental Impact Assessment
EMP	Environmental Management Plan
Env.	Environment
ETP	Effluent Treatment Plant
ibid	*ibidem*- in the same place
IEE	Initial Environmental Examination
MoEF	Ministry of Environment & Forest
MoL	Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
Ord.	Ordinance
pH	Negative logarithm of Hydrogen ion concentration
ppm	Parts per million.
SPM	Suspended Particulate Matter
w.e.f.	with effect from
পঃ সঃ আইন	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
পঃ সঃ বিধিমালা	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
পঃ আঃ আইন	পরিবেশ আদালত আইন

ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির অনুসঙ্গ হিসেবে শত শত বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় এবং দূষণ ঘটে চলেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। হুমকির সম্মুখীন মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ, এমনকি মানবজাতিসহ অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব। বলা বাহুল্য পরিবেশের অবক্ষয় রোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মানুষেরই। এ বিষয়ে সচেতনতা পূর্বে যে ছিল না এমন নয়, তবে তা ছিল অপ্রতুল ও অসমন্বিত। সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে অনেক বিলম্বে। এ ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নানাবিধ চিন্তাভাবনা ও বাস্তব কর্মকাণ্ড। সেই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশও এক সক্রিয় অংশীদার। ফলশ্রুতিতে জারী হয় Environment Pollution Control Ordinance, 1977 এবং গঠিত হয় Environment Pollution Control Board যার উত্তরসূরী আজকের পরিবেশ অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত নূতন হলেও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন কানুন বাংলাদেশে নূতন বা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। যুগ যুগ ধরে পরিবেশের নানা বিষয়ে বহু সংখ্যক আইন কানুন জারী হয়েছে। বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে এদের প্রয়োগও হয়ে আসছে। তবে পরিবেশ যে একটি সামগ্রিক বিষয় সে ধারণা লক্ষ্য করা যায় না এসব আইনে।

বাংলাদেশে পরিবেশের সামগ্রিকতার ধারণাটি প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে, যার এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বৃহত্তর লক্ষ্যে প্রণীত আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর। একই উদ্দেশ্যে জারী হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। তাছাড়া পরিবেশ আইন লংঘনজনিত অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য প্রণীত হয়েছে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০। এই আইনের সংজ্ঞায় উপরোক্ত দুটি আইন এবং বিধিমালাকে আদালতের কার্যক্রমের ব্যাপারে "পরিবেশ আইনরূপে" চিহ্নিত করা ছাড়াও অন্যান্য অনুরূপ আইন চিহ্নিত ও ঘোষণা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরকারকে। এ পর্যন্ত অন্যান্য আইন চিহ্নিত করা না হলেও কয়েকটি আইনে যেমন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯, Building Construction Act, 1952 এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। ইতোমধ্যে এসব আইন ও বিধিমালার কিছু কিছু সংশোধন ছাড়াও, আইনগুলি প্রয়োগের সুবিধার্থে জারী হয়েছে বেশ কিছু প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশ, ঘোষণা, পরিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

বস্তুতঃ সমাজের প্রয়োজনে আইন ও আইনগত দলিলাদি প্রণয়ন, সংশোধন, প্রতিস্থাপন, বাতিলকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্রুত অগ্রসরমান পরিবেশ-ভাবনার প্রেক্ষিতে এই চলমানতার প্রয়োজন আরও বেশী। অথচ পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত ব্যাপক আইনগত দায়িত্ব ও বাস্তব প্রয়োজনের নিরীখে ইতোপূর্বে কোন সংকলন তৈরী হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি এখতিয়ারভুক্ত বা সংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন আইন ও আইনগত দলিলগুলি সম্পর্কে যাতে ওয়াকেবহাল থাকার এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাঠের সহজ সুযোগ পান, সেই সীমিত লক্ষ্যে "পরিবেশ আইন সংকলন" গ্রন্থিত হলো। তবে পরিবেশ কর্মী ছাড়াও এই সংকলন পরিবেশ আইন বিষয়ে আগ্রহী এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও সংগঠনের কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাঁচ ভাগে বিভক্ত এই সংকলনের **১ম ভাগে** রয়েছে পাদটীকাসহ হাল নাগাদ সংশোধিত ১১টি আইন ও বিধিমালা, যথাঃ- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯, Building Construction Act, 1952, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬, মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Extracts), Motor Vehicles Rules, 1940 (Extracts) এবং Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)।

পরিবেশের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে **২য় ভাগে** তিনটি প্রধান আইন যথা- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর Uptodate Unofficial English Version অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার্থে **৩য় ভাগে** অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মূল আইন, সংশোধনকারী আইনসমূহ এবং রহিতকৃত ১৯৭০ ও ১৯৭৭ সনের দুটি অধ্যাদেশ। **৪র্থ ভাগে** আছে ১৯৯৫ ও ২০০০ সনের উক্ত আইন দুটির অধীনে জারীকৃত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পণ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ ইত্যাদি। আর **৫ম ভাগে** আছে এসকল আইনের মূল ভিত্তি সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

সংকলনটি তৈরীতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব সাবিহউদ্দিন আহমেদের উৎসাহ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক জনাব মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং BEMP সহকর্মীগণ বিশেষতঃ Ms. Linda Duncan, ল এডভাইজার ও সৈয়দ মোঃ ইকবাল আলী, কনসালটেন্ট এর পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সংকলনটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশের জন্য কম্পিউটার কম্পোজ করতে সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়েছেন এই প্রকল্পের সেক্রেটারিয়াল সার্ভিস এ্যাসিসটেন্ট জনাব মোঃ শফিকুল বারী এবং সংকলনের বিভিন্ন কাগজপত্র সংগ্রহ, প্রুফ রিডিং ও আনুসঙ্গিক সহায়তা করেছেন তরুণ এ্যাডভোকেট আশিকুল খবির। প্রচ্ছদ তৈরী করেছেন BEMP এর সহকর্মী কনসালটেন্ট ডঃ নূর নেওয়াজ। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংকলনটি মুদ্রণ করেছে প্রগতি প্রিন্টার্স। অপরিহার্য এই সব সহযোগিতার জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা স্বত্বেও সংকলনে মুদ্রণ প্রমাদসহ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অপূর্ণতাও থাকতে পারে বিষয় নির্বাচনে। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময়ে সংকলনটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ করার প্রত্যাশায় সহৃদয় পাঠকের যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছি। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব পালন এবং পরিবেশের আইনগত বিষয়ে অন্যান্যদের প্রয়োজন মেটাতে ন্যূনতম সহায়ক হলেও এ প্রয়াস সার্থক হবে।

তারিখঃ ঢাকা ৫ই অক্টোবর, ২০০২ ইং।

মোঃ এমদাদুল হক
লিগ্যাল স্পেশালিষ্ট,
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (BEMP)
যুগ্ম-সচিব (লিয়েনে),
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১ম ভাগ

হালনাগাদ সংশোধনী সহ পরিবেশ সংক্রান্ত
কতিপয় আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (আইন নং ১/১৯৯৫)

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

২ক। আইনের প্রাধান্য

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর

৪। মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪ক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ

৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

৬। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

৬ক। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ

৭। প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ

৮। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ

৯। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি

১০। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা

১১। নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি

১২। পরিবেশগত ছাড়পত্র

১৩। পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন

১৪। আপীল

১৫। দণ্ড

১৫ক। অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি

১৫ক। ক্ষতিপূরণের দাবী

১৬। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

১৭। অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ

১৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম

১৯। ক্ষমতা অর্পণ

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
১৯৯৫ সনের ১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৬-২-১৯৯৫ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং- ১২/২০০০ এবং ৯/২০০২ দ্বারা সংশোধিত]

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ [১] করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে এবং ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে বলবৎ করা হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) "দূষণ" অর্থ বায়ূ, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ূ, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ূ, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ূ, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(গ) "দখলদার" অর্থ কোন কারখানা বা প্রাংগনের ক্ষেত্রে, উহার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী কোন ব্যক্তি, এবং কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উপর অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(ঘ) "পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ূ, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক;

---

[১] আইনটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম-৪(৮ আই,বি:)/২/৯৫(অংশ-১)/২৯৪, তাং ৩০/৫/১৯৯৫ দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ১৯৯৫ সনের জুন মাসের যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ তারিখে বলবৎ করা হইয়াছে।

(ঙ) "পরিবেশ দূষক" অর্থ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে এমন কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ, শব্দ ও বিকিরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) "পরিবেশ সংরক্ষণ" অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমানগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমানগত মানের অবনতি রোধ;

(ছ) "প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

(জ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঝ) "ব্যবহার" অর্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রিয়াশীলকরণ, মোড়ক বাধাঁই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সংগ্রহ, বিনষ্ট, রূপান্তর, বিক্রয়ের প্রস্তাব, হস্তান্তর বা এইরূপ পদার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা;

(ঞ) "বিপদজনক পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব-রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মওজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "বর্জ্য" অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত, বা স্তুপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

(ড) "মহা-পরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

[১] ২ক। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। **পরিবেশ অধিদপ্তর।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহা-পরিচালক।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে নিয়োগ করা হইবে।

৪। **মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

[১] ধারা ২ক আইন নং ৯/২০০২ এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথা ঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দূর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাংগণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

[১] তবে শর্ত থাকে যে, -

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন ; এবং

[১] উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশ আইন নং ৯/২০০২ এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহা-পরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

[১]৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- (১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুত, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।- (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critial Area) ঘোষণা [২] করিতে পারিবে।

(২) প্রতিবেশতগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

[৩]৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ**।- (১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া

---

[১] ধারা ৪ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তারিখের চারটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা সুন্দরবন, কক্সবাজার ইত্যাদি এলাকার রিজার্ভ ফরেষ্ট, উহার চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ.পর্যন্ত এলাকা ও ঢাকার গুলশান লেককে এবং সুনামগঞ্জ ও ঝিনাইদহ জেলার কিছু বিলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে।

[৩] ধারা ৬ আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

[১]৬ক। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ।**- সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ [২] জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে ;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় "**পলিথিন শপিং ব্যাগ**" অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রণ এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোঙ্গা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

[৩]৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।**- (১) মহা-পরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি

---

[১] ধারা ৬ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নং পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬ (১১/৪/২০০২তারিখে গেজেটে প্রকাশিত) প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ উক্ত শর্তাংশ সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

[৩] ধারা ৭ আইন নং ১২/২০০০ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহা-পরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহা-পরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহা-পরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ**।- (১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা-পরিচালককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিষ্পত্তিকরণকল্পে মহা-পরিচালক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি**।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন দূর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহা-পরিচালক, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং মহা-পরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহা-পরিচালকের পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১০। **প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথা ঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবন বা স্থানে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ কোন ভবন বা স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। **নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি।-** (১) মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাংগণ বা স্থান হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বায়ূ, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[১] (২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

---

[১] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্ট স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত [১] গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

১২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র।-** মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। **পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন।-** পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবে।

১৪। **আপীল।-** (১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত [২] আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়, তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

---

[১] ধারা ১১(৪) বলে মহাপরিচালক ২৩/৭/২০০২ তারিখে পরিপত্র দ্বারা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গবেষণাগুলিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণ করিয়াছেন।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩-১১-১৯৯৭ ইং তারিখের একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) ও উপ-সচিব (পরিবেশ) কে সদস্য করিয়া আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করা হইয়াছে।

[১] **১৫। দণ্ড।-** (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা		আরোপণীয় দণ্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	⇨	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (২) লংঘন	⇨	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৩।	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	⇨	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪।	ধারা ৬ক এর উপ-ধারা (১) এর	⇨	
	(ক) অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ,		(ক) অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড;
	(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার		(খ) অনধিক ৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	⇨	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

[১] বর্তমান আকারে ধারা ১৫ আইন নং ৯/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত; উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মূল ধারায় সকল অপরাধের জন্য অনধিক ১ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডের বিধান ছিল, যাহা আইন নং ১২/২০০০ দ্বারা অনধিক ১০ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে নির্ধারণ করা হইয়াছিল।

৬।	ধারা ৯ এর উপ-ধার (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	⇨	১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ঃ তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯(১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নিম্নতর দণ্ড নির্ধারণ করা হইলে উক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হইবে।
৭।	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৮।	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৯।	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দণ্ড ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

[১] ১৫ক। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**- কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

[২] ১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পক্ষে মহা-পরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

---

[১] ধারা ১৫ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ১৫ক আইন নং ১২/২০০০ এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

১৬। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- [১] (১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় -

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, [২] [নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)] ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[৩] (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Coporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

[৪] ১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ**।- অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম**।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

---

[১] আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(ক) ধারাবলে পূর্বতন ধারা ১৬ এর বিধান উপ-ধারা (১) রূপে সংখ্যায়িত।

[২] পুনসংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৪] ধারা ১৭ আইন নং ১২/২০০০ দ্বারা প্রথমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল। পরে উহা বর্তমান আকারে আইন নং ৯/২০০২ এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহা-পরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহা-পরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ [১] করিতে পারিবেন।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি [২] প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ, এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ;

(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপন;

(ঘ) পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;

(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;

(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;

(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;

(জ) ছাড়পত্র ও অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (XIII of 1977) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত অধিদপ্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অধিদপ্তরে কার্যরত মহা-পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহা-পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

[১] উপ-ধারা (২) বলে মহা-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন নং-পরিবেশ/সাঃ (আইন)-৬৩/৭৭(৫ম) তাং- ৯/৯/১৯৯৮ ইং দ্বারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ ধারার অধীন তাহার ক্ষমতা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

[২] সরকার এই ধারাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ জারী করিয়াছেন।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (আইন নং ১১/২০০০)

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা

৫। পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার

৫ক। আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড

৫খ। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার

৫গ। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি

৬। প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা

৭। তদন্ত পদ্ধতি

৭ক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ

৮। পরিবেশ আদালতের কার্য পদ্ধতি ও ক্ষমতা

৯। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর

১০। পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা

১১। আপীল

১২। পরিবেশ আপীল আদালত

১২ক। মামলা স্থানান্তর

১৩। বিচারাধীন মামলা

১৩ক। পূর্বে সংঘঠিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার

১৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ১০/২০০২ দ্বারা সংশোধিত]

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত [১] [অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধানকল্পে] প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত [১] [অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা] সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল ঃ –

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

[২](খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা [৩] ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি;

[৪](খখ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

---

[১] পূর্ণ শিরোনাম ও প্রস্তাবনায় তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি আইন নং ১০/২০০২ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (খ) আইন নং ১০/২০০২ এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে পুলিশের এস,আই/সমপর্যায় হইতে এ,এস,পি/এসিসট্যান্ট কমিশনার পর্যন্ত কর্মকর্তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ দ্বারা পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

[৪] দফা (খখ) আইন নং ১০/২০০২ এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) "মহা-পরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;

[১](ছ) "স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫খ এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা [২] করিবে।

[৩](২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, —

(ক) যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক শুধু মাত্র পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করিবেন; এবং

(খ) প্রয়োজনবোধে, কোন বিভাগ বা উহার কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচারককে তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে পরিবেশ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভূক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ বিভাগীয় সদরের বাহিরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

---

[১] দফা (ছ) আইন নং ১০/2002 এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] আইন মন্ত্রণালয়ের ৬-৩-২০০২ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৪৫-আইন/২০০২ দ্বারা ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

[৩] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[1] (২) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৫ক এর অধীন অপরাধসহ অন্য কোন পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ –

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখা বা ক্ষেত্রমত এইরূপ কাজ করার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে উহার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

[2] (৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বা কোন পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[[3] (৪) বিলুপ্ত।]

[[3] (৫) বিলুপ্ত।]

---

[1] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[2] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[3] উপ-ধারা (৪) ও (৫) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[1]৫ক। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।**- কোন ব্যক্তি ধারা ৫(২) এর –

(ক) দফা (ক) এর অধীনে আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার অধীন অপরাধ তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

[1]৫খ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার।**- পরিবেশ আইনে বর্ণিত যে সকল অপরাধের জন্য অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্তির বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের নির্দেশ [2] অনুসারে কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধের সহিত পরিবেশ আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ জড়িত থাকিলে এবং উভয় অপরাধ একই মামলায় বিচারের প্রয়োজন থাকিলে উহা পরিবেশ আদালতে বিচার্য হইবে।

[1]৫গ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি।**- (১) পরিদর্শকের লিখিত রির্পোট ব্যতীত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে, মহা-পরিচালকের অনুমোদন থাকিলে, ধারা ৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই পরিদর্শক এই উপ-ধারার অধীনে তাহার রিপোর্ট সরাসরি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার (summery trial) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার্য মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন পরিদর্শক পরিচালনা করিবেন; এবং এইরূপ মামলা উক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাকে একজন পরিদর্শক সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

---

[1] ধারা ৫ক, ৫খ ও ৫গ আইন নং ১০/২০০২ এর ৬ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[2] সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রজ্ঞাপন নং- সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯, তাং ২৯শে মে ০২ দ্বারা প্রত্যেক জেলায় ও মেট্রোপলিটান এলাকায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[১]৬। **প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয় পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন যুক্তি সংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশী বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারা অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশী পরওয়ানা ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশী, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক যথাসম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

৭। **তদন্ত পদ্ধতি**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক তদন্ত করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক [২] ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য বা এজাহার হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে মহা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

---

[১] ধারা ৬ ও ৭ আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিপত্র নং-১০০৬, তাং ০৪-০৫-২০০২ ইং দ্রষ্টব্য। নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যাপারে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৭) এর আওতায় পুলিশের এ,এস,পি/ এসিসট্যান্ট কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ ইং বলে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার [১]অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালতে বা ক্ষেত্রমত কোন মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হইলে উক্ত আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

[২] ৭ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- ধারা ৬ ও ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

৮। **পরিবেশ আদালতের কার্য পদ্ধতি ও ক্ষমতা**।- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, [৩]*** বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলা নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরন করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

[[৪] (২) বিলুপ্ত।]

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

---

[১] এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিপত্র নং-১০০৬, তাং ০৪-০৫-২০০২ ইং দ্রষ্টব্য। নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যাপারে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৭) এর আওতায় পুলিশের এ,এস,পি/ এসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ ইং বলে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

[২] ধারা ৭ক আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (১) হইতে "তদন্ত," শব্দ ও কমা আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৪] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[১] (৫) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পরিচালনা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত প্রসিকিউটরকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গন্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মুলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময় সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচার কার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবে।

৯। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।**- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবী এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।**- (১) মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংঘটনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উথাপন করিতে পারিবে না।

---

[১] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১১। **আপীল**।- (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত [১] পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরনের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ, [২] [খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ] প্রদানের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

[৩] (৩) পরিবেশ আদালত প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে; অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

[৪] (৩ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরূদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

১২। **পরিবেশ আপীল আদালত**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন [৫] করিবে।

[৬] (২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, –

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে শুধু মাত্র উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

---

[১] "ব্যতীত" শব্দটি আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৩ক) আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৫] আইন মন্ত্রণালয়ের ৬-৩-২০০২ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৪৪-আইন/২০০২ দ্বারা ঢাকায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

[৬] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

[১] ১২ক। **মামলা স্থানান্তর**।- কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আপীল আদালত –

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।

১৩। **বিচারাধীন মামলা**।- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

[২] ১৩ক। **পূর্বে সংঘঠিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর প্রবর্তন তারিখের পূর্বে সংঘঠিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকিলে পরিদর্শক বা তৎসম্পর্কে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং এই আইন অনুসারে উহার বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অধীনে মামলাটি খারিজ করা হইবেনা।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ১২ক আইন নং ১০/২০০২ এর ১১ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ১৩ক আইন নং ১০/২০০২ এর ১২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। সংজ্ঞা

৩। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

৪। ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন

৫। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র

৬। নমুনা সংগ্রহের নোটিশ

৭। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি

৭ক। দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি

৭খ। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী, ইত্যাদির শর্ত

৮। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ

৯। আপীল

১০। আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি

১১। আপীল শুনানীকালীন পদ্ধতি

১২। পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ

১৩। বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ

১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি

১৫। বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি

১৬। ফি প্রদানের পদ্ধতি

১৭। বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ

ফরম-১ প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

ফরম-২ নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

ফরম-৩ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

ফরম-৪ দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ

তফসিল-১ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

তফসিল-২ বায়ুর মানমাত্রা

তফসিল-৩	পানির মানমাত্রা
তফসিল-৪	শব্দের মানমাত্রা
তফসিল-৫	মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা
তফসিল-৬	মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তফসিল-৭	যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তপসিল-৮	ঘ্রাণ মানমাত্রা
তফসিল-৯	পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
তফসিল-১০	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-১১	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা
তফসিল-১২	শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-১৩	পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি
তফসিল-১৪	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং এস,আর,ও নং ২৯-আইন/২০০২ তাং ১৬-২-২০০২ ইং দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ইং ভাদ্র ১৪০৪/২৭শে আগষ্ট ১৯৯৭

এস,আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -

(ক) ''অধিদপ্তর'' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন তফসিল;

(ঘ) ''ধারা'' অর্থ আইনের যে কোন ধারা;

(ঙ) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফরম;

(চ) ''স্থিতিমাপ'' অর্থ মানমাত্রার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য;

(ছ) ''স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'' অর্থ মেট্রোপলিটন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকায় পৌরসভা, গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ।

৩। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।- (১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করার নিমিত্ত সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা ঃ-

(ক) মানববসতি;

(খ) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ;

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান;

(ঘ) অভয়ারণ্য;

(ঙ) জাতীয় উদ্যান;

(চ) গেম রিজার্ভ;

(ছ) বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল;

(জ) জলাভূমি;

(ঝ) ম্যানগ্রোভ;

(ঞ) বনাঞ্চল;

(ট) এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য; এবং

(ঠ) এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয় ।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

[১]৪। **ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন।**- (১) পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনের মালিক Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীনে যানবাহন নিবন্ধন বা উহার উপযুক্ততা সনদ (Certificate of Fitness) নবায়নের পূর্বে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা, ক্ষেত্রমত, ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজন ব্যতীত এবং তফসিল ৬ বা, ক্ষেত্রমত, ৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী যানবাহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বা স্বাস্থ্য হানিকর যানবাহন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র।**- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশাংকাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুসারে মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মহা-পরিচালক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৬। **নমুনা সংগ্রহের নোটিশ।**- ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিধান মোতাবেক নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুসারে উক্ত কর্মকর্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৭। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি।**- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্ন-বর্ণিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথা ঃ-

ক) সবুজ;

[১] বিধি ৪ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর ও ২৯-আইন/২০০২, তাং- ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, যাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে কার্যকর হইয়াছে।

খ) কমলা-ক;

গ) কমলা-খ; এবং

ঘ) লাল

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের বিবরণ তফসিল-১ এ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) সকল শ্রেণীর বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প এবং সবুজ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৪) কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা তফসিল ১৩ তে বর্ণিত যথাযথ ফিসহ ফরম-৩ এ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫)- এ উল্লেখিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;

(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ; এবং

(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(খ) কমলা-ক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;

(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ;

(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(ঈ) প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম;

(উ) লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত); এবং

(ঊ) বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা;

(ঋ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(এ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) **কমলা-খ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ**

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination IEE = আ ই ই) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant ETP = ই টি পি) এর নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan EMP = ই এম পি) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং

(উ) পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঘ) **লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ**

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, যাহার সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপনের (Environmental Impact Assessment EIA = ই আই এ) কার্যপরিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে, অথবা, অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ সময়সূচী প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং

(উ) পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনা সহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সবুজ শ্রেনীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্য দিবস এবং কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লেখিত অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা –

(অ) ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(আ) ই টি পি সহ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে পারিবে (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) দফা (অ--আ) এ উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়ার পর তাহা অবহিত করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) আই ই ই প্রতিবেদনে উল্লেখিত কার্য পরিধির ভিত্তিতে ই আই এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করিবে (কেবল লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ই) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবস এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে

ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১১) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ঈ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী এবং ই আই এ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন ই আই এ অনুমোদিত হওয়ার পর উদ্যোক্তা –

(অ) আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলিতে পারিবে, যাহাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে; এবং

(আ) ই টি পি স্থাপন করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না।

(১৩) উপ-বিধি (১২) এর দফা (আ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১৪) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবস এবং কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভুক্ত বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

[১]৭ক। **দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি**।- বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর উক্ত Ordinance এর অধীন যানবাহন নিবন্ধনের পূর্বে অথবা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ততা সনদ নবায়নের পূর্বে যানবাহনের মালিক ফরম ৪ মোতাবেক "দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ" সংগ্রহ করিবে।

[১]৭খ। **ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী, ইত্যাদির শর্ত**।- ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী এবং বাজারজাত করিবার পূর্বে আমদানী-কারক প্রদর্শনীর মাধ্যম উহার কার্যকরতা প্রমাণসাপেক্ষে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৮। **পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ**।- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন বৎসর এবং অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক বৎসর।

(২) প্রত্যেকটি পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

---

[১] বিধি ৭ক ও ৭খ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর ও ২৯-আইন/২০০২, তাং- ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দ্বারা সন্নিবেশিত, যাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে কার্যকর হইয়াছে।

৯। **আপীল**।- (১) ধারা ১৪ এর অধীন যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে, তৎসম্পর্কে আপত্তির কারণসমূহ সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আপীলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(অ) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে উহার একটি করিয়া প্রমাণকৃত কপি;

(আ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের কপি (যদি থাকে);

(ই) আপীল ফি বাবদ এক হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান; এবং

(ঈ) আপীলের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন কাগজাদি ।

১০। **আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি**।- (১) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহাদের অফিসের কার্যভার এবং প্রতিপক্ষের প্রতি নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করিয়া আপীল শুনানীর জন্য একটি দিন ধার্য করিবে।

(২) অধিদপ্তরের যে কার্যালয়ের নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেই কার্যালয় বরাবরে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া আপীলের কপিসহ নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তির সুবিধার্থ প্রয়োজনীয় সকল কাগজ, তথ্যাদি যে কোন সময় আপীলকারী বা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তলব করিতে পারিবে।

১১। **আপীল শুনানীকালীন পদ্ধতি**।- (১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানী মূলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীলের সমর্থনে আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(২) শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীল শুনানীর জন্য ডাক পড়িলে যদি আপীলকারী হাজির না হয়, তাহা হইলে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) যদি আপীলকারী হাজির হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হয় তবে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

(৪) যদি উপ-বিধি (২) অনুসারে আপীল খারিজ হয়, তবে আপীলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে পুনরায় আপীল মঞ্জুরের জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) আপীল কর্তৃপক্ষ পক্ষগন বা কোন এক পক্ষের শুনানীর পর তর্কিত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপীলকারী কি প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে।

(৭) আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি যথাশীঘ্র সম্ভব আপীলকারী, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করা হইবে।

১২। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ**।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রানসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল– ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ**।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে তরল বজ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসিল– ৯, ১০ ও ১১ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন এর মানমাত্রা তফসিল-১২ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৪। **পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি**।- এই বিধিমালার অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি তফসিল-১৩ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

১৫। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি**।- (১) কোন ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনক্রমে অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত সেবার জন্য তফসিল-১৪ এ বর্ণিত যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **ফি প্রদানের পদ্ধতি**।- এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় বিভিন্ন মহাপরিচালকের অনুকূলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে "৬৫ বিবিধ আয়করমুক্ত রাজস্ব খাতে" বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং ট্রেজারী চালান আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৭। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ**।- কোন স্থানে নির্দিষ্টকৃত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোন কোন স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণ ঘটনাধীন স্থান বা দূষণ আশাংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা বা আশংকিত ঘটনার বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

ফরম-১

প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

[বিধি ৫ (১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রেরক
....
....
....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত পরিবেশ হানি/পরিবেশ হানির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি ঃ-

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা গ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম .... ।

২। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থান।

৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ।

৫। ক্ষতির সময় .... ।

৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম, ঠিকানা।

৭। প্রার্থিত প্রতিকার।

তারিখ ঃ ....

স্বাক্ষর ঃ ....

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** .... হইতে কঠিনবর্জ্য/ বর্জ্যপানি/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি/যে কোন দূষক বিশ্লেষণের জন্য .... তারিখ .... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় ও অবশ্যক ;

সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনার পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্বারা অভিপ্রায় নোটিশ প্রদান করা হইল ।

নমুনাসংগ্রহকারী কর্মকর্তা

নাম -

পদবী-

মেসার্স ....

....

....

*** ঃ বর্জ্যপ্রবাহ, ষ্ট্যাক, ইত্যাদি; যে সূত্র হইতে নমুনাসংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ ।

ফরম-৩

পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৭ (৫) দ্রষ্টব্য]

পরিচালক/উপ-পরিচালক,
পরিবেশ অধিদপ্তর,
ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ (বগুড়া)।

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ

ঃ নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ

ঃ নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ

ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ ঃ

(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৪। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ

৫। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ

(খ) পানির উৎস ঃ

৬। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

(খ) জ্বালানীর উৎস ঃ

৭। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমান ঃ

(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল ঃ
(গ) দৈনিক সম্ভাব্য নিঃসরণযোগ্য গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ ঃ
(ঘ) গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমণ পদ্ধতি ঃ

৮। দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক মৌজা ম্যাপ ঃ

৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১০। (ক) প্রস্তাবিত বর্জ্য পরিশোধণাগারের নকশাসহ সময়সূচী ঃ

(খ) বরাদ্দকৃত অর্থ ঃ

(গ) জায়গার পরিমাণ ঃ

১১। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম ঃ

১২। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ ঃ

(খ) লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) ঃ

১৩। (ক) আই ই ই/ই আই এ প্রতিবেদন * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(খ) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১৪। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

(সীলমোহর)

নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ
তারিখ ঃ

-ঃ ঘোষনা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

* প্রস্তুতকারী এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

[1]ফরম-৪

[বিধি ৭ক দ্রষ্টব্য]

দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ
(Pollution Under Control Certificate)

এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ....

ঠিকানা ...., এর যানবাহন নং .... এর সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে নিঃসরিত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাপকৃত মান নিম্নরূপ, যথা ঃ-

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা	পরিমাপকৃত মান
কালোধোঁয়া	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫	
কার্বন মনোক্সাইড	গ্রাম/কিঃমিঃ শতকরা আয়তনে	২৪ ০৪	
হাইড্রোকার্বন	গ্রাম/কিঃমিঃ পিপিএম	০২ ১৮০	
নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ	গ্রাম/কিঃমিঃ পিপিএম	০২ ৬০০	

(২) এই পরিমাপকৃত মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল ৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার উর্ধ্বে নহে।

(৩) এই সনদের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

মহা-পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সীল
পরিবেশ অধিদপ্তর।

তারিখ ঃ

[1] এই ফরম গেজেট প্রজ্ঞাপন নং এস,আর,ও ২৯-আইন/২০০২ ইং দ্বারা বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত এবং ২৮/২/২০০২ তারিখে কার্যকর হয়।

তফসিল-১

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

[বিধি ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

(ক) সবুজ শ্রেণী

১। টিভি, রেডিও ইতাদি সংযোজন ও প্রস্তুত।

২। ঘড়ি প্রস্তুত ও সংযোজন।

৩। টেলিফোন সংযোজন।

৪। খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।

৫। বই বাঁধাই।

৬। দড়ি, মাদুর ও পাটি (সূতী, পাট ও কৃত্রিম তন্তুজাত)।

৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে বাদে)।

৮। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত।

৯। মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ও খেলনা সাইকেল সংযোজন।

১০। বৈজ্ঞানিক ও গণিত যন্ত্রপাতি সংযোজন (তৈরী বাদে)।

১১। বাদ্যযন্ত্র।

১২। খেলাধুলার সামগ্রী (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।

১৩। চা প্যাকিং (প্রসেসিং বাদে)।

১৪। গুড়ো দুধ রি-প্যাকিং (তৈরী বাদে)।

১৫। বাঁশ ও বেত সামগ্রী।

১৬। কৃত্রিম ফুল (প্লাষ্টিক বাদে)।

১৭। কলম ও বলপেন।

১৮। স্বর্ণালংকার (তৈরী বাদে) (শুধু দোকান)।

১৯। মোমবাতি।

২০। ডাক্তারি ও শল্য যন্ত্রপাতি (তৈরী বাদে)।

২১। কর্ক সামগ্রী প্রস্তুতকারী কারখানা (ধাতব জাতীয় বাদে)।

২২। লন্ড্রী (ওয়াসিং বাদে)।

পাদটীকা ঃ

(ক) এ তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভূক্ত কুটিরশিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটিরশিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন

সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

(খ) বর্তমান তালিকাভূক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হইতে পারিবে না।

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক এলাকায় অগ্রহণযোগ্য মাত্রার শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টি সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(খ) কমলা-ক শ্রেণী

১। গো-খামার শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টি বা এর নীচে এবং গ্রামে ২৫টি বা এর নীচে।

২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ পর্যন্ত এবং গ্রামে ১০০০ পর্যন্ত)।

৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডাল পেষা/ভাঙ্গানো (২০ অশ্বশক্তি পর্যন্ত)।

৪। বস্তবুনন এবং হস্ত চালিত তাঁত।

৫। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৬। করাত কল/কাঠ চেরাই।

৭। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৮। ছাপাখানা।

৯। প্লাষ্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)।

১০। রেস্টুরেন্ট।

১১। কার্টুন/বাক্স প্রস্তুত/প্রিন্টিং প্যাকেজিং।

১২। সিনেমা হল।

১৩। ড্রাইক্লিনিং।

১৪। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

১৫। খেলাধুলার সামগ্রী।

১৬। লবন প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

১৭। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

১৮। শিল্প যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

১৯। স্বর্ণলংকার প্রস্তুত।

২০। আলপিন, ইউপিন।

২১। চশমার ফ্রেম।

২২। চিরুনী।

২৩। কাঁসা পিতলের তৈজসপত্র, সুভ্যেনির প্রস্তুত।

২৪। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

২৫। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

২৬। কাঠের নৌযান তৈরী।

(গ) কমলা-খ শ্রেণী

১। পিভিসি সামগ্রী।

২। কৃত্রিম তন্তু (কাঁচামাল)।

৩। গ্লাস ফ্যাক্টরী।

৪। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (শুধু ফর্মুলেশনের বেলায় প্রযোজ্য)।

৫। ভোজ্য তৈল।

৬। আলকাতরা।

৭। পাট কল।

৮। হোটেল, বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও এ্যাপার্টমেন্ট ভবন।

৯। ঢালাই।

১০। এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী

১১। আঠা (এ্যানিমেল গ্লু বাদে)

১২। ইট/টাইলস।

১৩। চুন।

১৪। প্লাষ্টিক সামগ্রী।

১৫। বোতলজাত, খাবার পানি, কোমল কার্বনেটেড পানীয় প্রস্তুত ও বোতলজাতকরণ।

১৬। গ্যালভানাজিং।

১৭। সুগন্ধী, প্রসাধনী।

১৮। ময়দা (বড়)।

১৯। কার্বন রড।

২০। পাথর গুড়ো, কাটা, ঘষা।

২১। মাছ, মাংস, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।

২২। ছাপার ও লেখার কালি।

২৩। পশু খাদ্য।

২৪। আইসক্রিম।

২৫। ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব।

২৬। মাটি, চীনে মাটির তৈজসপত্র/স্যানিটারী ওয়ার (সিরামিকস্)।

২৭। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।

২৮। পানি পরিশোধন প্লান্ট।

২৯। ধাতব, বাসন কোষণ/চামচ ইত্যাদি।

৩০। সোডিয়াম সিলিকেট।

৩১। দিয়াশলাই।

৩২। স্টার্চ ও গ্লুকোজ।

৩৩। গবাদি পশুর খাদ্য।

৩৪। স্বয়ংক্রিয় চালকল।

৩৫। মোটরযান সংযোজন।

৩৬। কাঠের নৌযান তৈরী।

৩৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে ফিল্ম তৈরী সংক্রান্ত কর্মকান্ড)।

৩৮। চা প্রসেসিং।

৩৯। গুড়ো দুধ তৈরীকরণ/কনডেন্সড মিল্ক/ ডেইরী।

৪০। রি-রোলিং।

৪১। কাঠ প্রক্রিয়াকরণ।

৪২। সাবান।

৪৩। রেফ্রিজারেটর মেরামত।

৪৪। ধাতব নৌযান মেরামত।

৪৫। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৪৬। সূতা প্রস্তুত (স্পিনিং মিল)।

৪৭। বৈদ্যুতিক কেবল।

৪৮। হিমাগার।

৪৯। টায়ার রিট্রেডিং।

৫০। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৫১। গো-খামার ঃ শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টির উর্ধ্বে এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ (পঁচিশ) টির উর্ধ্বে।

৫২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টির এবং গ্রামাঞ্চলে ১০০০ (এক হাজার) টির উর্ধ্বে।

৫৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডালপেষা/ভাঙ্গানো ২০ অশ্বশক্তির উর্ধ্বে।

৫৪। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৫। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৬। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৭। লবন প্রস্তুত, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৮। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত।

৫৯। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত।

৬০। পোষাক ও সুয়েটার প্রস্তুত।

৬১। বস্ত্র ওয়াশিং।

৬২। শক্তিচালিত তাঁত।

৬৩। রাস্তা নির্মাণ/পূনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্তা)।

৬৪। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিম্নে)।

৬৫। গণশৌচাগার।

৬৬। জাহাজ ভাঙ্গা।

৬৭। জি আই ওয়্যার।

৬৮। ব্যাটারী সংযোজন।

৬৯। ডেইরী এন্ড ফুড।

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রা বহির্ভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) লাল শ্রেণী

১। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (ট্যানারী)।

২। ফরমালডিহাইড।

৩। ইউরিয়া সার।

৪। টি এস পি সার।

৫। রাসায়নিক রং, পালিশ, ভার্নিশ, এনামেল।

৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

৭। সব খনিজ প্রকল্প (কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল ইত্যাদি)।

৮। সিমেন্ট ।

৯। জ্বালানী তেল পরিশোধনাগার।

১০। কৃত্রিম রাবার।

১১। কাগজ ও মন্ড।

১২। চিনি।

১৩। ডিষ্টিলারী।

১৪। কাপড় রং ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ।

১৫। কষ্টিক সোডা, পটাশ।

১৬। অন্যান্য ক্ষার।

১৭। লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত।

১৮। ঔষুধের কাঁচামাল ও মৌলিক ঔষধ।

১৯। ইলেকট্রোপ্লেটিং।

২০। ফটোফিল্মস, কাগজ ও ফটো রাসায়নিক।

২১। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত।

২২। বিস্ফোরক।

২৩। এসিড এবং ইহাদের লবণ (জৈব ও অজৈব)।

২৪। নাইট্রোজেন যৌগ (সায়ানাইড, সায়ানামাইড ইত্যাদি)।

২৫। প্লাষ্টিক কাঁচামাল উৎপাদন (পিভিসি, পিপি/লৌহ, পলিষ্টারিণ ইত্যাদি)।

২৬। এ্যাসবেসটস।

২৭। ফাইবার গ্লাস।

২৮। কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, আগাছা নাশক।

২৯। ফসফরাস ও এর যৌগ।

৩০। ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এবং ইহাদের যৌগ।

৩১। শিল্প (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাদে)।

৩২। বর্জ্য ইনসিনারেটর।

৩৩। অন্যান্য রাসায়নিক।

৩৪। সমরাস্ত্র।

৩৫। পারমানবিক শক্তি।

৩৬। মদ।

৩৭। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন অধাতব রাসায়নিক।

৩৮। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন অধাতব।

৩৯। শিল্প নগরী।

৪০। মৌলিক শিল্প রাসায়নিক।

৪১। লোহা সম্পর্কিত নয় এমন মৌলিক ধাতব।

৪২। ডিটারজেন্ট।

৪৩। শিল্প/গৃহস্থলী/বাণিজ্যিক বর্জ্য দ্বারা মাটি ভরাট।

৪৪। পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট।

৪৫। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ।

৪৬। এ্যানিমেল গ্লু।

৪৭। ইঁদুরনাশক।

৪৮। রিফ্যাক্টরিজ।

৪৯। শিল্প গাস (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড)।

৫০। ব্যাটারী।

৫১। হাসপাতাল।

৫২। জাহাজ নির্মাণ।

৫৩। তামাক (প্রক্রিয়াজাতকরণ/সিগারেট/বিড়ি প্রস্তুত)।

৫৪। ধাতব নৌযান তৈরী।

৫৫। কাঠের নৌযান তৈরী।

৫৬। রেফ্রিজারেটর/এয়ারকন্ডিশনার/এয়ারকুলার প্রস্তুত।

৫৭। টায়ার ও টিউব।

৫৮। বোর্ড মিল।

৫৯। কার্পেট।

৬০। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৬১। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৬২। পানির পরিশোধন প্লান্ট।

৬৩। সূয়ারেজ পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।

৬৪। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।

৬৫। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান/উত্তোলন/বিতরণ।

৬৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ।

৬৭। রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)।

৬৮। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে)।

৬৯। মিউরেট অব পটাশ (ম্যানুফ্যাকচারিং)।

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হইতে পারিবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রার বহির্ভূত শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আই ই ই) এর উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পর, অনুমোদিত কার্যপরিধি মোতাবেক পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ই আই এ) প্রতিবেদন, ই টি পির নকশাসহ সময়সূচী পেশ করিতে হইবে।

তফসিল-২

বায়ুর মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

প্রতি কিউসিক মিটারে মাইক্রোগ্রাম হিসাবে ঘনত্ব

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	প্রলম্বিত বস্তুকণা (এসপিএম)	সালফার ডাইঅক্সাইড	কার্বন মনক্সাইড	নাইট্রোজেন অক্সাইডসমুহ
ক।	শিল্প ও মিশ্র	৫০০	১২০	৫০০০	১০০
খ।	বাণিজ্যিক ও মিশ্র	৪০০	১০০	৫০০০	১০০
গ।	আবাসিক ও গ্রামীণ	২০০	৮০	২০০০	৮০
ঘ।	সংবেদনশীল	১০০	৩০	১০০০	৩০

নোট ঃ

১। জাতীয় পর্যায়ে স্মৃতিসৌধসমূহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, প্রত্মতাত্মিক স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকা (যদি থাকে) সংবেদনশীল এলাকাভূক্ত।

২। শিল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত নহে এইরূপ এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহ এমন কোন দূষক নির্গমন বা নিঃসরণ করিবে না যা উপরোক্ত গ ও ঘ শ্রেণীভুক্ত পারিপার্শ্বিক এলাকার পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম সহায়ক হইতে পারে।

৩। প্রলম্বিত বস্তুকণা বলিতে ১০ মাইক্রন বা উহার নিম্ন ব্যাস সম্পন্ন বায়ুবাহিত কণা বুঝাইবে।

তফসিল-৩

পানির মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

(ক) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী		স্থিতিমাপ			
		pH	বিওডি মিঃগ্রাঃ/লিঃ	ডিও মিঃগ্রাঃ/লিঃ	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সংখ্যা/১০০ মিঃলিঃ
ক।	কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	২ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০ বা তাহার নিম্নে
খ।	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	২০০ বা তাহার নিম্নে
গ।	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঘ।	মৎস চাষে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৬ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঙ।	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	
চ।	সেচকার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	১০০০ বা তাহার নিম্নে

নোট ঃ ১। মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানিতে মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে এমোনিয়ার সর্বোচ্চ উপস্থিতি ১.২ মিঃগ্রাঃ/লিঃ।

২। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০ μmho/cm (২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়); সোডিয়াম ২৬%- এর নিম্নে; বোরণ ০.২ % - এর নিম্নে।

(খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	২	৩	৪
১।	এলুমিনিয়াম	mg/l	০.২
২।	এমোনিয়া (NH_3)	,,	০.৫
৩।	আর্সেনিক	,,	০.০৫
৪।	বেলিয়াম	,,	০.০১
৫।	বেনজিন	,,	০.০১
৬।	বিওডি৫ ২০°C	,,	০.২
৭।	বোরণ	,,	১.০
৮।	ক্যাডমিয়াম	,,	০.০০৫
৯।	ক্যালসিয়াম	,,	৭৫
১০।	ক্লোরাইড	,,	১৫০–৬০০*
১১।	ক্লোরিনেটেড এলকেন্‌স্	,,	
	কার্বনটেট্রাক্লোরাইড		০.০১
	১.১ ডাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০০১
	১.২ ডাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৩
	টেট্রাক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৩
	ট্রাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৯
১২।	ক্লোরিনেটেড ফিনোলস্		
	পেন্টাক্লোরোফেনোল	,,	০.০৩
	২.৪.৬ ট্রাইক্লোরোফিনোল	,,	০.০৩
১৩।	ক্লোরিণ (রেসিডুয়াল)	,,	০.২
১৪।	ক্লোরোফর্ম	,,	০.০৯
১৫।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী)	,,	০.০৫

* সমুদ্র উপকূল এলাকায় ১০০

১	২	৩	৪
১৬।	ক্রোমিয়াম (সার্বিক)	,,	০.০৫
১৭।	সিওডি	,,	৪
১৮।	কলিফর্ম (ফিকাল)	n/100 ml	০
১৯।	কলিফর্ম (সার্বিক)	n/100 ml	০
২০।	বর্ণ	হেজন একক	১৫
২১।	কপার	mg/l	১
২২।	সায়ানাইড	,,	০.১
২৩।	ডিটারজেন্টস্	,,	০.২
২৪।	ডিও	,,	৬
২৫।	ফ্লুরাইড	,,	১
২৬।	খরতা ($CaCO_3$ হিসেবে)	mg/l	২০০ - ৫০০
২৭।	লৌহ	,,	০.৩ - ১.০
২৮।	শিয়েলডাল নাইট্রোজেন (সার্বিক)	,,	১
২৯।	লেড	,,	০.০৫
৩০।	ম্যাগনেসিয়াম	,,	৩০ - ৩৫
৩১।	ম্যাঙ্গানিজ	,,	০.১
৩২।	মার্কারী	,,	.০০১
৩৩।	নিকেল	,,	০.১
৩৪।	নাইট্রেট	,,	১০
৩৫।	নাইট্রাইট	,,	<১
৩৬।	গন্ধ	,,	গন্ধহীন
৩৭।	তেল ও গ্রীজ	,,	০.০১
৩৮।	pH	,,	৬.৫ - ৮.৫
৩৯।	ফিনোল যৌগাদি	,,	.০০২
৪০।	ফসফেট	,,	৬

১	২	৩	৪
৪১ ।	ফসফোরাস	”	০
৪২ ।	পটাশিয়াম	”	১২
৪৩ ।	তেজস্ক্রীয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকীরণ	Bq/l	০.০১
৪৪ ।	সার্বিক বিটা বিকিরণ	”	০.১
৪৫ ।	সিলোনিয়াম	mg/l	০.০১
৪৬ ।	সিলভার	”	০.০২
৪৭ ।	সোডিয়াম	”	২০০
৪৮ ।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	”	১০
৪৯ ।	সালফাইড	mg/l	০
৫০ ।	সালফেট	”	৪০০
৫১ ।	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য	”	১০০০
৫২ ।	উষ্ণতা	^{0}C	২০ - ৩০
৫৩ ।	টিন	mg/l	২
৫৪ ।	টারবিডিটি	জেটিইউ	১০
৫৫ ।	জিংক	mg/l	৫

তফসিল-৪

শব্দের মানমাত্রা

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	dBa এককে	ধার্যকৃত সীমা
		দিবা	রাত্রি
ক.	নীরব এলাকা	৪৫	৩৫
খ.	আবাসিক এলাকা	৫০	৪০
গ.	মিশ্র এলাকা (মূখ্যত আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসাবে একত্রে ব্যবহৃত এলাকাসমূহ)	৬০	৫০
ঘ.	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
ঙ.	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

নোট ঃ

১। ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

২। রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

৩। হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/চিহ্নিতব্য/বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা হইতে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নীরব এলাকায় যানবাহনের হর্ণ বা অন্য প্রকার সংকেত ধ্বনি এবং লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তফসিল-৫

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

যানবাহনের শ্রেণী	একক	মানমাত্রা	মন্তব্য
* মোটরযান (সকল প্রকার)	dBa	৮৫	নির্গমন নল হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
যান্ত্রিক নৌযান	dBa	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশুণ্য সর্ব্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

* পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ

(খ) গ্যাসোলিনচালিত ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ

(গ) মোটর সাইকেল - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

তফসিল-৬

মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া	হাটরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫
কার্বনমনোক্সাইড	গ্রাম/কিঃমিঃ	২৪
	শতকরা আয়তনে	০৪
হাইড্রোকার্বন	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২
	পিপিএম	১৮০
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২
	পিপিএম	৬০০

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাপকৃত।

তফসিল-৭

যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া *	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাপকৃত

তফসিল-৮

ঘ্রাণ মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
এসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫ - ৫
এমোনিয়া	’’	১ - ৫
হাইড্রোজেন সালফাইড	’’	০.০২ - ০.২
মিথাইল ডাইসালফাইড	’’	০.০০৯ - ০.১
মিথাইল মারক্যাপটান	’’	০.০২ - ০.২
মিথাইল সালফাইড	’’	০.০১ - ০.২
স্টাইরিন	’’	০.৪ - ২.০
ট্রাইমিথাইলএমিন	’’	০.০০৫ - ০.০৭

নোট ঃ

(১) যে কোন নির্গমন/নিঃসরণ নল ৫ মিটারের অধিক উচ্চতা সম্পন্ন তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিম্নরূপ ঃ

Q = ০.১০৮ x He^2Cm (যেখানে Q = গ্যাস নিঃসরণের হার Nm^3/ঘন্টা)

He = নিঃসরণ নলের উচ্চতা (m)

Cm = উপরোক্ত বর্ণিত মানমাত্রা (পিপিএম)

(২) যে সকল বিশেষ স্থিতিমাপ মানমাত্রার পরিসীমা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে সতর্কীকরণের জন্য নিম্নতর মানমাত্রা এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চতর মানমাত্রা ব্যবহার করা হইবে ।

তফসিল - ৯

পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
বিওডি	মিলিগ্রাম/লিঃ	৪০
নাইট্রেড	,,	২৫০
ফসফেট	,,	৩৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তু (এসএস)	,,	১০০
উষ্ণতা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	৩০
কলিফর্ম	প্রতি ১০০ ml এ সংখ্যা	১০০০

নোট ঃ

(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি/অভ্যন্তরীণ পানি প্রবাহে নিক্ষেপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) চূড়ান্ত নিক্ষেপণের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।

তফসিল-১০

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা নির্গমনের স্থান		
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ	সেচভূমি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	এমোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	mg/l	৫০	৭৫	৭৫
২।	এমোনিয়া (মুক্ত এমোনিয়া হিসাবে)	”	৫	৫	১৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	”	০.২	০.০৫	০.২
৪।	বিওডি$_৫$২০°C	”	৫০	২৫০	১০০
৫।	বোরণ	”	২	২	২
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	”	০.০৫	০.৫	০.৫
৭।	ক্লোরাইড	”	৬০০	৬০০	৬০০
৮।	ক্রোমিয়াম (সম্পূর্ণ Cr হিসাবে)	”	০.৫	১.০	১.০
৯।	সিওডি	”	২০০	৪০০	৪০০
১০।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী Cr হিসাবে)	”	০.১	১.০	১.০
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	”	০.৫	৩.০	৩.০
১২।	দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O)	”	৪.৫ - ৮	৪.৫ - ৮	৪.৫ - ৮

১	২	৩	৪	৫	৬
১৩।	তড়িৎ পরিবাহিতা (EC) Mmho/Cm	mg/l	১২০০	১২০০	১২০০
১৪।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	”	২,১০০	২,১০০	২,১০০
১৫।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	”	২	১৫	১০
১৬।	সালফাইড (S হিসাবে)	”	১	২	২
১৭।	আয়রণ (Fe হিসাবে)	”	২	২	২
১৮।	সার্বিক কেলডল নাইট্রোজেন (N হিসাবে)	”	১০০	১০০	১০০
১৯।	লেড (Pb হিসাবে)	”	০.১	১.০	০.১
২০।	ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসাবে)	”	৫	৫	৫
২১।	মার্কারী (Hg হিসাবে)	”	০.০১	০.০১	০.০১
২২।	নিকেল (Ni হিসাবে)	”	১.০	২.০	১.০
২৩।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	”	১০.০	স্থিরকৃত হয় নাই	১০
২৪।	তৈল এবং গ্রীজ	”	১০	২০	১০
২৫।	ফেনল যৌগাদি (C_6H_5OH হিসাবে)	”	১.০	৫	১
২৬।	দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)	”	৮	৮	১৫
২৭।	তেজস্ক্রীয় দ্রব্য	”	বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য		
২৮।	পিএইচ (PH)		৬ - ৯	৬ - ৯	৬ - ৯
২৯।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	mg/l	০.০৫	০.০৫	০.০৫
৩০।	জিংক (Zn হিসাবে)	ডিগ্রী	৫.০	১০.০	১০.০

১	২	৩	৪	৫	৬
৩১।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	”	২,১০০	২,১০০	২,১০০
৩২।	উষ্ণতা	সেন্টিগ্রেড	৪০ ৪৫	৪০ ৪৫	৪০-গ্রীষ্মকালীন ৪৫-শীতকালীন
৩৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	mg/l	১৫০	৫০০	২০০
৩৪।	সায়ানাইড (Cn হিসাবে)	”	০.১	২.০	০.২

নোট ঃ

১। শিল্পশ্রেণীভিত্তিক মানমাত্রা শিরোনামের অধীনে বর্ণিত শিল্প শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোন স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘী/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝর্ণা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। সেচভূমি বলিতে বর্জ্যপানির পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে নির্ধারণকৃত পর্যাপ্ত ভূমিতে বিশেষ বিশেষভাবে চিহ্নিত ফসল চাষে সংবাদ সেচক্রিয়া বুঝাইবে।

৭। নোটাংশের ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোন নির্গমন কোন গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-১১

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতি
১	২	৩
১.	বস্তুকণা	
	(ক) ২০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৫০
	(খ) ২০০ মেগাওয়াট -এর নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০
২.	ক্লোরিন	১৫০
৩.	হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প ও কুয়াসা	৩৫০
৪.	সার্বিক ফ্লোরাইড F	২৫
৫.	সালফিউরিক এসিড কুয়াশা	৫০
৬.	লেড বস্তুকণা	১০
৭.	মার্কারী বস্তুকণা	০.২
৮.	সালফার ডাইঅক্সাইড	কেজি/টন এসিড
	(ক) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (DCDA* প্রক্রিয়া)	৪
	(খ) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (SCSA* প্রক্রিয়া)	১০
	(*DCDA : Double conversion, Double absorption; SCSA : Single conversion, Single absorption)	

সালফিউরিক এসিড বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাকের সর্বনিম্ন উচ্চতা (মিটারে)

(ক)	কয়লা জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২৭৫
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	২২০
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১৪ (Q) ০.৩

	(খ) বয়লার	
	(১) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টন পর্যন্ত	১১
	(২) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টনের অধিক	১৪ (Q) ০.৩
	(Q = নিঃসৃত সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, কেজি/ঘন্টা)।	
৯.	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	
	(ক) নাইট্রিক এসিড উৎপাদন	৩ কেজি/টন এসিড
	(খ) গ্যাসজ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৫০ ppm
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	৫০ ppm
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	৪০ ppm
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	৩০ ppm
	(গ) ধাতুতাপন চুল্লী	২০০ ppm
১০.	চুল্লীনির্গত কালি ও ধুলিকণা	mg/Nm^3
	(ক) বাত্যাচুল্লী	৫০০
	(খ) ইটের ভাটা	১০০০
	(গ) কোকচুল্লী	৫০০
	(ঘ) চুনের ভাটা	২৫০

তফসিল-১২

শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

(ক) সারকারখানা

নাইট্রোজেনসংবলিত সার কারখানা

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	৫০ (নূতন)
	১০০ (পুরাতন)
সার্বিক শিয়েলতাল নাইট্রোজেন	১০০ (পুরাতন)
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	২৫০ (নূতন)
pH	৬.৫- ৮
ক্রোমেট অপসারণ প্লান্ট-এর নির্গমনমুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে মোট)	০.৫
ষড়যোজী Cr	০.১
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা	১০০
তৈল ও গ্রীজ	১০
বর্জ্যপানি নির্গমন	১০ m^3/t ইউরিয়া

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার	বস্তুকণা	১৫০ শুস্ক পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ (dry dedusting)
		৫০ (আর্দ্র পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ ও নূতন প্ল্যান্ট)

ফসফেট জাতীয়

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ		mg/1 এককে উপস্থিতিসীমা
ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ফ্লুরাইড (মৌল ফ্লুরিণ হিসাবে)		১০
ফসফেট, মৌল P হিসাবে		৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)		১০০
	মোট	০.৫
	ষড়যোজী Cr	০.১
	তৈল ও গ্রীজ	১০

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
গ্রানিউলেশন, মিক্সিং ও গ্রাইণ্ডিং সেকশন	বস্তুকণা	১৫০
ফসফরিক এসিড পদ্ধতি	সার্বিক ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	২৫
সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাইঅক্সাইড	
	DCDA	4 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	SCSA	10 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	সালফিউরিক এসিড বাষ্প	৫০

(খ) **সমন্বিত বস্ত্রকারখানা ও বৃহৎ (যাহাতে তিন কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ করা হইয়াছে) প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট**

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/l এককে উপস্থিতিসীমা
pH	৬.৫ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০
বিওডি$_৫$ ২০°C	১৫০
তৈল ও গ্রীজ	১০
সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু	২১০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতি kg বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে ১০০ লিটার

নোট ঃ ১৫০ mg/l-এর বিওডি-এর সীমা কেবল ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ব্যবহৃত রং-এর শ্রেণীভিত্তিক বিশেষ প্যারামিটার

সার্বিক ক্রোমিয়াম, মৌল Cr হিসাবে	২
সালফাইড, মৌল S হিসাবে	২
ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ C_5H_5OH হিসাবে	৫

(গ) **মণ্ড ও কাগজ শিল্প**

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	pH ব্যতীত mg/l এককে উপস্থিতিসীমা	
	প্রতিদিন ৫০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ কারখানা	প্রতিদিন ৫০ টনের কম উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র কারখানা
pH	৬ - ৯	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০	১০০
বিওডি$_৫$ ২০°C	৩০	৫০
সিওডি	৩০০	৪০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার	কৃষিজ, কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৭৫ ঘনমিটার

(ঘ) সিমেন্ট শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

১. সিমেন্ট প্রস্তুতির মৌলিক ইউনিটসমুহ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm_3 এককে উপস্থিতিসীমা
সকল সেকশন	বস্তুকণা	২৫০
২. ক্লিংকার	গ্রাইন্ডিং ইউনিটসমূহ	
সকল সেকশন	বস্তুকণা	
	দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা	২০০
	দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা	৩০০
	দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা	৪০০

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়লার

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	mg/Nm_3 এককে উপস্থিতিসীমা
১। কালি ও বস্তুকণা (জ্বালানীভিত্তিক)	
(ক) কয়লা	৫০০
(খ) গ্যাস	১০০
(গ) তৈল	৩০০
২। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (জ্বালানীভিত্তিক)	
(ক) কয়লা	৬০০
(খ) গ্যাস	১৫০
(গ) তৈল	৩০০

(চ) নাইট্রিক এসিড প্ল্যান্ট

গ্যাসীয় নিঃসরণ

নাইট্রোজেনের অক্সাইড, উৎপন্ন প্রতিটন দূর্বল এসিড হইতে 3 kg

(ছ) ডিষ্টিলারী

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_৫$ ২০°C	৫০০০ (দুই বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা)
	৫০০ (৭৪ বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা)
তৈল ও গ্রীজ	১০

(জ) চিনি শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতিসীমা
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_৫$ ২০°C	৫০
তৈল গ্রীজ	১০
প্রতিটিন প্রেষণকৃত হইতে বর্জ্যপানি (ঘন মিটার)	০.৫

গ্যাসীয় নিঃসরণ

বাগাস জ্বালানী ব্যবহারকারী বয়লার

বস্তুকণা, mg/Nm$_3$	ষ্টেপগ্রেট	২৫০
	পালসেটিং/ হর্সশু	৫০০
	স্প্রেডার	৮০০
	ষ্টোকার	

(ঝ) ট্যানারী শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	১০০
সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	১
সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	২
তৈল ও গ্রীজ	১০
সার্বিক দ্রবীভূত কঠিনবস্তু	২১০০
প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যপানি (ঘনমিটার)	৩০

নোট ঃ সোক লাইকারকে তরলবর্জ্য হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(ঞ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ক্যানিং, ডেইরী, ষ্টাচ ও পাটশিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	৬ - ৯
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	১৫০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	১০০
ষ্টার্চ	প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ	প্রতিটন উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ১.৫ ঘনস্টিটার
দুগ্ধজাত দ্রব্য	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনস্টিটার

(ট) অপরিশোধিত তেল শোধনাগার

নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	উৎস	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
সালফারডাইঅক্সাইড	পাতন	০.২৫	কেজি/টন
	ক্যাটালাইটিক ক্রাকার	২.৫	কেজি/টন

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১০০	মিঃগ্রাঃ/লিঃ
তৈল ও গ্রীজ	১০	”
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	৩০	”
ফেনল	১	”
সালফাইড (মৌল সালফার হিসাবে)	১	”
বর্জ্যপানি প্রবাহ	৭০০	ঘনমিটার/১০০০ টন প্রক্রিয়াকৃত অপরিশোধিত তেল

নোট ঃ

১। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের কর্মসম্পাদন আরম্ভ করিবার সময় বর্জ্য নিঃসরণ/নির্গমনকালে এই মানমাত্রাসমূহ মানিয়া চলিবে। বিরাজমান সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিধি-মালা প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে (ভিন্নভাবে নির্দেশিত না হইলে) পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদি চালু করিবে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ যুক্তির ভিত্তিতে, অধিদপ্তর ইচ্ছা করিলে, এই সময়সীমা বর্ধিত করা যাইতে পারে।

২। এই মানমাত্রাসমূহ নিঃসরণ/নির্গমনস্থল নির্বিচারে প্রযোজ্য হইবে।

৩। নমুনা সংগ্রহকালীন কোন সময়েই এই মানমাত্রাসমূহ অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। পরিবেষ্টক শর্তাদির আলোকে এই মানমাত্রাসমূহকে অধিকতর কঠিনভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তফসিল-১৩

পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি

[বিধি ৭ (৫), ৮ (২) এবং ১৪ দ্রষ্টব্য]

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩০০
(খ) ১০ (দশ) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটির মধ্যে	৩,০০০
(গ) ১ (এক) কোটি হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৫,০০০
(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির উর্ধ্বে	১০,০০০

তফসিল-১৪

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্যের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	কলিফর্ম	৫০০
২।	ক্লোরিণ	২৫০
৩।	টোটাল হার্ডনেস	২৫০
৪।	আয়রণ	৪০০
৫।	ক্যালসিয়াম	৪০০
৬।	ম্যাগনেসিয়াম	৪০০
৭।	বর্ণ (Colour)	৭৫
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	১০০
৯।	pH	১০০
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	৩০০
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	২০০
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	২০০
১৩।	এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন	৪০০
১৪।	আর্সেনিক	৫০০
১৫।	বোরণ	৪০০
১৬।	ক্যাডমিয়াম	৫০০
১৭।	সিওডি	৪০০
১৮।	বিওডি	৪০০
১৯।	ক্লোরাইড	২৫০
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট	৫০০
২১।	ক্রোমিয়াম, মোট	৫০০
২২।	সায়ানাইড	৪০০
২৩।	ফ্লুরাইড	৪০০
২৪।	লেড	৫০০
২৫।	মারকারী	৫০০

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
২৬।	নিকেল	৫০০
২৭।	জৈব নাইট্রোজেন	৪০০
২৮।	তৈল ও গ্রীজ	৩০০
২৯।	ফসফেট	৪০০
৩০।	ফিনোল	৪০০
৩১।	সালফেট	৪০০
৩২।	জিঙ্ক	৫০০
৩৩।	তাপমাত্রা	৭৫
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	১০০
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	১০০
৩৬।	পি-এ্যালকানিটি	২৫০
৩৭।	টি-এ্যালকানিটি	২০০
৩৮।	এ্যাসিডিটি	২০০
৩৯।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড	২০০
৪০।	ক্যালসিয়াম হার্ডনেস	২৫০
৪১।	ডিও	৩০০
৪২।	নাইট্রেট	৪০০
৪৩।	নাইট্রাইট	৪০০
৪৪।	সিলিকা	৩০০

(খ) বায়ুর নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	এস,পি,এম	৫০০
২।	সালফার ডাইঅক্সাইড	৫০০
৩।	নাইট্রাস অক্সাইড	৫০০
৪।	কার্বন মনো-অক্সাইড	৩০০
৫।	লেড	৫০০

(গ) শব্দের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	শব্দ	২০০

(ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

১।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৩,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৬,০০০
২।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের নদীর পানির সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৪,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৬,০০০
৩।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বায়ুর বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	২,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৪,০০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহ্‌বাব আহমদ
সচিব।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। লাইসেন্স

৫। জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ

৬। পরিদর্শন

৭। দণ্ড

৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ২২/১৯৯২ ও আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সংশোধিত]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

[১] (ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

[১](কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। [২] **লাইসেন্স**।- [৩] (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের জন্য [৪] সংশ্লিষ্ট [৫] জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

---

[১] বর্তমান দফা (ক) এবং (কক) আইন নং- ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৪ এর উপান্তটীকা হইতে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৩] উপ-ধারা (১) উক্ত আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

[২] (৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

[২] (৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্ত-কারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, [৩] তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে [৪] জেলা প্রশাসক উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

[৫] (৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।

৫। **জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ।-** কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [৬] জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

---

[১] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৪) -এ "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে "তিন" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৪) -এ উল্লিখিত "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা "জ্বালানী কাঠ" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দ এবং আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "জ্বালানী" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] ৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন ;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।

[২] ৭। **দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।

[৩] ৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- (১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডণীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (cognizable) হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ৬ প্রথমে অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিস্থাপিত ধারাটি বর্তমান আকারে পুনরায় আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৭ আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। উল্লেখ্য, মূল ৭ ধারায় দণ্ডের পরিমান ছিল অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উক্ত অর্থদণ্ডের পরিমান অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয় এবং আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তির বিধান করা হয়।

[৩] ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) ও (২) অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে শুধু উপ-ধারা (১) বর্তমান আকারে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। লাইসেন্সের দরখাস্ত

৩। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি

ফরম 'ক' ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

ফরম 'খ' ইট পোড়ানো লাইসেন্স

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪-১২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৭ই পৌষ, ১৩৯৬/২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৪২১-আইন/৮৯-ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।**- এই বিধিমালা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **লাইসেন্সের দরখাস্ত।**- (১) যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'ক'-তে ইট পোড়ানো লাইসেন্সের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত ফরম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস হইতে দশ টাকা মূল্য প্রদান করিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

৩। **লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি।**- (১) যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরমে উপজেলা পরিষদে দরখাস্ত জমা হইবার পর উহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি তদন্ত করিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপ-বিধি (৩) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'খ'-তে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(২) সকল লাইসেন্সের মেয়াদকাল অর্থ বৎসর অনুসারে ৫ বৎসর হইবে।

(৩) লাইসেন্স ফি বাবদ পাঁচশত টাকা উপজেলা পরিষদ তহবিলে জমা দিতে হইবে।

ফরম 'ক'

[বিধি-২ (১) দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম -

২। ঠিকানা (ক) স্থায়ী -

(খ) অস্থায়ী -

৩। পেশা-

৪। ইট পোড়ানোর উদ্দেশ্য-

৫। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে)-

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

৬। কি ধরনের জ্বালানীর দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে-

৭। প্রস্তাবিত জ্বালানীর উৎস-

আবেদনকারী স্বাক্ষর

তাং .... ইং

.... বাং

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন ঃ

সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরজমিনে তদন্ত করিয়া দরখাস্তে বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।

স্বাক্ষর-

তাং-

পদবী-

সীল-

ফরম 'খ'

[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্স

প্রাপকের নাম ....
ঠিকানা ....
আপনার .... তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে নিম্নে বর্ণিত পরিমান ইট পোড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

২। ইটের ভাটার অবস্থান ঃ

(১) দাগ নং

(২) মৌজা নং

(৩) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম

(৪) ইউনিয়নের নাম

৩। লাইসেন্সের মেয়াদ .... ১৯ ইং/................................ ১৩ বাং
হইতে .... ১৯ ইং/................................ ১৩ বাং

৪। শর্তাবলী ঃ

(ক) ইটের ভাটায় কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) উপজেলা চেয়ারম্যান নিজে অথবা তাহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি অথবা বন অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী (ডেপুটি রেঞ্জার পদ মর্যাদার নীচে নহে) যে কোন সময় কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতীত ইটের ভাটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং ইহাতে কোন বাধা প্রদান বা ওজর আপত্তি করা চলিবে না।

(গ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঘ) ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৯ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির পরিপন্থী অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে।

তারিখ ঃ ....।

স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ .... উপজেলা,
জেলা .... ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, আজিজুল হক
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।

The Building Construction Act, 1952
E.B. Act II of 1953

CONTENTS

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Restriction on construction of building and excavation of tank
3A. Restriction on improper use of lands and buildings
3B. Direction for removal of construction, etc.
3C. Restriction on cutting etc., of hills
3D. Direction for stopping cutting or razing of hill
4. Power of removal of temporary building
5. Power of removal of building under construction, etc.
6. Eviction of occupier
7. Removal of building, etc.
8. Application for sanction
9. Cancellation of sanction on breach of terms and conditions thereof
10. Entry into premises
10A. Power of seizure and arrest without warrant
12. Penalty
12A. Notice to offenders before obtaining sanction for prosecution
13. Cognizance of Offence
14. Bar to jurisdiction of Civil Court
15. Appeal
16. Public servant
17. Indemnity
18. Power to make rules
19. Compensation when not payable
20. Savings

The Building Construction Act, 1952
Act No. E. B. II of 1953

[Published in the Dacca Gazette, Extra Ordinary dated the 21st March, 1953]

[As Amended by —(1) E.P. Ord. No. IV of 1960; (2) E.P. Ord. No. XIII of 1966; (3) P.O No. 48 of 1972; (4) Act No. 12 of 1987; (5) Act No 35 of 1990.]

[**N.B.** The amendments are shown in third brackets with a footnote number]

An Act to provide for the prevention of haphazard construction of buildings and excavation of tanks which are likely to interfere with the planning of certain areas in [1][Bangladesh].

Whereas it is expedient to provide for the prevention of haphazard construction of buildings and excavation of tanks [2][and cutting of hills] which are likely to interfere with the planning of certain areas in [1][Bangladesh];

It is hereby enacted as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the [3]*** Building Construction Act, 1952.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force,-

(a) in the areas to which Notification No. 2306 L.S.-G, dated the 26th July, 1951, relates, on and from the date on which the East Bengal Building Construction Ordinance, 1951, as enacted and continued in operation by the East Bengal Expiring Laws Act, 1951, ceases to operate; and

(b) in other areas, on and from such dates as the Government may, by notification in the Official Gazette, direct.

(4) The [4][Government] may, by notification in the Official Gazette, withdraw the operation of this Act from any area.

2. **Definitions.-** In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

---

[1] The word "Bangladesh" was substituted for the words "East Pakistan" by P.O. No. 48 of 1972.

[2] The words "and cutting of hills" were inserted by E.P. Ord. IV of 1960.

[3] The words "East Bengal" were omitted by P.O. No. 48 of 1972.

[4] The word "Government" was substituted for "Provincial Government", with effect from (w.e.f.) Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

(a) "Authorized Officer" means an officer appointed by the Government by notification in the Official Gazette, to exercise in any area the functions of an Authorized Officer under this Act;

(b) "building" includes a house, out-house, hut, wall and any other structure whether of masonry, bricks, corrugated iron sheets, metal, tiles, wood, bamboos, mud, leaves, grass, thatch or any other material whatsoever;

(c) "Committee" means a Building Construction Committee constituted for any area in the prescribed manner;

[1][(cc) "hill" includes hillocks;]

[2][(ccc) "master plan" means the master plan prepared and approved under any law for the time being in force for the utilization of any land anywhere in Bangladesh;]

(d) (i) "owner", in relation to a building or tank, means the person at whose expenses such building or tank is constructed or excavated [3][or who] has the right to transfer the same, and includes his heirs, assigns and legal representatives;

[4][(ii) "owner", in relation to a hill, means a person who possesses the hill and has the right to transfer the same, and includes his heirs, assigns and legal representatives;]

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "tank" includes ditch, drain, well and channel; and

(g) "temporary building" means such building which is declared by the Authorized Officer to be of a temporary nature.

3. **Restriction on construction of building and excavation of tank.-** [5][(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, or in any agreement, no person shall, without the previous sanction of an Authorized Officer, construct or re-construct or make addition or alteration to any building, or excavate or re-excavate any tank [6]*** within, the area to which this Act applies; and such sanction shall be subject to such terms and conditions as the Authorized Officer may think fit to impose :

---

[1] Clause (cc) was inserted by E.P. Ord. No. IV of 1960.

[2] Clause (ccc) was inserted w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

[3] The words "or who" were substituted, ibid., for the words "and who" w.e.f. Nov. 10, 1986.

[4] Sub-clause (ii) was inserted, by E.P. Ord. IV of 1960.

[5] Sub-sections (1) and (1a) were substituted, ibid., for sub-section (1).

[6] The words "or cut or raze any hill" were omitted by Act 35 of 1990.

Provided that such sanction shall remain valid for three years from the date of sanction and on the expiry of the period, the applicant shall have to apply for and obtain a fresh sanction.

(1a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all sanctions obtained during the 12 months immediately preceding the 30th September, 1958, shall be deemed to have expired and no such construction or excavation shall be made without obtaining fresh sanction.]

Explanation.- For the purpose of obtaining fresh sanction under sub-section (1) or sub-section (la), no fresh sanction shall have to be obtained for the construction of buildings where the construction has been made up to 4 feet above plinth level.]

(2) The [1][Government] may, by notification in the Official Gazette, direct that the power of an Authorized Officer under sub-section (1) shall be exercised by a Committee in such area as may be specified in the notification.

(3) When a notification under sub-section (2) has been issued, the Authorized Officer shall not exercise the power conferred on him by sub-section (1) in the area to which the said notification relates.

(4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to normal repairs to existing building.

[2][3A. **Restriction on improper use of lands and buildings.-** (I) No owner or occupier of a building shall, without obtaining previous permission from the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, use the building for the purpose other than that mentioned in the sanction.

(2) When the Government is satisfied that the existing use of any land or building does not conform to the scheme of land utilization indicated in the master plan, the Government may, by an order in writing, direct the owner, occupier or the person in charge of the land or building to discontinue such use and, in the case of a building, also to remove or dismantle such building :

Provided, however, that the owner, occupier or the person in charge of the land or building shall be given six months' time before effect is given to the order of discontinuance of such use and twelve months' time before effect is given to the order of removal or dismantlement of the building :

Provided further that no existing or future use of any land or building for combined residential and commercial purpose shall be discontinued or prohibited unless, in any particular case, such use militates against the dominant character of the scheme of land utilization as indicated in the Master Plan and constitutes a nuisance generally to the zone and particularly to the neighbourhood in which the land or building is situated.]

---

[1] The word "Government" was substituted for "Provincial Government", w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

[2] Section 3A was inserted by E.P. Ord. IV of 1960.

[1][Explanation.- Omitted]

[2][3B. **Direction for removal of construction, etc.-** (1) Where it appears to the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, that -

(a) any building has been constructed or re-constructed, or any addition or alteration to any building has been made, or any tank has been excavated or re-excavated, before or after the commencement of the Building Construction (Amendment) Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXXII of 1986),

(b) any building is being constructed or re-constructed, or any addition or alteration to any building is being made or any tank is being excavated or re-excavated,

without obtaining the sanction under section 3, or in breach of any of the terms or conditions subject to which sanction was granted under that section, he or it may, by a notice, direct the owner, the occupier and the person in charge of the building or the tank to show cause, within such period, not being less than seven days, as may be mentioned in the notice, why-

(i) the building or any portion thereof, whether constructed or under construction, as may be specified in the notice, should not be removed or dismantled; or

(ii) the tank or any portion thereof, whether excavated or under excavation, specified in the notice, should not be filled up; or

(iii) further construction or re-construction of, or addition or alteration to, the building, or excavation or re-excavation of the tank, should not be stopped.

(2) Where a person is asked by a notice under sub-section (1) to show cause why further construction or re-construction to, or addition or alteration to any building or excavation or re-excavation of any tank, should not be stopped, he shall stop such further construction or reconstruction or addition or alteration or excavation or re-excavation, as the case may be, from the date the notice is served on him till an order is made under sub-section (3).

(3) Where, after considering the cause shown, if any, within the time mentioned in the notice and giving the person showing the cause a reasonable opportunity of being heard, or where no cause is shown within such time, the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, after such inquiry, as he or it deems fit, is satisfied that the building has been, or is being, constructed or re-constructed, or addition or alteration to the building has been or is being made, or the tank has been, or is being, excavated or re-excavated without obtaining the

[1] The explanation was omitted, w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

[2] Section 3B was inserted, ibid., w.e.f. Nov. 10, 1986.

or to fill up the tank or any portion thereof as specified in the order within such time as may be fixed by him or it or to stop further construction or re-construction, addition or alteration or excavation or re-excavation, as the case may be, and otherwise shall make an order vacating the notice.

(4) Where further construction or re-construction of, or addition or alteration to, any building, or excavation or re-excavation of any tank has been stopped under sub-section (2) and cause is shown within the time mentioned in the notice against the stoppage of such further construction or re-construction, addition or alteration, excavation or re-excavation, as the case may be, the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, shall make his or its order under sub-section (3) within fifteen days from the date the cause is shown.

(5) No order under this section shall be made directing any person to remove or dismantle any building or part thereof or to fill up any tank or part thereof unless it is found that,-

(a) such building or part thereof has been constructed or re-constructed, or such tank or part thereof has been excavated or re-excavated at a place or in a manner which is contrary to the master plan or development plan, if any, of the area in which the building or the tank is situated, or

(b) such building or part thereof cannot be re-constructed or altered, or such tank or part thereof cannot be re-excavated, in accordance with the terms and conditions of the sanction alleged to have been breached, or

(c) such building or part thereof or such tank or part thereof causes any undue inconvenience in respect of use or occupation of any land or building or road or passage in the area adjacent to it, or

(d) sanction, if prayed for, could not be granted for the construction or re-construction of, or addition or alteration to, the building or excavation or re-excavation of the tank,

provided such person-

(i) pays, within the time specified by the Authorized Officer or, the Committee, as the case may be, a fine of an amount, which shall not be less than Tk. 5000 and more than Tk. 50,000 to be determined by that Officer or the Committee,

(ii) makes necessary addition or alteration to the building, or makes the excavation or the filling up of the tank as may be directed by the Authorized Officer or the Committee within the time specified by that Officer or the Committee, and

(iii) obtains the necessary sanction on payment of a fee which shall be ten times the amount of the fee prescribed.

(6) If a person fails to pay the fine or make the addition or alteration or excavation or filling or obtain the sanction as mentioned in sub-section (5) within the time specified by the Authorized Officer, or the Committee, as the case may be, under that sub-section, the said officer or the Committee may, by an order in writing, direct the owner, the occupier and the person in charge of the building or the tank to remove or dismantle the building or any portion thereof or to fill up the tank or any portion thereof as specified in the order within such time as may be fixed by him or it.

(7) A notice or an order under this section shall be served in the prescribed manner.]

[1][3C. **Restriction on cutting etc., of hills.-** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall, without the previous sanction of an Authorized Officer, cut or raze any hill within the area to which this Act applies; and such sanction shall be subject to such terms and conditions as the Authorized Officer may think fit to impose :

Provided that no such sanction shall be granted without the previous approval of the Government or such other authority as the Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf:

Provided further that no such sanction shall be granted unless the Authorized Officer and the Government or the authority specified in the notification mentioned in the first proviso is satisfied that-

(a) the cutting or razing of the hill shall not cause any serious damage to any hill, building, structure or land adjacent to or in the vicinity of the hill; or

(b) the cutting or razing of the hill shall not cause any silting of or obstruction to any drain, stream or river, or

(c) the cutting or razing of the hill is necessary in order to prevent the loss of life or property, or

(d) the cutting of the hill is such as is normally necessary for construction of dwelling house without causing any major damage to the hill, or

(e) the cutting or razing of the hill is necessary in the public interest.

(2) A sanction granted under sub-section (1) shall remain valid for a period of one year from the date of sanction.

---

[1] Section 3C was inserted, ibid., by Act 35 of 1990.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, all sanctions obtained for cutting or razing of the hills prior to the commencement of the Building Construction (Amendment) Ordinance, 1990 (অধ্যাদেশ নং ৯, ১৯৯০) shall be deemed to have expired and no such cutting or razing shall be done without obtaining fresh sanction.

(4) The Government may, by notification in the official Gazette, direct that the power of an Authorized Officer under sub-section (1) shall be exercised by a Committee in such area as may be specified in the notification.

(5) When a notification under sub-section (4) has been issued, the Authorized Officer shall not exercise the power conferred on him by sub-section (1) in the area to which the said notification relates.]

[1][3D. **Direction for stopping cutting or razing of hill.-** (1) Where it appears to the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, that any hill is being cut or razed without obtaining the sanction under section 3C, or in breach of any of the terms or conditions subject to which sanction was granted under that section, he or it may, by a notice, direct the owner or the occupier of the hill to show cause, within such period, not being less than three days, as may be mentioned in the notice, why the cutting or razing of the hill should not be stopped.

(2) Where a person is asked by a notice under sub-section (1) to show cause why the cutting or razing of the hill should not be stopped, he shall stop such cutting or razing from the date the notice is served on him till an order is made under sub-section (3).

(3) Where, after considering the cause shown, if any, within the time mentioned in the notice and giving the person showing the cause a reasonable opportunity of being heard, or where no cause is shown within such time, the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, after such inquiry as he or it deems fit, is satisfied that the hill has been or is being cut or razed without obtaining the sanction under section 3C or in breach of any of the terms and conditions subject to which sanction was granted under that section, he or it may, by order in writing stating reasons therefor, direct the owner and the occupier of the hill to stop the cutting or razing of the hill; and otherwise shall make an order vacating the notice.

(4) A notice or an order under this section shall be served in the prescribed manner.]

4. **Power of removal of temporary building.-** The Authorized Officer may, by a notice served in the prescribed manner, direct the owner of a temporary building, erected prior to the date of the coming into force of this Act, to remove the same within the period mentioned in the notice or within such further period as may be extended by the Authorized Officer; and the owner thereof shall, on payment

---

[1] Section 3D was inserted, ibid., by Act 35 of 1990.

to him of such compensation as the Authorized Officer thinks fair and reasonable, remove it within the period aforesaid.

5. **Power of removal of building under construction, etc.-** (1) The Authorized Officer may, by a notice served in the prescribed manner, [1][direct the owner of a building or tank or hill, the construction or excavation or cutting whereof is in progress] on the date of the commencement of this Act, not to proceed with the work any more and to remove such building within the period mentioned in the notice or within such further period as may be extended by the Authorized Officer; and the owner thereof shall, on payment to him of such compensation, not exceeding the sum of two hundred and fifty [2][taka], as the Authorized Officer thinks fair and reasonable, remove the same within the period aforesaid.

(2) The provision of sub-section (1) shall not apply to normal repairs to existing buildings.

[3][6. **Eviction of occupier**.- (1) The Authorized Officer or the Committee, as the case may be, shall, simultaneously with the issue of an order under section 3B or a notice under section 4 or sub-section (1) of section 5 on the owner, the occupier or the person in charge of the building, as the case may be, issue a notice upon them to vacate the building within the period mentioned therein or within such further period as may be extended by the Authorized Officer or the Committee.

(2) If the person upon whom a notice to vacate the building under sub-section (1) has been served does not, in pursuance of that notice, vacate the building within the period mentioned in the notice, he shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be liable to be summarily evicted therefrom by the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, and the Authorized Officer or the Committee may, in effecting such eviction, use or cause to be used such force as may be deemed necessary.

7. **Removal of building, etc.-** (1) If any person fails to comply with any direction for removal or dismantling of any building or any portion thereof or filling up any tank or any portion thereof, given to him under section 3B, within the period fixed therefor, the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, may cause the building or portion thereof to be removed or the tank or portion thereof to be filled up, as the case may be, by using or causing to be used such force as may be deemed necessary; and the cost thus incurred shall be realized from its owner in the manner laid down for recovery of fine under section 386 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898).

(2) If any person fails to comply with any direction for removal of any building given to him under section 4 or sub-section (1) of section 5 within the

[1] The bracketed words were substituted by E.P. Ord. IV of 1960, for certain words.

[2] The word "taka" was substituted for the word "rupees" by Act 12 of 1987.

[3] Sections 6 and 7 were substituted, ibid., for sections 6 and 7 w.e.f. Nov. 10, 1986.

period fixed therefore, the Authorized Officer may cause the temporary building or the building under construction, as the case may be, to be removed at his own expenses in which case such person shall not be any more entitled to any compensation.]

8. Application for sanction.- An application for sanction under [1][section 3 or section 3C] shall be made to the Authorized Officer or the Committee, as the case may be in such manner and form and on payment of such fee as may be prescribed.

9. Cancellation of sanction on breach of terms and conditions thereof.- The sanction granted under [2][section 3 or section 3C] shall be liable to cancellation by the Authorized Officer or the Committee, as the case may be, for breach of any of the terms or conditions or making statements not correct under which such sanction was granted.

10. Entry into premises.- (1) For carrying out the purposes of this Act, an Authorized Officer or [3][the Committee or any person empowered by him or it] in this behalf may, after giving reasonable notice to the occupier of any premises, enter upon such premises after sunrise and before sunset.

(2) The owner of any building or tank [4][or hill] shall, on being required by an Authorized Officer or [5][the Committee or any person empowered by him or it in this behalf, produce before him or it] the sanction obtained therefor under [6][section 3 or section 3C].

[7][(3) The owner of any hill shall, on being required by an Authorized Officer or the Committee or any person empowered by him or it in this behalf, or any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector, produce before him or it the sanction obtained for cutting or razing the hill under section 3C.

[7](4) For carrying out the purposes of this Act, an Authorized Officer or the Committee or any person empowered by him or it in this behalf or any Police

---

[1] The words and figures "section 3 or section 3C" were substituted, ibid., for the word "section 3" by Act 35 of 1990.

[2] The words and figures "section 3 or section 3C" were substituted, ibid., for the words "section 3" by Act 35 of 1990.

[3] The words "the committee or any person empowered by him or it" were substituted for the words "any person empowered by him", w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

[4] The words "or hill" were inserted by E.P. Ord. IV of 1960.

[5] The words "the committee or any person empowered by him or it in this behalf, produced before him or it" were substituted, ibid., for the words "any person empowered by him in this behalf, produced before him."

[6] The words and figures "section 3 or section 3C" were substituted, ibid., for the word "section 3" by Act 35 of 1990.

[7] New sub-sections (3) and (4) were added by Act 35 of 1990.

Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector may, after giving reasonable notice to the occupier of the hill, enter upon such hill at any time.]

[1][10A. **Power of seizure and arrest without warrant.**- (1) The Authorized Officer or any member of the Committee or any officer authorized by him or Committee or any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector who has reason to believe, from personal knowledge or from information given by any person and taken down in writing, that any hill is being cut or razed without obtaining the sanction under section 3C or in breach of any of the terms and conditions subject to which sanction was granted under that section or in contravention of an order made under section 3D may at any time during the day or night-

(a) enter-into such hill;

(b) seize any vehicle, instrument, material and animal used in the cutting or razing of the hill or loading or carrying the earth of such hill;

(c) if he is a Police Officer, arrest any person who he has reason to believe to have committed an offence punishable under sub-section (1A) of section 12.

(2) Whenever a Police Officer makes any arrest or any person makes any seizure under sub-section (1), he shall, within twenty-four hours after such arrest or seizure, make a full report of all the particulars of such arrest or seizure to his immediate superior.

(3) Every person arrested and any vehicle, instrument, material or animal seized under this section shall be forwarded without delay to the Officer-in-Charge of the nearest police station, and the officer to whom such person or vehicle, instrument, material or animal is forwarded shall, with all convenient dispatch, take such measures as may be necessary for the disposal according to law of such person or, as the case may be, vehicle, instrument, material or animal.

(4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) shall apply, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this section, to all arrests and seizure made under this section.]

[2][**11. Exemption.**- Omitted.]

12. Penalty.- [3][(1) Whoever commits an offence by-

(a) contravening the provision of section 3, or

---

[1] Section 10A was inserted by Act 35 of 1990.

[2] Section 11 was omitted, w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987.

[3] Sub-section (1) was substituted, ibid., for the old sub-section (1).

(b) failing to comply with any direction given to him by an Authorized Officer or a Committee under section 3B or by an Authorized Officer under section 4 or sub-section (1) of section 5,

shall on conviction before a court of competent jurisdiction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and the court convicting the accused shall, if an application in writing is made by the prosecution in this behalf, fix a date within which the building or tank or portion thereof in respect of which the offence has been committed shall be removed or dismantled or filled up, as the case may be, by the person convicted and may, for sufficient reason, extend such date.]

[1][(1A) Whoever commits an offence by-

(a) contravening the provision of section 3C, or

(b) failing to comply with any direction given to him by an Authorized Officer or Committee or Police Officer under section 3D,

shall, on conviction before a court of competent jurisdiction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both; and the court convicting the accused shall, if an application in writing is made by the prosecution in this behalf, forfeit any vehicle, instrument, material or animal used for the purpose of or in connection with the commission of the offence or for carrying the earth.]

(2) If the person convicted under sub-section (1) fails to comply with the direction of the Court under that sub-section within the date fixed or within the date as so extended, the Court may cause the [2][building or portion thereof (to be removed) or the tank or portion thereof] filed up, and cost thus incurred may be realized from the convicted person in the manner laid down for recovery of fine under section 386 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).

[3][(3) The provision of this section shall be in addition to, and not in derogation of, any other provision of this Act.]

[4][**12A. Notice to offenders before obtaining sanction for prosecution.-** Omitted]

[5][**13. Cognizance of Offence.-** (1) An offence punishable under sub-section (1A) of section 12 shall be cognizable and non-bailable.

---

[1] Sub-section (1A) was inserted by Act 35 of 1990.

[2] The words "building or portion thereof (to be removed) or the tank or portion there of" were substituted for the words "building to be removed or the tank", w.e.f. Nov. 10, 1986 by Act 12 of 1987.

[3] The new sub-section (3) was added, ibid., w.e.f. Nov. 10, 1986 by Act 12 of 1987.

[4] Section 12A was omitted, ibid., w.e.f. Nov. 10, 1986.

[5] Section 13 was substituted for the old section 13 by Act 35 of 1990.

(2) Subject to sub-section (1), no court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except upon a complaint by the Authorized Officer or the Committee or by a person authorized by the Authorized Officer or the Committee, as the case may be.]

14. **Bar to jurisdiction of Civil Court.-** Every order under section 3 [1][or section 3A] [2][or section 3B or section 3C or section 3D] or section 4 or section 5 or section 6 or section 9 shall, subject to the provision of section 15, be final and shall not be called in question in any Civil Court.

[3][15. **Appeal.-** An appeal, if presented within thirty days from the date of the order appealed against, shall lie to such officer or authority as may be prescribed against every order under section 3 or section 3A or [4][section 3B or section 3C or section 3D or] section 4 or section 5 or section 6 or section 9, and the decision of such officer or authority on such appeal shall be final and shall not be called in question in any Civil Court.]

16. **Public servant.-** An Authorized Officer or any person empowered to perform any function under this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the [5]*** Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

17. **Indemnity.-** (1) No suit or legal proceeding shall lie against the [6][Government] in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done, under this Act.

(2) No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against any person in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done, under this Act.

18. **Power to make rules.-** (1) The [6][Government] may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters:-

(a) the constitution of a Building Construction Committee;

(b) the tenure of office of members of the Committee;

(c) the resignation and removal of members of the Committee;

---

[1] The words and figures "or section 3A" were inserted by E.P. Ord. IV of 1960.

[2] The words and figures "section 3B or section 3C or section 3D" were substituted for the word and figure "or 3B" by Act 35 of 1990.

[3] Section 15 was substituted, w.e.f. Nov. 10, 1986, by Act 12 of 1987, for the old section 15.

[4] The words and figures "section 3B or section 3C or section 3D" were substituted for the word and figure "section 3B" by Act 35 of 1990.

[5] The word "Pakistan" was omitted by P.O. 48 of 1972.

[6] The word "Government" was substituted for the words "Provincial Government" by Act 12 of 1987.

(d) the filling of casual vacancy and the tenure of office of the person filling such vacancy;

(e) the regulation of functions of the Committee including the procedure and conduct of business at its meetings;

(f) the manner of service of notice under sections [1][3B, 3D, 4] and 5;

(g) the form of application for sanction under [2][sections 3 and 3C];

(h) the amount of fee payable under section 8.

19. **Compensation when not payable.-** No owner of any building shall be entitled to any compensation under this Act, if he had contravened any provision of the East Bengal Building Construction Ordinance, 1951. (E. B. Ord. No. XII of 1951).

20. **Savings.-** Repealed by E.P. Ordinance No. XIII of 1966.

---

[1] The figures "3B, 3D, 4" were substituted for the figure "4" by Act 35 of 1990.

[2] The words and figures "section 3 and 3C" were substituted, idid., for the word and figure "section 3"

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা
২। সংজ্ঞা
৩। ইমারত নির্মাণ,পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদি অনুমোদনের আবেদন
৪। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির অনুমোদন ফি
৫। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির নকশা
৬। নকশা প্রণয়নকারীর যোগ্যতা
৭। আবেদনপত্রের নিস্পত্তি
৮। সাইট সংলগ্ন রাস্তা ও উহা হইতে ইমারতের দূরত্ব
৯। বৈদ্যুতিক লাইন হইতে ইমারতের দূরত্ব
১০। বিভিন্ন ইমারত নির্মাণে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা
১১। সীমানা দেয়াল
১২। ইমারতের উচ্চতা
১৩। গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা
১৪। বিভিন্ন তলার নাম ও ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের শর্তাবলী
১৫। আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা
১৬। ছাদ, কার্নিশ ও সানসেড ইত্যাদি নির্মাণ
১৭। জরুরী নির্গমন পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ
১৮। আবাসিক ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
১৯। গ্যারেজ নির্মাণের বিধানাবলী
২০। বাণিজ্যিক ইমারত ও গুদাম নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২১। সমাবেশস্থল জাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২২। শিল্প ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২৩। হোটেল নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২৪। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমজাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২৫। সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট, ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী
২৬। বিশেষ নিয়ন্ত্রণ
২৭। পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশেষ বিধানাবলী
২৮। পুকুর খননের বিশেষ বিধানাবলী
২৯। নোটিশ জারীকরণ
৩০। রহিতকরণ
তফসিল-১ ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদন পত্রের ফরম্।
তফসিল-২ ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের ফি

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৮-৭-১৯৯৬ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

এস, আর, ও নং- ১১২-আইন/৯৬ তারিখ ঃ ১৮ই জুলাই, ১৯৯৬ ইং

Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর Section 18 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই বিধিমালা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান" অর্থ বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১১) এ বর্ণিত ইমারতের চতুষ্পার্শ্বের প্রয়োজনীয় খালি জায়গা;

(খ) "আবেদনপত্র" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের আবেদনপত্র;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) "ধারা" অর্থ Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর কোন Section;

(ঙ) "নকশা" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন প্রণীত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা;

(চ) "নির্ধারিত ফরম" অর্থ তফসিল-১ এ প্রদত্ত ফরম;

(ছ) "সাইট" অর্থ ইমারত বা ইমারতের অঙ্গন নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন এর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বিশিষ্ট কোন স্থান।

৩। **ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদি অনুমোদনের আবেদন**।- (১) ধারা ৩ ও ৩ সি এর অধীন ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্র সহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) বিধি ৫ এর চাহিদানুযায়ী নকশা;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি;

(গ) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, বিধি ২৭ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কাগজপত্র; এবং

(ঘ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অথবা উপ-ধারা (১ক) এর অধীন কোন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইলে পুনঃ অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সর্বশেষ মূল অনুমোদনপত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এবং সর্বশেষ অনুমোদিত নকশা অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি; এবং

(গ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(৩) আবেদনপত্র অথরাইজড অফিসারের কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে জমা প্রদান অথবা তাহার বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

৪। **ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির অনুমোদন ফি।**- (১) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জা প্রভৃতি ধর্মীয় উপসনালয়ের ইমারত, যাহার কোন অংশ ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, নির্মাণ অনুমোদনের জন্য কোন ফি প্রদান করিতে হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অনাবাসিক ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১,০০০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে, আধাপাকা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১০০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের অর্ধেক হারে, এবং কাঁচা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ৬০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের এক-চতুর্থাংশ হারে ফি প্রদান করিতে হইবে ।

(২) পুকুর খনন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা সাপেক্ষে পুকুরের আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ২,০০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ১০,০০০/- টাকা সাপেক্ষে কর্তন বা ধ্বংস সাধন এলাকার আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ১০,০০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইবার ক্ষেত্রে উহা পুনঃ অনুমোদনের জন্য এই বিধির অধীন প্রথমবারের অনুমোদনের জন্য দেয় ফি এর এক-তৃতীয়াংশ ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৫) অনুমোদনপত্র ও অনুমোদিত নকশার অতিরিক্ত বা সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য ৫০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন প্রদেয় যাবতীয় ফি সংশ্লিষ্ট অনুমোদন দানকারী পৌর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং আবেদন পত্রের সহিত উহার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। **ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির নকশা**।- (১) আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশদ বিবরণ সম্বলিত সাত ফর্দ নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) নকশা মেট্রিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন এবং উহার পরিমাপ মিটার ইউনিটে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বিধি ৬ এ উল্লেখিত কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) নকশার একটি অংশ লে-আউট প্ল্যান বা বিন্যাস নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহা ১ঃ২০০ স্কেলে অংকিত ও নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) সাইটের এবং একই মালিকানাধীন সাইট সংলগ্ন জমির সীমানা,

(খ) প্রস্থের উল্লেখসহ নিকটস্থ রাস্তা বা রাস্তাসমূহ হইতে সাইটের অবস্থান,

(গ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের সাইট যে মহল্লায় বা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত উহার নাম,

(ঘ) সাইটের মধ্যে প্রস্তাবিত ইমারত, পুকুর বা বিদ্যমান পাহাড় এর অবস্থান,

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলে যাতায়াতের পথ,

(চ) সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা বা পাকা ইমারত থাকিলে তলা ও উচ্চতাসহ উহার অবস্থান অথবা পুকুর থাকলে উহার অবস্থান, এবং

(ছ) সাইটের যথাযথ উত্তরদিক নির্দেশক চিহ্ন।

(৪) নকশার অপর একটি অংশ সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) সাইট যে মৌজায় অবস্থিত সাইটের অবস্থানসহ উহার সি,এস, নকশার এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর,এস, বা এস,এ, নকশার অংশ বিশেষ অথবা, উন্নয়নকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সাইটের অবস্থানসহ প্রকল্প এলাকার নকশার অংশ বিশেষ, এবং

(খ) সাইটের দাগ বা প্লট এবং পার্শ্ববর্তী দাগ বা প্লটসমূহের অবস্থান নির্দেশিকা।

(৫) ইমারত নির্মাণের নকশার ক্ষেত্রে, নকশার ইমারত সংক্রান্ত অংশটি অনধিক ২৫০ বর্গমিটার আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ১ঃ৫০ স্কেলে এবং তদুর্ধ আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) বিস্তারিত মাপ ও আকারসহ ইমারতের প্রতি তলার পরিলেখ (ফ্লোর প্ল্যান) এবং সিঁড়ি ঘর, র‌্যাম্প, বহির্গমন পথ, লিফট কোর ইত্যাদির বিশদ পরিমাপ;

(খ) ইমারতের বিভিন্ন অংশ বা কক্ষের ব্যবহার;

(গ) ইমারত সংলগ্ন প্রধান রাস্তার দিকে ইমারতের এলিভেশন ও একটি সেকশন এবং সিঁড়িঘর, র‍্যাম্প (যদি থাকে) বরাবর একটি সেকশন;

(ঘ) আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থানে সানসেড ও ছাদের বর্ধিতাংশ থাকিলে উহার পরিমাপ;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থান; এবং

(চ) দরজা, জানালা ইত্যাদির অবস্থান।

(৬) বৃহদাকার ইমারতের ক্ষেত্রে 'কী-প্ল্যান' করিয়া একাধিক সিটে উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত নকশার বিবরণসমূহ উপস্থাপন করা যাইবে।

(৭) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে স্থাপত্যিক নকশা ছাড়াও কাঠামো নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে নকশার তৎসংশ্লিষ্ট অংশটি ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে এলাকাব্যাপী করা হইবে উহার সীমানা;

(খ) সাইট সংলগ্ন জমি যদি একই মালিকানাধীন হয় তবে উহা হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের অবস্থান;

(গ) নিকটবর্তী রাস্তা, ইমারত, পুকুর, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের দূরত্ব;

(ঘ) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের একটি সেকশন।

(৯) নকশার প্রত্যেক ফর্দে (এমোনিয়া বা অন্যান্য প্রিন্টের উপর) আবেদনকারীর অমুদ্রিত স্বাক্ষর থাকিতে হইবে; আম-মোক্তারনামাবলে স্বাক্ষর করিলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং আম-মোক্তারনামার সার্টিফাইড কপি নকশার সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য এবং তদ্বারা আবৃত মোট জমির পরিমাণ ও তৎসঙ্গে সাইটের জমির পরিমান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। **নকশা প্রণয়নকারীর যোগ্যতা।**- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নের ১ নং কলামে বর্ণিত নকশা উহার বিপরীতে ২ নং কলামে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত হইবে, যথাঃ-

নকশার শ্রেণী	**নকশা প্রণয়নের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি**
১	২
চারতলা পর্যন্ত আবাসিক ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি, স্নাতক পুর কৌশলী, ডিপ্লোমা স্থপতি, ডিপ্লোমা পুর কৌশলী, অথবা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নকশাকার।
পাঁচ বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট আবাসিক এবং যে কোন তলা বিশিষ্ট অন্যান্য ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভি,আই,পি সড়কসমূহের পার্শ্বে নির্মিতব্য ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি
পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা	স্নাতক পুর কৌশলী অথবা স্নাতক স্থপতি

ব্যাখ্যা।- এই উপ-বিধিতে "স্নাতক" "ডিপ্লোমা" ও "সার্টিফিকেট" বলিতে যথাক্রমে সরকার অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট বুঝাইবে।

(২) প্রত্যেকটি নকশায় উহার প্রণেতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে এবং কোন কনসালটিং ফার্ম বা কারিগরী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নকশার ক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ নকশাটির প্রকৃত প্রণয়নকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে।

(৩) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরী এলাকার নকশা প্রণয়নের জন্য উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা উক্ত এলাকার নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য এই বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত কোন নকশা উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত কোন এলাকার ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য বিবেচিত হইবে না।

৭। **আবেদনপত্রের নিস্পত্তি।**- (১) উপ-বিধি (২) সাপেক্ষে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত নকশা অনুমোদন বা প্রত্যাখান নিম্নরূপ সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) আধাপাকা অথবা কাঁচা ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পাকা ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৪৫ দিনের মধ্যে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন আবেদনপত্রে উল্লেখিত কোন তথ্য বা তৎসঙ্গে দাখিলকৃত কোন দলিল বা কাগজপত্র যদি অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির নিকট অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রতীয়মান হয় তবে অথরাইজড অফিসার বা উক্ত কমিটি আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের পর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নকশা অনুমোদন বা প্রত্যাখান করিতে হইবে।

(৩) অথরাইজড অফিসার বা ক্ষেত্রমতে, ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক কোন নকশা অনুমোদিত হইলে -

(ক) অবিলম্বে আবেদনকারীকে একটি অনুমোদনপত্র প্রদান করা হইবে এবং উহাতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে উদ্দেশ্যে করা হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে; এবং

(খ) দাখিলকৃত নকশার প্রত্যেকটি ফর্দে অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির আদেশক্রমে উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব স্বাক্ষর করিবে এবং অনুমোদনপত্রের সহিত নকশার অনুরূপ স্বাক্ষরিত চারটি ফর্দ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

(৪) অনুমোদিত নকশার একটি ফর্দ সর্বদা সাইটে রাখিতে হইবে যাহা অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধক্রমে নির্মাণকারী দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির পর ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন কাজ আরম্ভ করিবার কমপক্ষে সাতদিন পূর্বে লিখিতভাবে অথরাইজড অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন চলাকালীন অবস্থায় সময় সময় অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন করিবে এবং অনুমোদন বহির্ভূত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন বন্ধ করিবার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **সাইট সংলগ্ন রাস্তা ও উহা হইতে ইমারতের দূরত্ব।**- (১) ইমারতের সাইট সংলগ্ন অথবা সাইটের সহিত সংযোগকারী অন্যূন ৩.৬৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা থাকিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার ক্ষেত্রে অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তা হইতে হইবে।

(২) কোন সাইটে লম্বভাবে রাস্তা শেষ হইলে উহার প্রস্থ সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মালিকানা অনুল্লেখিত রাস্তা সর্বসাধারণের রাস্তা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) দুই রাস্তার সংযোগ স্থলের কোনে অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে, সংযোগস্থলবর্তী কোনের দুইদিকে রাস্তা সংলগ্ন ১.০০ মিটার X ১.০০ মিটার জায়গা রাস্তার সরলীকরণের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) কোন ইমারত উহার নিকটবর্তী রাস্তার কেন্দ্র হইতে নূন্যপক্ষে ৪.৫ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫ মিটার, যাহা অধিকতর, দূরে নির্মাণ করিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তা দ্বারা সংযোগপ্রাপ্ত সাইটে রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে সবনিম্ন ১.৫ মিটার দূরে ইমারত নির্মাণ করা যাইবে।

(৬) সাইটের রাস্তা অভিমুখী দিককে ইমারতের সম্মুখ দিক এবং উহার বিপরীত দিককে পশ্চাৎ দিক হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৭) একাধিক রাস্তা সংলগ্ন সাইটের ক্ষেত্রে যে কোন একটি রাস্তাকে সম্মুখ দিক ধরিয়া বিপরীত দিককে পশ্চাত এবং অন্য দুই দিককে পার্শ্ব বিবেচনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে ইমারতের চারিদিকের আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে।

(৮) রাস্তার সমান্তরাল সাইটের গভীরতা ৯.১৫ মিটারের কম হইলে পশ্চাত দিককে পার্শ্ব ধরিয়া অন্য দুই পার্শ্বের যে কোন এক দিকে পশ্চাতের জন্য প্রযোজ্য আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান রাখা যাইবে।

৯। **বৈদ্যুতিক লাইন হইতে ইমারতের দূরত্ব**।- কোন ইমারত খোলা বৈদ্যুতিক লাইন হইতে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অথবা ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নিয়ম মোতাবেক নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে।

১০। **বিভিন্ন ইমারত নির্মাণে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা**।- (১) সকল প্রকার ইমারত নির্মাণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট শহর, নগর বা মহানগরীর মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহারের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে ।

(২) আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ছাড়াও অনধিক ১০ শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক, ব্যাংক, ফাষ্টফুড রেস্তোরা, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর দোকান (গ্রোসারী), হেয়ারড্রেসার সেলুন, চিকিৎসকের চেম্বার, ঔষধালয়, সংবাদপত্র-সাময়িকী ষ্ট্যান্ড, ফুলের দোকান, লাইব্রেরী, ভিডিও ক্লাব, নার্সরী, স্কুল, লন্ড্রী ও টেইলারিং সপের জন্য ইমারত নির্মাণ করা যাইবে; তবে অনুরূপ ইমারত কেবল দুইটি রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত সাইটে নির্মাণ করা যাইবে, যাহার মধ্যে একটি রাস্তা কমপক্ষে ৬.০০ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে, এবং উক্ত ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাসিক ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থান আবাসিক, বাণিজ্যিক, অথবা উভয়বিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে এবং অনুরূপ স্থানে আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান রক্ষণ ও ইমারত দ্বারা জমি আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভূমি ব্যবহারের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্যিক এলাকার জমি আচ্ছাদন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং অনুরূপ স্থানে আবাসিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ১৫ এর বিধানাবলী অবশ্য পালনীয় হইবে।

(৫) নিকটস্থ প্রশস্ত রাস্তার কারণে আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারে রূপান্তরিত জমির ক্ষেত্রে উক্ত প্রশস্ত রাস্তা হইতে সরাসরি প্রবেশ পথ সম্বলিত জমি অনাবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) গুদামঘর এলাকা হিসাবে নির্ধারিত এলাকায়, গুদাম ও বাণিজ্যিক যৌথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ইমারতের বেজমেন্ট ব্যতীত অপর একটি ফ্লোর গুদাম হিসাবে নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

(৭) অনাবাসিক ও আবাসিক জমি পরস্পর সংলগ্ন হইলে, অনাবাসিক জমির ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, সংলগ্ন আবাসিক জমির সীমানা হইতে কমপক্ষে ২.৫০ মিটার জায়গা খালি রাখিতে হইবে এবং আবাসিক জমির দিকে কোন খোলা বারান্দা রাখা যাইবে না।

(৮) দুই বা ততোধিক রাস্তার সংযোগস্থলের ৫০.০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন বিপনী বিতান, প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যশালা, মিলনায়তন বা অনুরূপ সমাবেশ স্থান জাতীয় ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না; তবে সংযোগকারী রাস্তাসমূহের প্রস্থ ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে অনুরূপ দূরত্বের মধ্যে সকল মেঝে মিলিয়া সর্বমোট অনধিক ৫০০.০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিপণী বিতান নির্মাণ করা যাইবে।

(৯) ৩০০ বর্গমিটার কিংবা ততোধিক মেঝে বিশিষ্ট বিপনী কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমন-নির্গমন এবং যানবাহনে আরোহন-অবরোহনের জন্য নীচ তলায় উম্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ী পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর বিধান সাপেক্ষে, মিলনায়তন, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ এবং অনুরূপ সমাবেশস্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইমারত, পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় কেবল উল্লেখিত ইমারতের জন্য নির্ধারিত স্থানে এবং বাণিজ্যিক বা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত এলাকায় যে কোন স্থানে, অন্যূন ১৫.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্মাণ করা যাইবে, এবং এইরূপ ইমারতের ক্ষেত্রে রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমন-নির্গমন এবং যানবাহনে আরোহন-অবরোহনের জন্য নীচ তলায় উম্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ী পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১১) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী ইমারতের চতুষ্পার্শ্বে খালি জায়গা রাখিতে হইবে এবং উক্ত জায়গায় কোন লুভার, ফিন বা অনুরূপ কোন কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

১১। **সীমানা দেয়াল**।- (১) সাইটের সাধারণ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সীমানা দেয়াল হিসাবে অনুর্ধ্ব ১.৭৫ মিটার উচ্চ বন্ধ দেয়াল অথবা অনুর্ধ্ব ২.৭৫ মিটার উচ্চ গ্রীল, জালি বা রেলিং দেয়াল নির্মাণ করা যাইবে; বন্ধ দেয়ালের উপর গ্রীল বা জালির দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্ধ দেয়াল অংশের উচ্চতা ভূমি হইতে ১.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না; স্থান বিশেষে দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **ইমারতের উচ্চতা**।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা সম্মুখবর্তী রাস্তার প্রস্থ এবং ইমারত ও রাস্তার মধ্যবর্তী উম্মুক্ত স্থানের যোগফলের দুইগুনের অধিক হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ যোগফলের দুইগুণ-

৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৯.৫০ মিটার হইবে,

১০.৬০ মিটার হইতে ১৩.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১২.৫০ মিটার হইবে,

১৩.৬০ মিটার হইতে ১৬.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৫.৫০ মিটার হইবে,

এবং

এই হারে, অর্থাৎ অনুরূপ যোগফলের দুইগুণের পরিমাণ .০১ মিটার ৩.০০ মিটার পর্যন্ত প্রতিটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৩.০০ মিটার করিয়া বৃদ্ধি পাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, প্রথম শর্তাংশ অনুসারে ইমারতের উচ্চতা আরও কম না হইলে, সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ -

৪.৫৫ মিটার হইতে ৭.৫৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৮.৫০ মিটার হইবে,

৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৬৬ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ২৭.৫০ মিটার হইবে,

১০.৬৭ মিটার হইতে ১৫.২৪ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৪২.৫০ মিটার হইবে,

১৫.২৫ মিটার হইতে ২২.৯৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৬০.৫০ মিটার হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সাইট সংলগ্ন রাস্তায় প্রস্থ্য ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে ইমারতের উচ্চতার কোন সীমা থাকিবে না।

ব্যাখ্যা।- সাইট সংলগ্ন রাস্তার অন্যূন ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সর্বনিম্ন যে প্রস্থ থাকিবে তাহাই এই উপ-বিধির অধীন উক্ত রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য ইমারতের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৩। **গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা**।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতে গাড়ী আগমন-নির্গমন ও পার্কিং এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; পার্কিং স্থান উন্মুক্ত কিংবা আচ্ছাদিত হইতে পারিবে; পার্কিং স্থানে র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা থাকিলে তাহা ন্যূনপক্ষে ১ ঃ ৮ চাল বিশিষ্ট এবং রাস্তা হইতে অন্যূন ৩.০০ মিটার দূরত্বে নির্মিত হইবে।

(২) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত এলাকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ইমারতে ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর জন্য ২৩ বর্গমিটার স্থান রাখা সাপেক্ষে, ইমারতের আয়তন বা ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত হারে গাড়ী পার্কিং স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ-

	ইমারতের শ্রেণী	ইমারতের আয়তন ব্যবহারকারীর সংখ্যা	গাড়ী পার্কিং স্থানের ন্যূনতম আয়তন
(ক)	আবাসিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(খ)	বাণিজ্যিক	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(গ)	বিপণী বিতান	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঘ)	হাসপাতাল/ক্লিনিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঙ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(চ)	হোটেল	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ছ)	রেস্তোরা	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(জ)	প্রেক্ষাগৃহ/মিলনায়তন	প্রতি ২০ জন ব্যবহারকারীর জন্য	২৩ বর্গমিটার
(ঝ)	গুদাম ও কারখানা	১টি লরী/ট্রাকের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান	
(ঞ)	কারখানা প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক, বিক্রয় ইত্যাদি বাণিজ্যিক দপ্তর থাকিলে,	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থানের চাহিদা উক্ত উপ-বিধিতে বর্ণিত হারের অর্ধেক হইবে, তবে ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর প্রয়োজনীয় স্থান থাকিতে হইবে।

(৪) যে সকল পরিকল্পিত বাণিজ্যিক এলাকায় গাড়ী পার্কিং স্থান রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত পার্কিং স্থানের ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে এই বিধিতে বর্ণিত গাড়ী পার্কিং স্থান সংক্রান্ত বিধানাবলী শিথিলযোগ্য হইবে এবং ইমারত নির্মাণ কমিটি বা অথরাইজড অফিসার সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। **বিভিন্ন তলার নাম ও ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের শর্তাবলী**।- (১) যে কোন ইমারতের তলাসমূহকে ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট ফ্লোর), অর্ধ ভূ-গর্ভস্থ তলা (হাফ বেজমেন্ট ফ্লোর), নীচ তলা বা প্রথম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর), দ্বিতীয় তলা (ফাষ্ট ফ্লোর), তৃতীয় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর) ইত্যাদি হিসাবে অভিহিত করা হইবে।

(২) ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমির উপরিভাগে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসৃত হইবে;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবাসিক কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর ও টয়লেট নির্মাণ করা যাইবে না;

(গ) ভূ-গর্ভস্থ তলার-

(অ) দেয়াল এবং মেঝে পানি ও আর্দ্রতারোধক হইতে হইবে;

(আ) সমগ্র স্থানটি স্বাভাবিক কিংবা যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলযুক্ত হইতে হইবে; এবং

(ই) ভূমি সমান্তরাল নর্দমার পানি উক্ত তলায় প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ তলা ও ইমারতের ভিত্তি নির্মাণ আরম্ভ করার দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; নির্মাণ চলাকালীন সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার ইমারত বা ইমারত সমূহের (যদি থাকে) যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই লক্ষ্যে সাবধানতা-স্বরূপ প্রতিরক্ষা বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করিতে হইবে।

১৫। **আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা**।- (১) ইমারতের সকল শয়ন কক্ষে দরজা, জানালা, ফ্যান, লাইট ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাভাবিক আলো-বাতাস চলাচলের নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে।

(২) রান্নাঘরের অবস্থান ইমারতের বর্হিদেয়ালে হইতে হইবে।

১৬। **ছাদ, কার্নিশ ও সানসেড ইত্যাদি নির্মাণ**।- (১) ইমারতের ছাদ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা বা অন্যের জমিতে কিংবা কাঠামোতে পানি নিস্কাশিত না হয়।

(২) ইমারতের ছাদ বা কার্নিশ আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থানের উপর অনধিক ০.৫০ মিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

(৩) ইমারতের দরজা বা জানালার উপর অনধিক ০.৫০ মিটার প্রস্থের সানসেড আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা যাইবে।

১৭। **জরুরী নির্গমন পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ**।- (১) ইমারতের মেঝের যে কোন অবস্থান হইতে অনধিক ২৫ মিটারের মধ্যে জরুরী নির্গমন পথ থাকিতে হইবে এবং উক্ত নির্গমন পথ সিঁড়ির লবি ও লিফট-লবি হইতে পৃথক ও নীচ তলার সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা - এলিভেটর বা এসকেলেটর এই উপ-বিধির অধীন জরুরী নির্গমন পথ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(২) ইমারতের যে কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা, উহাদের লিখিত ব্যবহার বা প্রয়োগ বিধিসহ স্থাপন করিতে হইবে এবং ইমারতের অবস্থানকারীদের ত্বরিত ইমারত ত্যাগের নির্দেশ জ্ঞাপক "ফায়ার এলার্ম" প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) ইমারতে বজ্রপাত নিরোধকের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের ক্ষেত্রে গৃহস্থালী আবর্জনা অপসারনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং বিভিন্ন ধরণের আবর্জনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) তিন বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে উহার নীচ তলার সিঁড়ি বা প্রবেশ ফটকের কাছে চিঠির বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৮। **আবাসিক ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) ইমারতের মূল আচ্ছাদিত অংশ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান ব্যতীত সাইটের অবশিষ্টাংশে নির্মাণ করিতে হইবে; আচ্ছাদিত অংশের বাহিরে কেবল একটি গ্যারেজ এবং গেইট সংলগ্ন একটি দারোয়ান কক্ষ নির্মাণ করা যাইবে; গ্যারেজের উপর ভৃত্য কক্ষ নির্মাণ করিতে হইলে উহা আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের বাহিরে নির্মাণ করিতে হইবে এবং উহা ইমারতের আয়তনের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত গ্যারেজ ও দারোয়ান কক্ষের সর্বোচ্চ উচ্চতা ফরমেশন লেভেল হইতে ২.৭৫ মিটার এবং সর্বাধিক আয়তন, গ্যারেজের ক্ষেত্রে ২০.০০ বর্গমিটার, এবং দারোয়ান কক্ষের ক্ষেত্রে ৩.০০ বর্গমিটার হইবে।

(৩) একাধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে সিঁড়ি কক্ষ হইতে রাস্তা পর্যন্ত ন্যূনতম ১.৭৫ মিটার প্রশস্ত নির্গমন পথ থাকিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, ইমারতের পশ্চাতে ও পার্শ্বে নিম্নলিখিত হারে ন্যূনতম উম্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ-

	সাইটের আয়তন	ন্যূনতম উম্মুক্ত স্থান	
		ইমারতের পশ্চাতে	ইমারতের উভয় পার্শ্বে
(ক)	১৩৪ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	০.৮০ মিটার
(খ)	১৩৪ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	১.০০ মিটার
(গ)	২০০ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২৬৮ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.৫০ মিটার	১.০০ মিটার
(ঘ)	২৬৮ বর্গমিটারের অধিক	২.০০ মিটার	১.২৫ মিটার

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে রো-হাউজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পের অনধিক ১৩৪ বর্গমিটার (২ কাঠা) পর্যন্ত সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উম্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; এবং

(খ) সরকারী অনুমোদনক্রমে, সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় গৃহায়ন নীতির আওতায়, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য

পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পে ২৫ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; তবে ইমারতের পিছনে ও সামনে সাইটের সীমানা হইতে যথাক্রমে অন্যূন ১.০০ মিটার ও ১.৩০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) একই সাইটে একাধিক ইমারত নির্মাণ করিতে হইলে দুই ইমারতের মধ্যে সামনাসামনী ৫.০০ মিটার এবং পাশাপাশি ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

১৯। **গ্যারেজ নির্মাণের বিধানাবলী**।- (১) আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) সীমানা দেয়াল সংলগ্ন গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জমির দিকে কোন জানালা রাখা যাইবে না।

(৩) রাস্তা হইতে সরাসরি গ্যারেজে প্রবেশের ব্যবস্থা অথবা সাইটের সম্মুখ সীমানা বরাবরে গ্যারেজে কোন প্রবেশ পথ রাখা যাইবেনা; যদি এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হয় তবে গ্যারেজটি রাস্তার সীমানা হইতে ন্যূনতম ১.৫০ মিটার দূরে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৪) গ্যারেজটি এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা বা অন্যের জমিতে পানি নিস্কাশিত না হয়; গ্যারেজের পার্শ্ববর্তী জমির ফরমেশন লেভেল হইতে গ্যারেজ বা তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্যের উচ্চতা ২.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না।

(৫) গ্যারেজ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে অবস্থিত হইলে গ্যারেজের উপর কোন কক্ষ বা কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৬) গ্যারেজের উপরস্থ কোন স্থান ব্যালকনি হিসাবে এমনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কাহারও একান্ততায় ব্যাঘাত ঘটে।

২০। **বাণিজ্যিক ইমারত ও গুদাম নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) ইমারতের পশ্চাতে ও সম্মুখে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ-

	পশ্চাত দিক	সম্মুখ দিক
সরকার, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক উন্নয়নকৃত এলাকায় অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে	১.৫০ মিটার (যদি পশ্চাত দিকে কোন রাস্তা না থাকে)	১.৫০ মিটার (কেবল নীচ তলায়)
ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক সাইটের ক্ষেত্রে	১.৫০ মিটার	রাস্তার কেন্দ্র হইতে ৪.৫০ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫০ মিটার, যাহা অধিকতর।

(২) বেসরকারী উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক এলাকার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উন্নয়নকৃত সাইটের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২১। **সমাবেশস্থল জাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।-প্রেক্ষাগৃহ, মিলনায়তন, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, ২০০ বর্গমিটারের অধিক আয়তন বিশিষ্ট বিপনী বিতান ও সমজাতীয় সমাবেশস্থল বিশিষ্ট

ইমারতের পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং উহার মূল লবির প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার এবং প্রধান ফটক অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্থ হইতে হইবে।

২২। **শিল্প ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) কোন শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ স্থান আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) ইমারতে বর্জ্য পদার্থ নিস্কাশন ও অপসারনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২৩। **হোটেল নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) কেবল বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হোটেল নির্মাণ করা যাইবে।

(২) সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে যথাক্রমে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার ও ১.২৫ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৪। **হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমজাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- সাইটের সর্বাধিক অর্ধাংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে ন্যূনতম ৩.০০ মিটার করিয়া স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৫। **সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট, ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতে-

(ক) আরোহন-অবরোহনের জন্য এলিভেটর এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহতকালীন সময়ে সিঁড়িপথ, করিডোর, এলিভেটর, পানির পাম্প, রান্নাঘর প্রভৃতি স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার স্বার্থে একটি সদা প্রস্তুত বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপন করিতে হইবে;

এবং

(গ) জাতীয় ইমারত নির্মাণ কোড অথবা অগ্নি প্রতিরোধ দপ্তর অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) ৪৫.৭০ মিটার (১৫০′-০″) বা ততোধিক উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারতের উপর বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জ্ঞাপক লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের দুই পার্শ্বে অন্যূন ২.৫০ মিটার এবং পশ্চাতে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৪) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের অভ্যন্তরে অথবা অংগনে মোট মেঝে এলাকার অন্যূন ৫% স্থান কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে রাখিতে হইবে; ইমারতের ছাদ কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে গণ্য হইবে না।

২৬। **বিশেষ নিয়ন্ত্রণ**।- (১) কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, কী-পয়েন্ট ইনস্টলেশন, জাতীয় নিরাপত্তা, বিমান চলাচল ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য নীতিমালা উক্ত এলাকায় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত

ভি,আই,পি, সড়কসমূহের পার্শ্বে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনদানকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

২৭। **পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশেষ বিধানাবলী**।- (১) কোন পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে উক্ত কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য গৃহীত ছাড়পত্র;

(খ) জায়গার অবস্থান, পার্শ্ববর্তী জায়গার পরিবেশগত অবস্থা, পাহাড়ি জমির উচ্চতা, ঢালু অংশ, সমতল ভূমি বা নীচু ভূমি, খাদ, গর্ত ইত্যাদি প্রকারের জমির টপোগ্রাফিক্যাল বা কনটোর ম্যাপ; এবং

(গ) রাস্তার প্রোফাইলসহ প্রস্তাবিত জায়গার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং এলাকার সহিত সংযোগকারী রাস্তা, নালা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি এবং পরিবেশ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ, রিটেইনিং ওয়াল ও প্রতিরক্ষা দেয়াল, টেরাসিং প্যালাসাইডিং ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত নকশা।

(২) কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের পাদদেশে টর্ফিং এবং স্লোপকে ষ্টেবিলাইজ করিয়া ধ্বংস নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যে সমস্ত নালা বা খালের উৎস কর্তনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের সহিত সংযুক্ত সে সমস্ত নালা বা খালের উৎসমুখে স্পিলওয়ে, সিলট্‌ট্রাপ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে হইবে।

২৮। **পুকুর খননের বিশেষ বিধানাবলী**।- সাইটের সীমানা হইতে কমপক্ষে ৩.০০ মিটার অভ্যন্তরে পুকুর খনন করিতে হইবে এবং খননের গভীরতা পার্শ্ববর্তী সীমানা হইতে ৪৫ ডিগ্রী কোনের অধিক হইবে না।

২৯। **নোটিশ জারীকরণ**।- ধারা ৩ বি, ৩ ডি, ৪, ৫, ৬ ও ১০ এর অধীন জারীযোগ্য সকল নোটিশ বা আদেশ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর First Schedule এর Order V এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করা হইবে।

৩০। **রহিতকরণ**।- ১৯৮৪ সনের ইমারতের নির্মাণ বিধিমালা এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল - ১

[বিধি ২ এর দফা (চ) দ্রষ্টব্য]

Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর Section 3 এবং 3c এর অধীন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদন পত্রের ফরম।

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ঃ

২। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ ঠিকানা ঃ

(ক) বর্তমান/ডাকযোগাযোগের ঠিকানা ঃ

(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৩। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করা হইবে উহার বিবরণ -

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নাম ঃ

(খ) দাগ ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক)/প্লট নং ঃ

(গ) মৌজার নাম/ব্লক নং/সেক্টর নং ঃ

(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(ঙ) রাস্তার নাম ঃ

(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(ছ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণ ঃ

(জ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগন কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানার প্রমানপত্র দাখিল করিতে হইবে) ঃ

৪। সাইটের বিবরণ -

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল) ঃ

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাহুর পরিমাণ) ঃ

উত্তরে ঃ পূর্বে ঃ

দক্ষিনে ঃ পশ্চিমে ঃ

(গ) ইমরাত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ-

১ম তলা ঃ

অন্যান্য তলা ঃ

(ঘ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ -

(১) নাম ঃ

(২) অবস্থান (কোনদিকে) ঃ

(৩) দূরত্ব ঃ

(৪) বিস্তার ঃ

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাইটে যাতায়াতের উপায় ঃ

(চ) সাইটের বিভিন্ন দিকে যে পরিমাণ স্থান উন্মুক্ত রাখা হইবে-

* উত্তর সীমানা হইতে ঃ

* দক্ষিণ সীমানা হইতে ঃ

* পূর্ব সীমানা হইতে ঃ

* পশ্চিম সীমানা হইতে ঃ

৫। সাইটের পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাঁকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ-

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমান ঃ

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পূর্ব নির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাঙ্গিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ঃ

৬। এলাকার বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ -

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ

(খ) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ

(গ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনা ঃ

(ঘ) পয়ঃনিষ্কাশন লাইন আছে কিনা ঃ

(ঙ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কিনা ঃ

৭। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/ পুকুর খনন/ পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের কাজ কখন শুরু হইবে ঃ

৮। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মান/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য ঃ

৯। অথরাইজড অফিসারের অনুমোদন ব্যতীত আবেদনকারী পূর্বে কোন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/ পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করিয়া থাকিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর অধীন নোটিশ জারী হইয়াছে কিনাঃ

১০। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন সম্পর্কে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর Section 12 এর অধীন কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কিনা ঃ

১১। প্রস্তাবিত পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের স্থান হইতে নিকটবর্তী-

(ক) রাস্তার দূরত্ব ঃ

(খ) ইমারতের দূরত্ব ঃ

(গ) পয়ঃ নালার দূরত্ব ঃ

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের দূরত্ব ঃ

(ঙ) গ্যাস সরবরাহ লাইনের দূরত্ব ঃ

আমি .... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নকশার .... ফর্দ এবং .... টাকা ফি .... ব্যাংক .... শাখার ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার/ ট্রেজারী চালান নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার/ট্রেজারী চালান এর কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত নকশা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং এই আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নকশার সমস্ত বিবরণ সত্য।

তারিখ ঃ ....

আবেদনকারীর/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর ....

পূর্ণ নাম ....

ঠিকানা ....

ফোন নং (যদি থাকে) ....

তফসিল-২
[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]

ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের ফি

ইমারতের সর্বমোট বেষ্টিত এলাকার আয়তন	দেয় ফি (টাকা)
৫০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১০০/-
৫১ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২০০/-
১০১ বর্গমিটার হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩০০/-
২০১ বর্গমিটার হইতে ৩০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪০০/-
৩০১ বর্গমিটার হইতে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫০/-
৫০১ বর্গমিটার হইতে ১০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২১০০/-
১০০১ বর্গমিটার হইতে ১৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪,৫০০/-
১৫০১ বর্গমিটার হইতে ২০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬,৩০০/-
২০০১ বর্গমিটার হইতে ৩০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১৫,০০০/-
৩০০১ বর্গমিটার হইতে ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২৪,০০০/-
৪০০১ বর্গমিটার হইতে ৫০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩৬,০০০/-
৫০০১ বর্গমিটার হইতে ১০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪৮,০০০/-
১০,০০১ বর্গমিটার হইতে ১৫,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬০,০০০/-
১৫,০০১ বর্গমিটার হইতে ৩০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫,০০০/-
২০,০০১ বর্গমিটার হইতে ৪০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,২০,০০০/-
৩০,০০০ বর্গমিটার এর অধিক	২,১০,০০০/-

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ হাসিনুর রহমান
সচিব।

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। মাষ্টার প্লানের বহুল প্রচার

৫। খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণী পরিবর্তনে বাধা-নিষেধ

৬। জায়গার শ্রেণী পরিবর্তনের আবেদন, ইত্যাদি

৭। আবেদনপত্র নিস্পত্তি

৮। শাস্তি, ইত্যাদি

৯। অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

১০। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

১২। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, ইত্যাদি

১৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০

২০০০ সনের ৩৬ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৮-৯-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "উদ্যান" অর্থ মাস্টার প্লানে বা ভূমি জরিপ নক্সায় উদ্যান বা পার্ক হিসাবে চিহ্নিত বা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উদ্যান বা পার্ক হিসাবে ঘোষিত কোন স্থান ;

(খ) "উন্মুক্ত স্থান" অর্থ মাষ্টার প্লানে উন্মুক্ত স্থান হিসাবে চিহ্নিত বা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উন্মুক্ত স্থান হিসাবে ঘোষিত এমন স্থান যাহা দীর্ঘদিন হইতে ঈদগাহ বা অন্য কোন ভাবে জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার হইয়া আসিতেছে;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আপাততঃ বলবৎ অন্যকোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন এবং বিভাগীয় ও জেলা শহরের পৌরসভাসহ দেশের সকল পৌরসভা;

(ঘ) "খেলার মাঠ" অর্থ খেলাধুলা বা ক্রীড়া নৈপূণ্য প্রদর্শনের জন্য মাষ্টার প্লানে খেলার মাঠ হিসাবে চিহ্নিত জায়গা;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ;

(চ) "প্রাকৃতিক জলাধার" অর্থ নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ছ) "মাষ্টার প্লান" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যকোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় ও জেলা শহরসহ সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠাকারী আইনের অধীন প্রণীত মাষ্টার প্লান;

(জ) "শ্রেণী পরিবর্তন" অর্থ মাষ্টার প্লানে বা সরকারী গেজেটে সংশ্লিষ্ট জায়গার অবস্থা যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বা বর্ণনা করা হইয়াছে বা সংশ্লিস্ট জায়গা সাধারণতঃ যেভাবে থাকার কথা মাটি ভরাট, পাকা, আধা-পাকা বা কাঁচা ঘর-বাড়ী এবং অন্য যে কোন ধরনের ভবন নির্মাণসহ কোনভাবে সেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এমন কিছু করাকে বুঝাইবে;

(ঝ) "সরকার" অর্থ এই আইনের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **মাষ্টার প্লানের বহুল প্রচার**।- (১) কোন মাষ্টার প্লান চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের পর উহার কপি উক্তরূপ প্রণয়নের তারিখ হইতে অন্যূন এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের হেড অফিস এবং শাখা অফিস, যদি থাকে, এর নোটিশ বোর্ডে এমনভাবে লটকাইয়া রাখা হইবে যাহাতে উহা যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(২) কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মাষ্টার প্লানের মুদ্রিত কপি বা মাষ্টার প্লানের এলাকা ভিত্তিক নক্শা জনসাধারণের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচিত অন্য যে কোন পদ্ধতিতে মাষ্টার প্লান এবং তৎসূত্রে জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

৫। **খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণী পরিবর্তনে বাধা-নিষেধ**।- এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া, ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন উদ্যানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এইরূপে উহার বৃক্ষারাজি নিধনকে উদ্যানটির শ্রেণী পরিবর্তনরূপে গণ্য করা হইবে।

৬। **জায়গার শ্রেণী পরিবর্তনের আবেদন, ইত্যাদি**।- (১) ধারা ৫-এ বর্ণিত কোন জায়গা বা জায়গার অংশবিশেষের শ্রেণী পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইলে উক্ত জায়গার মালিক, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি বিবেচনা করিয়া আবেদনাধীন জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন জনস্বার্থে সমীচীন হইবে কিনা সেই সম্পর্কে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ সহকারে আবেদনটি সরকার বরাবরে প্রেরণ করিবে, যথা ঃ-

(ক) আবেদনাধীন জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে মাস্টার প্লানের উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিনা, হইলে উহার পরিমাণ ; এবং

(খ) শ্রেণী পরিবর্তনজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়িবে কিনা বা বসবাসকারীগণের অন্য কোন প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

(৩) শ্রেণী পরিবর্তনের জায়গা যদি সরকারী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোম্পানীর হয় সেক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন মতামত এবং সুপারিশ প্রদানের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিল চাহিতে পারিবে এবং আবেদনকারী উক্তরূপ তথ্য ও দলিল এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ দিন হইবে, এর মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না যদি উহার সহিত নির্ধারিত ফিস কর্তৃপক্ষের বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা করার রসিদ সংযুক্ত করা না হয়।

৭। **আবেদনপত্র নিস্পত্তি**।– (১) ধারা ৬-এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত এবং সুপারিশ বিবেচনা করিয়া, আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং আবেদনকারীকে, সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে, উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অবহিত করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনপত্রটি অননুমোদন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে সরকার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী সিদ্ধান্ত সম্বলিত স্মারক বা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সরকার বরাবরে উহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি উহার সহিত নির্ধারিত ফিস সরকার বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা করার রসিদ সংযুক্ত করা না হয়।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আবেদনের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৮। **শাস্তি, ইত্যাদি**।– (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৫ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) ধারা ৫ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন জায়গা বা জায়গার অংশ বিশেষের শ্রেণী পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লেখিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তনের কাজে বাধা প্রদান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত

পদ্ধতিতে অননুমোদিত নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

(৩) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন নির্মাণকার্য সম্পাদিত বা অবকাঠামো তৈরী হইয়া থাকে সেই সকল অবকাঠামো আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। **অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা**।– Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর ধারা ৮ এর অধীনে অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

১০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।– এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন কর্মকর্তার বা অপর কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১১। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।– এই আইনের অধীন কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় -

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে ;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, "পরিচালক" বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১২। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, ইত্যাদি**।– (১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা প্রধান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য (Congnizable) অপরাধ হইবে।

১৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

The Motor Vehicles Ordinance, 1983 (*Extracts*)
Ord. No. LV of 1983

CONTENTS

2. Definitions

32. Necessity for registration

38. Refusal of registration

43. Suspension of registration

44. Cancellation of registration

47. Certificate of fitness of motor vehicle

84. Power to make rules

139. Fitting and using of prohibited horns or other sound producing device

150. Using of motor vehicle emitting smokes

152. Using of motor vehicle without registration or certificate of fitness or permit

157. Obstruction in public street or public place

The Motor Vehicles Ordinance, 1983 (*Extracts*)
Ord. No. LV of 1983

An ordinance to consolidate and amend the laws relating to motor vehicles.

Sec. 2. **Definitions.-** In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(27) "motor vehicle" means any mechanically propelled vehicle adapted for use upon roads whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer; but does not include a vehicle running upon fixed rails or used solely upon the premises of the owner;

(50) "silence zone" means the area or locality so notified by the competent authority where the use of sound signals are strictly prohibited;

Sec. 32.**Necessity for registration.-** No person shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place for the purpose of carrying passengers or goods unless the vehicle is registered in accordance with this chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner.

Sec. 38.**Refusal of registration.-** The registering authority shall refuse to register any motor vehicle if the vehicle is mechanically defective or fails to comply with the requirements of Chapter VI or of the regulations made thereunder ....

Sec. 43.**Suspension of registration.-** (1) If any registering authority or other prescribed authority has reason to believe that any motor vehicle within its jurisdiction:

(a) is in such condition that its use in a public place would constitute a danger to the public, or that it fails to comply with the requirements of Chapter VI or of the regulations made thereunder, or

(b) has been or is being used, for hire or reward without a valid permit for being used as such, or has been or is being used without a valid certificate of fitness;

the Authority may ... suspend the certificate of registration of the vehicle:-

(i) in any case falling under clause (a), until the defects are remedied to its satisfaction; and

(ii) in any case falling under clause (b), for a period not exceeding six months.

Sec. 44. Cancellation of registration, (1) If a motor vehicle has been destroyed or has been rendered permanently incapable of use, the owner shall, within fourteen days or as soon as may be, report the fact to the registering authority within whose jurisdiction he resides and shall forward to that authority the certificate of registration of the vehicle together with any-token or card issued to authorise the use of the vehicle in a public place, and shall simultaneously send a copy of the report to the authority which issued or last renewed the certificate of fitness.

(3) Any registering authority may order the examination of a motor vehicle within its jurisdiction by such authority as the Authority may by order appoint and, if upon such examination and after giving the owner an opportunity to make any representation he may wish to make (by sending to the owner a notice by registered post acknowledgment due at the address entered in the certificate of registration) it is satisfied that the vehicle is in such a condition that it is incapable of being used or its use in a public place would constitute a danger to the public and that it is beyond reasonable repair, may cancel the registration of the vehicle.

Sec. 47. Certificate of fitness of motor vehicle.- (1) Subject to the provisions of section 48, no motor vehicle other than the motor vehicles as may be prescribed shall be deemed to be validly registered for the purposes of section 32, unless it carries a certificate of fitness in Form J as set forth in the First schedule, issued by the Inspector of Motor Vehicles or any other prescribed authority, to the effect that the vehicle complies for the time being with all the requirements of Chapter VI and the rules made thereunder; where the Inspector of Motor Vehicles or any other prescribed authority refuses to issue such certificate, it shall supply the owner of the vehicle with its reason in writing for such refusal.

(2) The Authority may make regulations subject to which the certificate of fitness of motor vehicles may be renewed by the registered motor workshops specially authorised in this behalf by the Authority by notification in the official Gazette.

(3) Subject to the provision of sub-section (4), a certificate of fitness shall remain effective for a period of one year to be specified in the certificate by the issuing authority.

(4) Any Inspector of Motor Vehicles or other prescribed authority may for reasons to be recorded in writing cancel a certificate of fitness at any time, if satisfied that the vehicle to which it relates no longer complies with all the requirements of this Ordinance and the rules or regulations made thereunder; and on such cancellation or on the expiry of the certificate of fitness the certificate of registration of the vehicle and any permit granted in respect of the vehicle under Chapter V shall be deemed to be suspended until a new certificate of fitness has been obtained and the owner of such motor vehicle shall surrender to the registering authority within whose jurisdiction he resides any token or card issued to authorise the use of the vehicle in a public place.

Sec. 84. **Power to make rules.-** (1) The Government may make rules regulating the construction, equipment and maintenance of motor vehicles and trailers and the establishment, registration, operation and supervision of motor vehicles repairing workshop.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, rules may be made under this section governing any of the following matters either generally in respect of motor vehicles or trailers or in respect of motor vehicles or trailers of a particular class or in particular circumstances, namely:-

(a) the width, height, length and overhang of vehicles and of the loads carried;

(b) seating arrangement in public service vehicles and the protection of passengers against the weather;

(c) the size, nature and condition of tyres;

(d) brakes and steering gear;

(e) the use of safety glass;

(f) signaling appliances, lamps and reflectors;

(g) speed governors;

(h) the emission of smoke, visible vapor, sparks, ashes, grit or oil;

(i) the reduction of noise emitted by or caused by vehicles;

(j) prohibiting or restricting the use of audible signals at certain times or in certain places;

(k) prohibiting the carrying of appliances likely to cause annoyance or danger;

(l) the periodical testing and inspection of vehicles by prescribed authorities;

(m) the particulars other than registration marks to be exhibited by vehicles and the manner in which they shall be exhibited;

(n) the use of trailers with motor vehicles;

(o) registration, control and supervision of establishment undertaking repair works of motor vehicles and the conditions governing such establishment; and

(p) any other matter which is to be or may be prescribed by rules.

Sec. 139. **Fitting and using of prohibited horns or other sound producing device**:- Whoever uses or being the owner or person in charge of motor vehicle fits, causes or allows fitting of any horns or any sound producing devices prohibited under the provision of this Ordinance or any rules or regulations made thereunder or uses horn or any sound producing device where its use in prohibited shall be punishable with fine which may extend to one hundred taka.

Sec. 150. **Using of motor vehicle emitting smokes.-** (1) Whoever drives or causes or allows or lets out a motor vehicle for use in any public place, the smoke of which would constitute a health hazard, shall he punishable with fine which may extend to two hundred taka.

(2) Any police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police in uniform authorised in this behalf by the Authority or any Inspector of Motor Vehicles or other persons authorised in this behalf by the Authority may seize and detain such vehicle for such time as may be necessary to ascertain if the smokes constitute a health hazard.

(3) No person shall be convicted of an offence punishable under sub-section (1) solely on the evidence of a witness unless that opinion is based on a test by the competent person.

Sec. 152. **Using of motor vehicle without registration or certificate of fitness or permit.-** (1) Whoever drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be used or let out a motor vehicle for use in contravention of the provisions of section 32 or without the certificate of fitness under section 47 or the permit required by sub-section (1) of section 51 or in contravention of any condition of such permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may he used or to the maximum of passengers and maximum weight of luggage that may be carried on the vehicle, shall he punishable for a first offence with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand taka, or with both and for any subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand taka, or with both.

Sec. 157. **Obstruction in public street or public place.**- Whoever causes obstruction in a public street or public place by keeping a motor vehicle for repair or keeping or storing spare parts of motor vehicles or any articles for sale or keeps any article for any other purposes causing obstruction to flow of traffic shall be punishable with a fine which may extend to five hundred taka and such vehicles or spare or articles shall he liable to confiscation.

SCHEDULE-5

[See section 16(1), 20(2) and (3) and 165 and Form D and E]

Offences on conviction of which an endorsement shall be made on the Licence of the person affected and commission of which shall lead to suspension of Driving Licences.

PART A

1. Driving recklessly or dangerously (section 143)
2. Driving while under the influence of drink or drugs (section 144).
3. Abetment of an offence under section 143 or 144 or (section 147)
4. Taking part in unauthorised race-or trail of speed (section 148)
5. Driving when disqualified (section 19)
6. Obtaining or applying for a licence without giving particulars of endorsement (section 141)
7. Failing to stop on the occurrence of an accident (section 102)
8. Altering a licence or using an altered licence
9. Any offence punishable with imprisonment in the commission of which a motor vehicle was used.

PART B

1. Driving without a licence or without a licence which is effective, or without a licence applicable to the vehicle driven (section 3)
2. Allowing a licence to be used by another person [section 6(2)]
3. Driving at excessive speed (section 142)
4. Driving when mentally or physically unfit to drive (section 145)
5. Abetment of an offence punishable under section 142 or 145
6. Refusing or failing within specified time to produce licence (section 101)
7. Failing to stop when required (section 102)
8. Driving an unregistered vehicle (section 32)
9. Driving transport vehicle not covered by a certificate of fitness (section 47).
10. Driving in contravention of any rule made under section 84(2)(g) relating to speed governors.
11. Driving a vehicle exceeding the permissible limit of weight (section 154).
12. Failure to comply with a requisition made under (section 87).

13. Using a vehicle in unsafe condition (section 149).

14. Driving a transport vehicle in contravention of (section 51)

PART C

1. Driving against red light.

2. Overtaking when overtaking is prohibited.

3. Driving on to a main road without stopping and exceeding the speed limit indicated on the road.

4. Not giving way to other vehicle intentionally.

5. Driving without a licence which is effective or without a licence applicable to the vehicle driving or driving a public service vehicle without authority.

6. Driving at excessive speed.

7. Driving an unregistered vehicle or driving a transport vehicle not covered by a certificate of fitness or driving a transport vehicle in contravention of section 51 or driving a transport vehicle without attaching speed governor seal or with a tempered speed Governor seal.

8. Refusing or failing to produce driving licence or the certificate of registration or the certificate of fitness or the certificate of insurance or any other documents authorising the use of the vehicle in a public place.

9. Failing to stop when required under section 102 or to comply with a requisition made under section 87.

10. Driving a defective vehicle or a vehicle in unsafe condition or a vehicle which would constitute public danger.

11. Driving a vehicle exceeding the permissible limit of weight or the permissible seating capacity.

12. Stopping vehicle or loitering for passenger or pickup passenger from a place other than specified halting stations.

13. Carrying dangerous substances in public service vehicle or carrying goods not authorised to carry.

14. Loading vehicle in a manner likely to cause danger or loading vehicle beyond permissible limit or projection.

15. Using vehicle for the purposes not authorised.

16. Refusing or failing to complete the journey between termini.

17. Refusing to carry *bona fide* passenger.

18. Smoking while driving.

The Motor Vehicles Rules, 1940 (*Extracts*)

Rule 114. **Horns.-** (a) Every motor vehicle shall be fitted with a horn or other approved device available for immediate use by the driver of the vehicle and capable of giving audible and sufficient worrying of the approach position of the vehicle.

(b) No motor vehicle shall be fitted with any multi-tuned horn giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh shrill, loud or alarming noise.

(c) Nothing contained in sub-rule (b) shall prevent the use on vehicles, used as ambulances or for fire fighting or salvage purpose or on vehicles, used by police Officer in the course of their duties, or on other similar vehicles, of such sound signals as may be approved by the registering authority.

(d) Every transport vehicle shall be fitted with a bulb horn.

Rule 124. **Smoke, vapour grease-emission of-** (a) Every motor vehicle shall be so constructed, shall be maintained in such condition, and shall be so driven and used on a road, that there shall not be emitted therefrom any excessive smoke, visible vapour, grit, sparks, ashes, cinders or oily substance, the emission of which could be prevented or avoided by the taking of any reasonable steps or the exercise of reasonable care or the emission of which might cause damage to other persons or property or endanger the safety of any other users of the road in consequence of any harmful content therein.

(b) Every motor vehicle using solid fuel shall be fitted with an efficient appliance for the purpose of preventing the emission of sparks or grit and also with a tray or shield to prevent ashes and cinders from falling on to the road.

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)
Act No V of 1898

CONTENTS

CHAPTER 1

1. Short title. Commencement
4. Definitions
5. Trial of offences under Penal Code

CHAPTER V
A- Arrest generally

46. Arrest how made
47. Search of place entered by Person sought to be arrested
48. Procedure where ingress not obtainable
49. Power to break open doors and windows for purposes of liberation
50. No unnecessary restraint
51. Search of arrested persons
52. Mode of searching women
54. When Police may arrest without warrant
60. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of Police-station
61. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours
62. Police to report apprehensions
63. Discharge of person apprehended
64. Offence committed in Magistrate's presence
65. Arrest by or in presence of Magistrate
66. Power, on escape, to pursue and retake
67. Provisions of section 47, 48 and 49 to apply to arrests under section 66

CHAPTER VII
B- Search-warrants

96. When search warrant may be issued

CHAPTER VIII
D- General Provisions relating to Searches.

102. Persons in charge of closed place to allow search
103. Search to be made in presence of witnesses

CHPATER XIV

Information to the Police and their powers to Investigate

154. Information in cognizable cases
155. Information in non-cognizable cases
156. Investigation into cognizable cases
157. Procedure where cognizable offence suspected
158. Reports under section 157 how submitted
159. Power to hold investigation of preliminary inquiry
160. Police-officer's power to require attendance of witness
161. Examination of witnessed by police
162. Statements to police not to be signed; use of such statements in evidence
163. No inducement to be offered
164. Power to record statement and confessions
165. Information
166. When officer in charge of police-station may require another to issue search warrant
167. Procedure when investigation cannot be completed in twenty four hours
168. Report of investigation by subordinate police-officer
169. Release of accused when evidence deficient
170. Case to be sent to Magistrate when evidence is sufficient
171. Complainants and witness not to be required to accompany police-officer
172. Diary of proceedings in investigation
173. Report of police-officer

CHAPTER XLIII

Of the Disposal of Property

516A. Order for Custody and disposal of Property Pending trial in certain
517. Order for disposal of property regarding which offence committed
518. Order may take form of reference to District or Sub-divisional Magistrate
519. Payment to Innocent purchasers of money found on accused
520. Stay of order under section 517, 518 or 519
524. Procedure where no clamant appears within six months
525. Power to sell perishable property

* Schedule II (Extracts)

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)
Act No V of 1898
CHAPTER I

Sec. 1. Short title. Commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, 1898; and it shall come into force on the first day of July, 1891.

(2) It extends to the whole of Bangladesh; but in the absence of any specific provision to the contrary, nothing herein contained shall affect any special Law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed, by any other law for the time being in force.

Sec. 4. Definitions.- (1) In this Code the following words and expressions have the following meanings, unless a different intention appears from the subject or context:-

(b) "bailable offence" means an offence shown as bailable in the second schedule, or which is made bailable by any other law for the time being in force; and "non-bailable offence" means any other offence;

(f) "cognizable offence" means an offence for, and "cognizable case" means a case in, which a police-officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant;

(l) "investigation" includes all the proceedings under this Code for the collection of evidence conducted by a police-officer or by any person (other than a Magistrate) who is authorised by Magistrate in this behalf ;

(n) "non-cognizable offence" means an offence for, and "non-cognizable case" means a case in, which a police-officer may not arrest without warrant;

Sec. 5. Trial of offences under Penal Code.- (1) All offences under the Penal Code shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the provisions hereinafter contained.

(2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the same regulating the manner or place of investigation, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences.

CHAPTER V
A- Arrest generally

Sec. 46. Arrest how made.- (1) In making an arrest the Police-officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.

(2) If such person forcibly resists the endeavor to arrest him, or attempts to evade the arrest, such Police-officer or other person may use all means necessary to effect the arrest.

(3) Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or with transportation for life.

Sec. 47. Search of place entered by Person sought to be arrested.- If any person acting under a warrant of arrest, or any Police-officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within, any place, the person residing in, or being in charge of, such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such Police-officer, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

Sec. 48. Procedure where ingress not obtainable.- If ingress to such place cannot be obtained under section 47 it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a Police-officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such place is an apartment in the actual occupancy of a woman (not being the person to be arrested) who, according to custom, does not appear in public such person or Police-officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it.

Sec. 49. Power to break open doors and windows for purposes of liberation.- Any Police-Officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.

Sec. 50. No unnecessary restraint.- The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.

Sec. 51. Search of arrested persons.- Wherever a person is arrested by a Police-officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, and

Whenever a person is arrested without warrant, or by private person under a warrant, and cannot legally be admitted to bail, or is unable to furnish bail.

The officer making the arrest or, when the arrest is made by a private person, the Police-officer to whom he makes over the person arrested, may search such person, and place in safe custody all articles, other than necessary wearing-apparel, found upon him.

Sec. 52. **Mode of searching women.-** Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman, with strict regard to decency.

Sec. 54. **When Police may arrest without warrant.-** (1) Any Police-officer may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest,-

first, any person who has been concerned in any cognizable offence or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned ;

secondly, any person having in his possession without lawful excuse, the burden of proving which excuse shall lie on such person, any implement of house-breaking;

thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this Code or by order of the Government;

fourthly, any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing;

fifthly, any person who obstructs a Police-officer while in the execution of his duty, or who has escaped, or attempts to escape, from lawful custody;

sixthly, any person reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Bangladesh;

seventhly, any person who has been concerned in, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, any act committed at any place out of Bangladesh, which, if committed in Bangladesh, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition or under the Fugitive Offenders Act, 1881, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in Bangladesh;

eighthly, any released convict committing a breach of any rule made under section 565, sub-section (3);

ninthly, any person for whose arrest a requisition has been received from another police-officer, provided that the requisition specified the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears

therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition.

Sec. 60. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of Police-station.- A police-officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a Magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in chare of police-station.

Sec. 61. Person arrested not to be detained more than twenty-four hours.- No police-officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a Magistrate under section 167, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey form the place of arrest to the Magistrate's Court.

Sec. 62. Police to report apprehensions.- Officers in charge of police-stations shall report in a Metropolitan Area, to the Chief Metropolitan Magistrate, and in other areas, to the District Magistrate, or if the District Magistrate so directs, to the Sub-divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

Sec. 63. Discharge of person apprehended.- No person who has been arrested by a police-officer shall be discharged except on his own bond, or on bail, or under the special order of a Magistrate.

Sec. 64. Offence committed in Magistrate's presence.- When any offence is committed in the presence of a Magistrate within the local limits of his jurisdictions, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody.

Sec. 65. Arrest by or in presence of Magistrate.- Any Magistrate may at any time arrest or direct the arrest, in his presence, within the local limits of his jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant.

Sec. 66. Power, on escape, to pursue and retake.- If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him an any place in Bangladesh.

Sec. 67. Provisions of section 47, 48 and 49 to apply to arrests under section 66.- The provisions of sections 47, 48 and 49 shall apply to arrests under section 66, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police-officer having authority to arrest.

CHAPTER VII

B- Search-warrants

Sec. 96. When search warrant may be issued.- (1) Where any Court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95, sub-section (1), has been or might be addressed, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition,

or where such document or thing is not known to the Court to be in the possession of any person,

or where the Court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceeding under this Code will be served by a general search or inspection,

it may issue a search-warrant; and the person to whom such warrant is directed, may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained.

(2) Nothing herein contained shall authorize any Magistrate other than a District Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the Postal or Telegraph authorities.

CHAPTER VIII

D- General Provisions relating to Searches.

Sec. 102. Persons in charge of closed place to allow search.- (1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48.

(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched. If such person is a woman, the directions of section 52 shall be observed.

Sec. 103. Search to be made in presence of witnesses.- (1) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it.

(3) The occupant of the place searched, or some person in this behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his request.

(4) When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request.

(5) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Penal Code.

CHPATER XIV

Information to the Police and their powers to Investigate

Sec. 154. **Information in cognizable cases.-** Every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the information; and every such informant, whether given in writing or reduced to writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the Government may prescribe in this behalf.

Sec. 155. **Information in non-cognizable cases.-** (1) When information is given to an officer in charge of a police-station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the information to the Magistrate.

(2) No police-officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate of the first or second class having power to try such case or send the same for trial.

(3) Any police-office receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation (except the power to arrest without warrant) as an officer in charge of a police-station may exercise in a cognizable case.

Sec. 156. **Investigation into cognizable cases.-** (1) Any officer in charge of a police-station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XV relating to the place of inquiry or trial.

(2) No proceeding of a police-officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above-mentioned.

Sec. 157. Procedure where cognizable offence suspected.- (1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police-station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police-report, and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf to proceed to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender:

Provided as follows:-

(a) when any information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police-station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot;

(b) if it appears to the officer in charge of a police-station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case.

(2) In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) of the proviso the sub-section (1), the officer in charge of the police-station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section, and in the case mentioned in clause (b), such officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the Government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated.

Sec. 158. Reports under section 157 how submitted.- (1) Every report sent to a Magistrate under section 157, shall, if the Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the Government by general or special order, appoints in that behalf.

(2). Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police-station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

Sec. 159. Power to hold investigation of preliminary inquiry.- Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation or, if he thinks fit at once proceed, or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in manner provided in this Code.

Sec. 160. Police-officer's power to require attendance of witnesses.- Any police-officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require

the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the circumstances of the case; and such person shall attend as so required.

Sec. 161. Examination of witnessed by police.- (1) Any police-officer making an investigation under this Chapter or any police-officer not below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer, other-than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police-officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement he records.

Sec. 162. Statements to police not to be signed; use of such statements in evidence.- (1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police-diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose (save as hereinafter provided) at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made:

Provided that, when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the Court shall on the request of the accused, refer to such writing and direct that the accused be furnished with a coy thereof, in order that any part of such statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner prescribed by section 145 of the Evidence Act, 1872. When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination:

Provided further that, if the Court is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject-matter of the inquiry or trial or that its disclosure to the accused is not essential in the interests of justice and is inexpedient in the public interests, it shall record such opinion (but not the reasons therefore) and shall exclude such part from the copy of the statement furnished to the accused.

(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of section 32, clause (l), of the Evidence Act, 1872 or to affect the provisions of section 27 of that Act.

Sec. 163. **No inducement to be offered.-** (1) No police-officer or other person in authority shall offer or make, or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in the Evidence Act, 1872, section 24.

(2) But no police-officer or other person shall prevent, by any caution or otherwise, any person from making in the course of any investigation under this Chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will.

Sec. 164. **Power to record statement and confessions.-** (1) Any Metropolitan Magistrate, any Magistrate of the first class and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the Government may, if he is not a police-officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this Chapter or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial.

(2) Such statements shall be recorded in such of the manners hereinafter prescribed for recording evidence as is, in his opinion, best fitted for the circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the Magistrate by whom the case is to be inquired into or tried.

(3) A Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily; and, when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect :-

"I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so any confession he may this confession was voluntarily made. I was taken in my presence and hearing, an was read over to the person making it and admitted by him to be correct; and it contains a full and true account of the statement made by him.

(Singed) A. B.,
Magistrate."

Explanation.- It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be a Magistrate having jurisdiction in the case.

Sec. 165. **Information.-** (1) Whenever an officer in charge of a police-station or a police-officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offence which he is authorised to investigate may be found in any place within the limits of the police-station of which he is in charge, or to which he is attached, and that such thing cannot in this opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search, or cause search to be made, for such thing in any place within the limits of such station :

Provided that no such officer shall search, or cause search to be made, for anything which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (XVII of 1891), and relates, or might disclose any information which relates, to the bank account of any person except,-

(a) for the purpose of investigating an offence under sections 403, 406, 408 and 409 and sections 421 to 424 (both inclusive) of the Penal Code) with the prior permission in writing of a Sessions Judge; and

(b) in other cases, with the prior permission in writing of the High Court Division.

(2) A Police-officer proceeding under sub-section (1) shall, if practicable, conduct the search in person.

(3) If he is unable to conduct the search in person, and there is no other person competent to make the search present at the time, he may after recording in writing his reasons for so doing require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to the subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and, so far as possible, the thing for which search is to be made; and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place.

(4) The provisions of this Code as to search warrants and the general provisions as to searches contained in section 102 and section 103 shall, so far as may be, apply to a search under this section.

(5) Copies of any record made under sub-section (1) or sub-section (3) shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate:

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 166. **When officer in charge of police-station may require another to issue search warrant.-** (1) An Officer in charge of a police-station or a police-officer not being below the rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police-station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place, in any case in which the former officer might cause such search to be made, within the limits of his own station.

(2) Such officer, on being so required, shall proceed according to the provisions of section 165, and shall forward the thing found, if any, to the officer at whose request the search was made.

(3) Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police-station to cause a search to be made under sub-section (1) might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful or an officer in charge of a police-

officer making an investigation under this Chapter to search, or cause to be searched, any place in the limits of another police-station, in accordance with the provisions of section 165, as if such place were within the limits of his own station.

(4) Any officer conducting a search under sub-section (3) shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police-station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list (if any) prepared under section 103, and shall also send to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence copies of the records referred to in section 165, sub-sections (1) and (3).

(5) The owner or occupier of the place searched shall, on application, be furnished with a copy of any record sent to the Magistrate under sub-section (4):

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 167. Procedure when investigation cannot be completed in twenty four hours.- (1) Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of twenty-four hours fixed by section 61, and there are grounds for believing that the accusation or information is well-founded, the officer in charge of the police-station or the police-officer making the investigation if he is not below the rank of sub-inspector shall forthwith transmit to the nearest Magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such Magistrate.

(2) The Magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such Magistrate thinks fit, for a term not exceeding fifteen days in the whole. If he has not jurisdiction to try the case or send it for trail, and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a Magistrate having such jurisdiction:

Provided that no Magistrate of the third class, and no Magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the Government shall authorise detention in the custody of the police.

(3) A Magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his record his reasons for so doing.

(4) If such order is given by a Magistrate other than the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate, he shall forward a copy of his order, with his reasons for making it, to the Magistrate to whom is immediately subordinate.

(5) If the investigation is not concluded within one hundred and twenty days from the date of receipt of the information relating to the commission of the offence or the order of the Magistrate for such investigation,-

(a) the Magistrate empowered to take cognizance of such offence or making the order for investigation may, if the offence to which the investigation relates is not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Magistrate; and

(b) the Court of Session may, if the offence to which the investigation relates is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Court:

Provided that if an accused is not released on bail under this sub-section, the Magistrate or, as the case may be, the Court of Session shall record the reasons for it:

Provided further that in cases in which sanction of appropriate authority is required to be obtained under the provisions of the relevant law for prosecution of the accused, the time taken for obtaining such sanction shall be excluded from the period specified in this sub-section.

Explanation.- The time taken for obtaining sanction shall commence from the day the case, with all necessary documents, is submitted for consideration of the appropriate authority and be deemed to end on the day of the receipt of the sanction order of the authority.

(8) The provisions of sub-section (5) shall not apply to the investigation of an offence under section 400 or section 401 of the Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

Sec. 168. **Report of investigation by subordinate police-officer.-** When any subordinate Police-officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the Officer-in-Charge of the Police-station.

Sec. 169. **Release of accused when evidence deficient.-** If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-Charge of the police-station or to the Police-officer making the investigation that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a Magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct, to appear if and when so required, before a Magistrate empowered to taken cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial.

Sec. 170. **Case to be sent to Magistrate when evidence is sufficient.-** (1) If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-charge of the police-station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police-report and to try the accused or send him for trial, if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take

security from him for his appearance before such Magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such Magistrate until otherwise directed.

(2) When the officer in charge of a police-station forwards an accused person to a Magistrate or takes security for his appearance before such Magistrate under this section, he shall send to such Magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant (if any) and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances of the case as he may think necessary, to execute a bond to appear before the Magistrate as thereby directed and procedure or give evidence (as the case may be) in the matter of the charge against the accused.

(3) If the Court of the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate is mentioned in the bond, such Court shall be held to include any Court to which such Magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice or such reference is given to such complainant or persons.

(5) The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then to the Magistrate the original with his report.

Sec. 171. **Complainants and witness not to be required to accompany police-officer.-** (1) No complainant or witness on his way to the Court of the Magistrate shall be required to accompany as police-officer,

or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience, or required to give any security for his appearance other than his own bond:

Provided that, if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170, the officer in charge of the police-station may forward him in custody to the Magistrate, who may detain him in custody until he executes such bond, or until the hearing of the case is completed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the responsibility of the police-officer to ensure that the complainant or the witness appears before the Court at the time of hearing of the case.

Sec. 172. **Diary of proceedings in investigation.-** (1) Every police-officer making an investigation under this Chapter shall day by day enter his proceeding in the investigation in a diary setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through his investigation.

(2) Any Criminal Court may send for the police-diaries of a case under inquiry or trial in such Court and may use such diaries, not as evidence in the case, but to aid it in such inquiry or trial. Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the Court: but, if they are used by the police-officer who made them, to refresh his memory, or if the Court uses them for the purpose of

contradicting such police-officer, the provisions of the Evidence Act, 1872, section 161 or section 145, as the case may be, shall apply.

Sec. 173. **Report of police-officer.-** (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay, and, as soon as it is completed, the officer in charge of the police-section shall-

(a) forward to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police-report a report, in the form prescribed by the Government, setting forth the names of the parties, the nature of the information and the names of the persons who appear to be acquainted with the circumstances of the case, and stating whether the accused (if arrested) has been forwarded in custody or has been released on his bond, and, if so, whether with or without sureties, and

(b) communicate in such manner as may be prescribed by the Government, the action taken by him to the person, if any, by whom what information relating to the commission of the offence was first given.

(2) Where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall, in any cases in which the Government by general or special order so directs, be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the Magistrate, direct the officer in charge of the police-station to make further investigation.

(3) Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the Magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit.

(3A) When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police-officer shall forward to the Magistrate along with the report-

(a) all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the Magistrate during investigation;

(b) the statements recorded under sub-section (3) of section 161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witness.

(3B) Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under sub-section (1) has been forwarded to the Magistrate and where, upon such investigation, the officer in charge of the police-station, obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the Magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed; and the provisions of sub-section (1) to (3A) shall, as far as may

be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under sub-session (1).

(4) A copy of any report forwarded under this section shall on application be furnished to the accused before the commencement of the inquiry or trial:

Provided that the same shall be paid for unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

CHAPTER XLIII
Of the Disposal of Property

Sec. 516A. **Order for Custody and disposal of Property Pending trial in certain.-** When any property regarding which any offence appears to have been committed, or which appears to have been used for the commission of any offence, is produced before any Criminal Court during any inquiry or trial, the Court may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy or natural decay, may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of.

Sec. 517. **Order for disposal of property regarding which offence committed.-** (1) When an inquiry or a trial in any Criminal Court is concluded, the Court may make such order as it thinks fir for the disposal by destruction, confiscation, or delivery to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise of any property or to document produced before it or in its custody or regarding which any offence appears to have been committed, or which has been used for the commission of any offence.

(2) When High Court Division or a Court of Session makes such order and cannot through its own officers conveniently deliver the property to the person entitled thereto, such Court may direct that the order be carried into effect by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate.

(3) When an order is made under this section, such order shall not, except where the property is livestock or subject to speedy and natural decay, and save as provided by sub-section (4), be carried out for one month, or, when an appeal is presented, until such appeal has been disposed of.

(4) Nothing in this section shall be deemed to prohibit any Court from delivering any property under the provisions of sub-section (1) to any person claiming to be entitled to the possession thereof, on his executing a bond with or without sureties to the satisfaction of the Court, engaging to restore such property to the Court if the order made under this section is modified or set aside on appeal.

Explanation.- In this section the term "property" includes, in the case of property regarding which an offence appears to have been committed, not only such property as has been converted or exchanged, and anything acquired by such conversion or exchange, whether immediately or otherwise.

Sec. 518. **Order may take form of reference to District or Sub-divisional Magistrate.-** In lieu of itself passing an order under section 517, the Court may direct the property to be delivered to the Chief Metropolitan Magistrate, District magistrate or to a Sub-divisional Magistrate, who shall in such cases deal with it as if it had been seized by the police and the seizure had been reported to him in the manner hereinafter mentioned.

Sec. 519. **Payment to Innocent purchasers of money found on accused.-** When any person is convicted of any offence which includes, or amounts to theft or receiving stolen property, and it is proved that any other person has bought the stolen property from him without knowing, or having reason to believe, that the same was stolen, and that any money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the Court may, on the application of such purchaser and on the restitution of the stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that out of such money a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him.

Sec. 520. **Stay of order under section 517, 518 or 519.-** Any Court of appeal, confirmation, reference or revision may direct any order under section 517, section 518 or section 519, passed by a Court subordinate thereto, to be stayed pending consideration by the former Court, and may modify, alter or annual such order and make any further orders that may be just.

Sec. 524. **Procedure where no clamant appears within six months.-** (1) If no person within such period establishes his claim to such property, and if the person in whose possession such property was found, is unable to show that it was legally acquired by him, such property shall be at the disposal of the Government, and may be sold under the orders of the Metropolitan Magistrate, or of a Magistrate of the first class empowered by the Government in this behalf.

(2) In the case of every order passed under this section, an appeal shall lie to the Court to which appeals against sentences of the Court passing such order would lie.

Sec. 525. **Power to sell perishable property.-** If the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the Magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than ten taka the Magistrate may at any time direct it to be sold; and the provisions of section 523 and 524 shall, as nearly as may practicable, apply to the net proceeds of such sale.

Code of Criminal Procedure, 1898
Schedule II (Extracts)

1	2	3	4	5	6	7	8
Section	Offence	Whether the police may arrest without warrant or not.	Whether a warrant or a summons shall ordinarily issue in the first instance.	Whether bailable or not.	Whether compoundable or not.	Punishment under the Penal Code	By what Court triable.
****	****	****	****	****	****	****	****
	OFFENCES AGAINST OTHER LAWS						
	If punishable with death, transportation or imprisonment for more than five years.	May arrest without warrant.	Warrant Not bailable.		Not compoundable	---	Court of Session
	If punishable with imprisonment for not less than two years and not more than five years.	Ditto	Ditto	Ditto Except in cases under the Arms Act, 1878, section 19, which shall be bailable.	Ditto	---	Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class or second class.
	If punishable with imprisonment for less than two years or with fine only.	shall not arrest without warrant.	Summons.	Bailable	Ditto	---	Any Magistrate

*** Sections of the Penal Code and the relevant entries- not printed.

২য় ভাগ

Uptodate English Version of some Environmental Laws

The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995

Act No. 1 of 1995

CONTENTS

1. Short title and commencement
2. Definitions
2A. Overriding effect of the Act
3. Department of Environment
4. Power and Functions of the Director General
4A. Assistance from law enforcing agencies and other authorities
5. Declaration of ecologically critical area
6. Restrictions regarding vehicles emitting smoke injurious to environment
6A. Restrictions on manufacture, sale etc. of articles injurious to environment
7. Remedial measures for injury to ecosystem
8. Information to the Director General regarding environmental degradation or pollution
9. Discharge of excessive environmental pollutant etc.
10. Power of entry etc.
11. Power to collect samples etc.
12. Environmental clearance
13. Formulation of environmental guidelines
14. Appeal
15. Penalties
15A. Confiscation of materials and equipments involved in offence
15A. Claim for compensation
16. Offences committed by companies
17. Cognizance of offence and claim for compensation
18. Action taken in good faith
19. Delegation of Power
20. Power to make rules
21. Repeal and saving

Un-official English Version

The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995
Act No. 1 of 1995

[Bangla text of the Act was published in the Bangladesh Gazette, extra-ordinary issue of 16-2-1995 and amended by Act Nos 12 of 2000 and 9 of 2002.]

An Act to provide for conservation of the environment, improvement of environmental standards and control and mitigation of environmental pollution.

Whereas it is necessary and expedient to provide for conservation of the environment, improvement of the environmental standards, and control and mitigation of environmental pollution;

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, [1]specify and it shall be brought into force in different areas on different dates.

2. [2]**Definitions.-** In this Act, unless there is anything contrary in the subject or context-

"**Conservation of environment**" means improvement of the qualitative and quantitative characteristics of different components of environment as well as prevention of degradation of those components; *[Ref: Clause (f).]*

"**Department**" means the Department of Environment established under section 3 of this Act; *[Ref: Clause (a).]*

"**Director General**" means Director General of the Department; *[Ref: Clause (m).]*

"**ecosystem**" means the inter-dependent and balanced complex association of all components of the environment which can support and influence the conservation and growth of all living organisms; *[Ref: Clause (g).]*

---

[1] The Act was brought into force by MoEF notification of 30 May in Dhaka, Chitagong, Rajshahi, Khulna and Barisal Divisions w.e.f. 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th of June 1995, respectively.

[2] The definitions are rearranged in English alphabetical order with reference to relevant clause of the original Bangla text of section 2.

"**environment**" means the inter-relationship existing between water, air, soil and physical property and their relationship with human beings, other animals, plants and micro-organisms; *[Ref: Clause (d).]*

"**environment pollutant**" means any solid, liquid or gaseous substance which causes harmful effect to the environment and also includes heat, sound and radiation; *[Ref: Clause (e).]*

"**hazardous substance**" means a substance the chemical or biochemical properties of which are such that its manufacture, storage, discharge or unregulated transportation can be harmful to the environment; *[Ref: Clause (j).]*

"**occupier**", in relation to any factory or premises, means a person who has control over the affairs of the factory or the premises, and in relation to a product, means the person in possession of the product; *[Ref: Clause (c).]*

"**person**" means a person or group of persons, and includes any company, association or corporation, whether incorporated or not; *[Ref: Clause (h).]*

"**pollution**" means the contamination or alteration of the physical, chemical or biological properties of air, water or soil, including change in their temperature, taste, odor, density, or any other characteristics, or such other activity which, by way of discharging any liquid, gaseous, solid, radioactive or other substances into air, water or soil or any component of the environment, destroys or causes injury or harm to public health or to domestic, commercial, industrial, agricultural, recreational or other useful activity, or which by such discharge destroys or causes injury or harm to air, water, soil, livestock, wild animal, bird, fish, plant or other forms of life; *[Ref: Clause (b).]*

"**rule**" means rule made under this Act; *[Ref: Clause (k).]*

"**use**", in relation to any material, means manufacturing, processing, treatment, package, storage, transportation, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or similar activity relating to such material; *[Ref: Clause (i).]*

"**waste**" means any solid, liquid, gaseous, radioactive substance, the discharge, disposal and dumping of which may cause harmful change to the environment; *[Ref: Clause (l).]*

[1]2A. **Overriding effect of the Act.-** Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the time being in force, the provisions of this Act, rules and directions issued under this Act shall have effect.

3. **Department of Environment.-** (1) The Government shall, for carrying out the purposes of this Act, establish a Department to be called the Department of Environment and headed by a Director General.

---

[1] Section 2A was inserted by section 2 of Act 9 of 2002.

(2) The Director General shall be appointed by the Government and the terms and conditions of his service shall also be determined by the Government.

(3) For proper performance of the functions of the Department, necessary officers and employees shall be appointed in the manner and on the terms and conditions prescribed by rules.

4. Power and Functions of the Director General.- (1) Subject to the provisions of this Act, the Director General may take such measures as he considers necessary and expedient for the conservation of the environment, and improvement of environmental standards, and for the control and mitigation of environmental pollution, and he may issue necessary directions in writing to any person for the discharge of his duties under this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such measures may include all or any of the following :-

(a) co-ordination with the activities of any authority or agency having relevance to the objectives of this Act;

(b) prevention of probable accidents which may cause environmental degradation and pollution, undertaking safety measures and determination of remedial measures for such accidents and issuance of directions relating thereto;

(c) giving advice or, as the case may be, issuing directions to the concerned person regarding the environmentally sound use, storage, transportation, import and export of a hazardous substance or its components.

(d) conducting inquiries and undertaking research on conservation, improvement and pollution of the environment and rendering assistance to any other authority or organization regarding those matters;

(e) searching any place, examining any equipment, manufacturing or other processes, ingredients, or substance for the purpose of improvement of the environment, and control and mitigation of pollution; and issuance of direction or order to the appropriate authority or person for the prevention, control and mitigation of environmental pollution;

(f) collection and publication of information about environmental pollution;

(g) advising the Government to avoid such manufacturing processes, commodities and substances as are likely to cause environmental pollution;

(h) carrying out programs for observation of the quality of drinking water and preparation of reports thereon, and rendering advice or, as the case may be, issuing direction to the concerned persons to follow standards for drinking water.

(3) A direction issued under this section may include matters relating to closure, prohibition or regulation of any industry, undertakings or processes, and the concerned person shall be bound to comply with such direction:

[1][Provided that-

(a) the Director General shall, before issuing a direction of closure or prohibition of an industry, undertaking or process, send to the owner or occupier thereof a written notice so that he gets reasonable opportunity to make that industry, undertaking or process environmentally sound; and

(b) where the Director General considers it appropriate, he may also specify in the notice that actions under sub-section (2) of section 4A may be taken if, pursuant to the notice, measures are not taken to make the relevant activities environmentally sound:]

Provided further that, if the Director General considers that, due to a particular environmental pollution, the public life is likely to be in danger and that urgent action is necessary, he may immediately issue necessary directions.

(4) A time limit may be specified by the Director General for carrying out a direction issued under this section.

[2][4A **Assistance from law enforcing agencies and other authorities.- (1)** The Director General or a person authorized by him may, for the purpose of exercising any power or performing any function under this Act, request any law enforcing agency, or any other Government or statutory authority to render necessary assistance, and upon such request that agency or authority shall render the assistance.

(2) Where the Director General issues a direction for closure, prohibition or regulation of an industry, undertaking or process under section 4(3) and the owner or occupier thereof does not comply with the direction, the Director General may direct the provider of electricity, gas, telephone or water or all such services or any other service provided to the industry, undertaking or process to disconnect the service.

(3) Where a direction is issued under sub-section (2), the concerned person or institution shall be bound to take necessary action as specified in the direction.]

---

[1] The first proviso to sec 4(3) was inserted by sec 3 of Act 9 of 2002.

[2] Section 4A was inserted by section 4 of Act 9 of 2002.

5. **Declaration of ecologically critical area.-** (1) If the Government is satisfied that an area is in an environmentally critical situation or is threatened to be in such situation, the Government may, by notification in the official [1]Gazette, declare such area as an ecologically critical area.

(2) The Government shall, in the notification published under sub-section (1) or in a separate notification, specify the activities or processes that cannot be initiated or continued in an ecologically critical area.

[2][6. **Restrictions regarding vehicles emitting smoke injurious to environment.-** (1) A vehicle emitting smoke or gas injurious to health or environment shall not be operated nor shall such vehicles be switched on except for the purpose of test-operation for stopping the emission of such smoke or gas.

Explanation.- In this section "smoke or gas injurious to health or environment" means any smoke or gas which exceeds the standards fixed by rules.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Director General or any person authorized by him may test any vehicle at any place or may stop a vehicle in motion for testing, and instantly test it or detain it for necessary period or may, if any vehicle violates that sub-section, seize it and related documents, or may give necessary direction for testing the vehicle.

(3) A report of the test under sub-section (2) shall be admissible as evidence in the proceedings of a court.

(4) For the violation of sub-section (1) or a direction given under sub-section (2), the driver or, as the case may be, the owner or both shall be liable.]

[3][6A. **Restrictions on manufacture, sale etc. of articles injurious to environment.**- If, on the advice of the Director General or otherwise, the Government is satisfied that all kinds or any kind of polythene shopping bag, or any other article made of polyethylene or polypropylene, or any other article is injurious to the environment, the Government may, by notification in the official Gazette, issue a [4]direction imposing absolute ban on the manufacture, import, marketing, sale, demonstration for sale, stock, distribution, commercial carriage or commercial use, or allow the operation or management of such activities under conditions specified in the notification, and every person shall be bound to comply with such direction :

Provided that such direction shall not be applicable to the following cases:-

---

[1] Certain areas declared as ecologically critical area by four notifications of MoEF.

[2] Section 6 was substituted for the old section 6 by Sec. 5 of Act 9 of 2002.

[3] Section 6A was inserted by Sec. 5 of Act 9 of 2002.

[4] All kinds of Polethin shopping bag have been banned by a notification of MoEF and certain bags have been exempted by another notification.

(a) if the article specified in the notification is exported or used for export;

(b) if the direction mentions that it is not applicable to any particular kind of polythene shopping bag.

Explanation.- In this section "polythene shopping bag" means a bag, *thonga* or other container which is made of polyethylene or poly propylene or any compound or mixture thereof and is used for purchasing, selling, keeping or carrying another article.]

[1][7. **Remedial measures for injury to ecosystem.**- (1) If it appears to the Director General that any act or omission of a person is causing or has caused, directly or indirectly, injury to the ecosystem or to a person or group of persons, the Director General may determine the compensation and direct the firstly mentioned person to pay it and in an appropriate case also direct him to take corrective measures, or may direct the person to take direct both the measures; and that person shall be bound to comply with the direction.

(2) If a person, to whom a direction under sub-section (1) has been issued, fails to comply with the direction, the Director General may file a suit for compensation in the competent court or file a criminal case for failure to comply with the direction or file both kinds of cases.

(3) For the purposes of determination of compensation or corrective measures under sub-section (1), the Director General may engage any specialist and other persons.

(4) The Government may direct the Director General to take any action under this section and to submit a report thereon.]

8. **Information to the Director General regarding environmental degradation or pollution.**- (1) Any person affected or likely to be affected as a result of pollution or degradation of the environment may, in the manner prescribed by rules, apply to the Director General for remedy of the damage or apprehended damage.

(2) The Director General may hold a public hearing and take other measures for disposing of an application made under this section.

9. **Discharge of excessive environmental pollutant etc.**- (1) Where, due to an accident or other unforeseen incident, the discharge of any environmental pollutant occurs or is likely to occur in excess of the limit prescribed by the rules, the person responsible and the person in charge of the place of occurrence shall take measures to control or mitigate the environmental pollution.

[1] Section 7 was substituted by sec. 2 of Act 12 of 2000.

(2) The persons referred to in sub-section (1) shall immediately inform the Director General of the occurrence or the likelihood of such occurrence as mentioned in that sub-section.

(3) On receipt of information under this section with respect to the accident or other incident, the Director General shall take necessary remedial measures to control or mitigate the environmental pollution, and the said person shall be bound to render assistance and co-operation as required by the Director General.

(4) The expenses incurred with respect to remedial measures to control and mitigate the environmental pollution under this section shall be payable to the Director General and may be realized from the persons referred to in sub-section (1) as public demand.

10. **Power of entry etc.-** (1) Subject to the provisions of this section, any person generally or specially authorized in this behalf by the Director General shall have the right to enter any building or other place at all reasonable times, with such assistance as he considers necessary for the following purposes, namely :-

(a) to perform his duties under this Act or rules;

(b) to inspect any activity carried out at such place or building under this Act or rules or a notice, order or direction issued thereunder;

(c) to test or verify any equipment, industrial plant, record, register, document or any other significant material;

(d) to conduct a search of a building or place if such person has reason to believe that an offence has been committed in that building or place in contravention of this Act or rule or any notice, order or direction issued thereunder;

(e) to seize any equipment, industrial plant, record, register, document or other material that may be used as evidence of the commission of any offence punishable under this Act or rules.

(2) The person operating any industry, activity or process or the person handling any hazardous substance shall be bound to render all assistance to the said authorised person in discharging his duties under this Act.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) shall be followed in conducting any search and seizure under this section.

11. **Power to collect samples etc.-** (1) A person authorised in this behalf by the Director General may, in the manner prescribed by rules, collect from any factory, premises or other place any sample of air, water, soil or other substance for analysis

[1][(2) Subject to the provisions of sub-section (3) or (4), as the case may be, the report of a sample collector or the report of a laboratory or both the reports shall, in relation to a sample collected under this section, be admissible as evidence in the concerned proceedings.]

(3) Subject to the provisions of sub-section (4), the person collecting the sample under sub-section (1) shall --

(a) serve, in the manner prescribed by rules, a notice to the occupier of the place or his agent specifying his intention to collect any sample;

(b) collect samples in presence of that occupier or his agent;

(c) place the sample in a container and seal the container after recording signatures of himself and of the occupier or his agent on the container;

(d) prepare a report on the collection of the sample and record signatures of himself and of the occupier or his agent;

(e) without delay send the container to the laboratory specified by the Director General.

(4) Where, after issuing a notice under clause (a) of sub-section (3), the sample collector collects the sample under sub-section (1), but the occupier or his agent remains absent at the time of collecting sample or being present refuses to put signature on the container of the sample and report, then the collector shall, in the presence of two witnesses, secure the container by putting his own signature and seal the sample, and without delay send the samples to the laboratory [2]specified by the Director General for analysis and shall state the fact of willful absence of the occupier or his agent or, as the case may be, of his refusal.

12. **Environmental Clearance Certificate.-** No industrial unit or project shall be established or undertaken without obtaining, in the manner prescribed by rules, an Environmental Clearance Certificate from the Director General.

13. **Formulation of environmental guidelines.-** The Government may, by notification in the official Gazette from time to time, formulate and publish environmental guidelines relating to the control and mitigation of environmental pollution, conservation and improvement of the environment.

14. **Appeal.-** (1) Any person aggrieved by a notice, order or direction issued under this Act or rules may, within 30 days from the date of issuance of the notice, order or direction, appeal to the [3]Appellate Authority constituted by the Government

---

[1] Section 11(2) was substituted by section 6 of Act 9 of 2002.

[2] Under sub-sec 11(4) DG, DoE by a circular dated 23/7/2002 has specified DoE divisional laboratories for the purpose of this Act.

[3] An appellate authority has been constituted by MoEF by a notification dated 1/11/1997.

and the decision of such Authority on the appeal shall be final and shall not be called in question in any court :

Provided that the Appellate Authority may, if it is satisfied that for some unavoidable reason the aggrieved person could not file the appeal within that time, extend the period for filing the appeal by a period not exceeding thirty days.

(2) The Appellate Authority constituted under sub-section (1) may consist of one or more members:

Provided that where the Appellate Authority consists of more than one member, the Government shall appoint one of the members to be the Chairman of the Authority.

(3) An appeal filed under this section shall be disposed of within 3 months from the date of its filing.

[15. **Penalties.**-(1) For violation of a provision or for non-compliance of a direction, or for the activities specified in the following Table, the penalty mentioned against them may be imposed :

TABLE

Sl. No.	Description of Offence	Penalty that may be imposed
1	Non-compliance of a direction issued under sub-section (2) or (3) of section 4	Imprisonment not exceeding 10 years or fine not exceeding 10 lac taka or both.
2	Violation of sub-section (2) by continuing activities or processes or by initiating activities or processes, prohibited under sub-section (1) of section 5 in an area declared as an ecologically critical area	Imprisonment not exceeding 10 years or fine not exceeding 10 lac taka or both.
3	Violation of sub-section (1) of section 6	In case of first offence, a fine not exceeding taka 5 (five) thousand; in case of second offence, a fine not exceeding taka 10 (ten) thousand; in case of each subsequent offence, an imprisonment not exceeding 1 year or a fine not exceeding taka 10 (ten) thousand or both.

Section 15 was substituted for old sec. 15 by sec. 7 of Act 9 of 2002.

4	If, in violation of a direction issued under sub-section (1) of section 6A, any article specified in the direction is –	
	(a) manufactured, imported, marketed;	(a) Imprisonment not exceeding 10 years or fine not exceeding 10 lac taka or both.
	(b) sold, exhibited for sale, stocked, distributed, commercially transported or commercially used	(b) Imprisonment not exceeding 6 months or fine not exceeding 10 thousand taka or both.
5	Non-compliance of a direction issued under sub-section (1) of section 7	Imprisonment not exceeding 10 years or fine not exceeding 10 lac taka or both.
6	Violation of sub-section (1) or (2), or failure to take remedial measures in accordance with sub-section (3) of section 9	Imprisonment not exceeding 10 years or fine not exceeding 10 lac taka or both: Provided that where a lower penalty is fixed by rules for violation of section 9(1), that penalty shall be applicable.
7	Failure to render, without reasonable excuse, assistance or cooperation to the Director General or a person authorized by him as required by sub-section (2) of section 10	Imprisonment not exceeding 3 years or fine not exceeding 3 lac taka or both.
8	Violation of section 12	Imprisonment not exceeding 3 years or fine not exceeding 3 lac taka or both.
9	Violation of any other provision of this Act or a direction issued under the rules or obstructing the Director General or a person authorized by him in discharging his duties or intentionally delaying the discharge of such duty.	Imprisonment not exceeding 3 years or fine not exceeding 3 lac taka or both.

(2) Subject to the other provisions of this section, certain offences and penalties for such offences may be specified in the rules, but the penalty so

specified shall not exceed imprisonment for 2 (two) years or a fine of Tk. 10 (ten) thousand or both.]

[1][15A. **Confiscation of materials and equipments involved in offence.-** Where a person is found guilty and sentenced under section 15, all equipments or parts thereof, transport, substance or any other thing used in the commission of the offence may be confiscated under order of the court.]

[2][15A. **Claim for compensation.-** Where a person or a group of persons or the public suffers loss due to violation of a provision of this Act or the rules made thereunder or a direction issued under section7, the Director General may file a suit for compensation on behalf of that person, group or the public.]

16. **Offences committed by companies.-** [3][(1) Where a company violates any provision of this Act or fails to perform its duties in accordance with a notice issued under this Act or the rules or fails to comply with an order or direction, then the owner, director, manager, secretary or any other officer or agent of the company, shall be deemed to have violated such provision or have failed to perform the duties in accordance with the notice or failed to comply with the order or direction, unless he proves that the violation or failure was beyond his knowledge or that he exercised due diligence to prevent such violation or failure.

Explanation.- For the purposes of this section -

(a) "company" means any statutory public authority, registered company, partnership firm, and association or organisation,

(b) director, in relation to a commercial establishment, also includes any partner or member of the board of directors.]

[4][(2) Where a company mentioned in sub-section (1) is a body corporate, such company, apart from any person charged and convicted under that sub-section, may also be charged and convicted under that sub-section in the same proceedings, but the penalty of fine only may be imposed on such company in a criminal proceedings.]

[5][17. **Cognizance of offence and claim for compensation.-** No court shall take cognizance of an offence or receive any suit for compensation under this Act except on the written report of an Inspector of the Department or any other person authorized by the Director General :

---

[1] Section 15A was substituted by sec. 7 of Act 9 of 2002.

[2] Section 15A was inserted by sec. 4 of Act 9 of 2002.

[3] Existing provisions of sec. 16 was numbered as sub-sec.(1) by sec 8(a) of Act 9 of 2002.

[4] Sub-section (2) of sec. 16 was inserted by section 8(b) of Act 9 of 2002.

[5] Section 17 was substituted by sec. 9 of Act 9 of 2002.

Provided that if the competent court is satisfied that a person presented a written request to the said Inspector or authorized person to accept a complaint about an offence or a claim for compensation and no action was taken within 60 (sixty) days after such request, and that the complain or claim deserves to be taken into cognizance for the purpose of trial, then the court may, after giving the Inspector or the authorized person or the Director General a reasonable opportunity of being heard, directly receive the complaint or claim for compensation without such written report, or may, if it considers appropriate, direct the said Inspector or the authorized person to investigate the offence or claim.]

18. **Action taken in good faith.-** No civil or criminal case or other legal proceeding may be instituted against the Government, Director General, or any other person of the Department for any action which caused or is likely to cause injury to any person, if such action is taken in good faith under this Act or rules.

19. **Delegation of Power.-** (1) The Government may delegate to the Director General or any other officer any of its powers under this Act or rules.

(2) The Director General may [1]delegate to any other officer of the Department any of his powers under this Act or rules.

20. **Power to make rules.-** (1) The Government may, by notification in the official [2]Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters:

(a) determination of the standards of air, water, sound, soil and other components of the environment in relation to different areas for different purposes.

Provided that the Government may, by notification in the official Gazette, for a specified period suspend the application of such standard, generally or individually, in respect of industries or projects existing at the time of commencement of this Act;

(b) regulation of the establishment of industries and other development activities for conservation of environment;

(c) determination of safe procedures for the use, storage and transportation of hazardous substances;

(d) determination of safety and remedial measures for prevention of accidents which may cause pollution of the environment;

---

[1] DG, DoE has delegated certain powers to DoE officers by a notification dated 9/9/1998 and by a circular dated 23/7/2002.

[2] The Government has made Environment Conservation Rules 1997.

(e) determination of the standards for effluent and discharge;

(f) procedures for assessment of the environmental impact of various projects and activities, and procedures for their review and approval;

(g) procedures for protection of the environment and ecosystem;

(h) determination of fees for obtaining environmental clearance certificates and other services.

21. **Repeal and saving.-** (1) The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (Act XIII of 1977) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance shall be deemed to have been done under the provisions of this Act.

(3) The Department of Environment existing before the commencement of this Act shall be deemed to have been established under section 3, and the Director General and other officers and employees of that Department shall be deemed to have been appointed under this Act.

The Environment Court Act, 2000
Act No. 12 of 2000

CONTENTS

1. Short Title

2. Definitions

3. Overriding effect of the Act

4. Establishment of Environment Courts

5. Jurisdiction of Environment Court

5A. Penalty for violating court's order

5B. Trial of certain offences by Special Magistrates

5C. Trial procedure in Special Magistrate's Court

6. Power of entry, search, etc.

7. Procedure for investigation

7A. Assistance from law enforcing agencies and other authorities

8. Procedure and power of Environment Court

9. Conversion of fines to compensation

10. Authority of Environment Court to inspect

11. Appeal

12. Environment Appeal Court

12A. Transfer of cases

13. Pending cases

13A. Jurisdiction of Environment Court over offences etc. committed earlier

14. Power to make rules

<u>*Un-official English Version*</u>

The Environment Court Act, 2000
Act No. 11 of 2000

[Bangla text of the Act was published in the Bangladesh Gazette, extra-ordinary issue of 10-4-2000 and amended by Act No. 10 of 2002]

An Act to provide for the establishment of environment courts and matters incidental thereto.

Where as it is expedient and necessary to provide for the establishment of Environment Courts for the trial of offences relating to environmental pollution and matters incidental thereto;

It is hereby enacted as follows:-

1. **Short Title.-** This Act may be called the Environment Court Act, 2000.

2. [1]**Definitions.-** In this Act, unless there is anything contrary to the subject or context-

"Civil Procedure Code" means the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908); *[Ref. Clause (a)]*

"Criminal Procedure Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898); *[Ref. Clause (e)]*

"Director General" means the Director General of the Department of Environment; *[Ref. Clause (f)]*

"Environment Appeal Court" means an Environment Appeal Court constituted under this Act; *[Ref. Clause (d)]*

"Environment Court" means an Environment Court constituted under this Act; *[Ref. Clause (c)]*

[2]**"environmental law"** means this Act, the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act No. 1 of 1995), any other law specified by the Government in the official Gazette for the purposes of this Act, and the rules made under these laws; *[Ref. Clause (bb)]*

---

[1] The definitions are rearranged in English alphabetical order with reference to relevant clause of the original Bangla text of section 2.

[2] Clause (bb) was inserted by sec. 3 of Act 10/2002.

[1]**"Inspector"** means an Inspector of the Department of Environment or any other person [2]authorized by the Director General by a general or special order or a person authorized under any other environmental law to inspect or investigate; *[Ref. Clause (b)]*

[3]**"Special Magistrate"** means a Special Magistrate appointed under section 5B. *[Ref. Clause (g)]*

3. **Overriding effect of the Act.-** Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall have effect.

4. **Establishment of Environment Courts.-** (1) For carrying out the purposes of this Act, the Government shall, by notification in the official Gazette, [4]establish one or more Environment Court in each Division.

[5][(2) An Environment Court shall be constituted with one judge and, in consultation with the Supreme Court, the Government shall-

(a) appoint an officer of the judicial service of the rank of Joint District Judge, and such Judge shall dispose of cases only under environmental laws; and

(b) if it considers necessary, appoint a judge of the rank of Joint District Judge for a Division or a specified part thereof to act as the judge of an Environment Court in addition to his ordinary functions, and the said judge shall, in addition to his ordinary functions, dispose of the cases that fall within the jurisdiction of an Environment Court.]

(3) Each Environment Court shall have its seat at the Divisional Headquarter; however, the Government, if it considers necessary, may, by general or specific order published in the official Gazette, specify places outside the Divisional Headquarter where the court can hold its sittings.

(4) If more than one Environment Court are established in any Division, the Government shall, by notification in the official Gazette, specify the territorial jurisdiction of each such Court.

---

[1] Clause (b) was substituted by sec. 3 of Act 10/2002.

[2] S.I to ASP/Asstt. Commissioner of Police and their equivalent authorized as Inspector by DoE circular No. Paribesh/1006 of 04/05/2002 in relation to ban on Polythene Shopping bag.

[3] Clause (g) was inserted by sec. 3 of Act 10/2002.

[4] One Env. Court each at Dhaka and Chittagong established by MoL Notification No. SRO 45-Law/2002, of 06/03/2002.

[5] Sub-section (2) was substituted by sec. 4 of Act 10/2002.

5. **Jurisdiction of Environment Court.-** (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law, a case shall, in accordance with the provisions of this Act, be directly instituted in an Environment Court for trial of an offence or for compensation under an environmental law, and only that court can take cognizance and hold proceedings for trial and disposal of those cases.

[1][(2) An Environment Court shall be competent to impose penalty for offences under section 5A of this Act and under any other environmental law, to confiscate an equipment or part thereof, a transport used in the commission of such offence or an article or other thing involved with the offence, and to pass order or decree for compensation in appropriate cases; and in addition, the said court may in the same judgment make all or any of the following orders keeping in view of the circumstances of the offence or relevant facts:-

(a) issuing a direction to the offender or other relevant person not to repeat or continue or, as the case may be, not to do the act or to make the omission which constitutes the offence;

(b) issuing a direction to the offender or other relevant person to take such preventive or remedial measures in relation to the injury or probable injury to environment as the court considers appropriate keeping in view of the circumstances of the offence or the relevant facts;

(c) in case of a direction under clause (b), specifying a time-limit and a further direction to submit within the specified time a report to the Director General or other appropriate authority on the implementation of the direction :

Provided that where a direction under clause (b) or (c) is issued, the person directed may apply to the court within 15 days of the judgment for review of such direction and the court shall, after giving the Director General a reasonable opportunity of being heard, dispose of the application within 30 days after it is made.]

[2][(3) No Environment Court shall take cognizance of an offence or receive any suit for compensation except on the written report of an Inspector or any other person authorized by the Director General:

Provided that if the Environment Court is satisfied that a person presented a written request to the said Inspector or authorized person to accept a complaint about an offence or a claim for compensation and no action was taken within 60 (sixty) days after such request, and that such complain or claim deserves to be taken into cognizance for the purpose of trial, then the court may, after giving the Inspector or the authorized person or the Director General a reasonable opportunity of being heard, directly receive the complaint or claim for compensation without

[1] Sub-section (2) was substituted by sec. 5 of Act 10/2002.

[2] Sub-section (3) was substituted by sec. 5 of Act 10/2002.

such written report, or may, if it considers appropriate, direct the said Inspector or the authorized person to investigate the offence or claim.]

[1] [(4) Omitted.]

[1] [(5) Omitted.]

[2][5A. **Penalty for violating court's order.-** If a person -

(a) violates a direction issued under clause (a) of section 5(2) by repeating or continuing the offence for the commission of which he has been sentenced, he shall be liable to be sentenced with the penalty prescribed for that offence, provided such penalty shall not be less than the one imposed on him at the time of issuance of the direction;

(b) violates a direction issued under clause (b) or (c) of section 5(2), the violation shall be an independent offence for which he shall be liable to be sentenced to an imprisonment not exceeding 3 (three) years or to a fine not exceeding 3 (three) lac taka or to both.

Explanation.- The other provisions of this Act shall apply to the investigation and trial of an offence under this section.

5B. **Trial of certain offences by Special Magistrates.-** Where an environmental law provides for a penalty of an imprisonment not exceeding 2 (two) years or a fine not exceeding 10 (ten) thousand taka or both or confiscation of anything, for the commission of an offence, a Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate who is [3]appointed to deal only with such cases arising in a specified area or who is assigned to deal with such cases in addition to his ordinary duties, as the Government may specify, shall be competent to try the offences; such Magistrates shall be known as Special Magistrates:

Provided that if such offence is combined with another offence under an environmental law and if both the offences require trial in the same proceedings, then the offences shall be triable in the Environment Court.

5C. **Trial procedure in Special Magistrate's Court.-** (1) No Special Magistrate shall take cognizance of an offence except on a written report of an Inspector :

Provided that, if authorized by the Director General in relation to the institution of a particular kind of case triable by such Magistrate, an Inspector may present a report on such offence directly to the Magistrate without following the procedure prescribed in section 7.

---

[1] Sub-sections (4) and (5) were omitted by sec. 5 of Act 10/2002.

[2] Sections 5A, 5B & 5C were inserted by sec. 6 of Act 10/2002.

[3] M/O Establishment Notification No.- Sa/Ma/JA-4/45/2002-309 of 29th May, 2002 issued for appointment of Special Magistrates in districts and Metropolitan arears.

(2) A Special Magistrate appointed under this Act shall follow the procedure for summary trial as prescribed in the Criminal Procedure Code.

(3) A case triable by the court of a Special Magistrate shall be conducted by an Assistant Public Prosecutor or a police officer specified by the Government or an Inspector of the Department of Environment on behalf of the State.]

[1]6. **Power of entry, search, etc.-** (1) For the purposes of conducting an inspection of any matter or investigation of an offence under an environmental law, or when directed by the Director General or the Environment Court for assessing compensation under this Act, an Inspector may, at any reasonable time, enter any place, search into, or seize any thing or collect sample from, or inspect, that place.

(2) For the purposes of sub-section (1), an Inspector may, whenever he considers necessary, apply to the Environment Court or to any Magistrate for issuance of a search warrant.

(3) An Inspector shall, as far as practicable, follow the Criminal Procedure Code and the relevant provisions of the environmental law in conducting a search, seizure or inspection under this section.]

[2]7. **Procedure for investigation.-** (1) An offence under an environmental law shall ordinarily be investigated by an Inspector, but the Director General may, by a general or special order, authorize any other officer subordinate to him to investigate any particular kind of offences or a specified offence.

(2) The said Inspector or other officer, hereinafter referred to as the investigating officer, shall on the basis of a written complaint or other information, initiate proceedings under this section after obtaining approval of the officer authorized in this behalf by the Director General.

(3) The investigating officer shall, before initiating a formal investigation of an offence, inquire into and collect information about the offence, prepare a preliminary report thereon and present it to a higher [3]officer authorized by the Director General in this behalf, and the officer secondly mentioned shall, upon consideration of the relevant facts and circumstances, give his decision within 7 (seven) days as to whether a formal investigation may be initiated or whether no action at all is necessary, and accordingly next actions shall be taken.

(4) If a decision is taken to initiate a formal investigation under sub-section (3), the investigating officer shall present the said preliminary report to the concerned police station, and it shall be recorded in the police station as a first

---

[1] Section 6 was substituted by sec. 7 of Act 10/2002.

[2] Section 7 was substituted by sec. 7 of Act 10/2002.

[3] Vide DoE circular No. Paribesh/1642 of 23/02/2002 in this regard. Moreover ASP/Asstt Commissioner of Police and above authorized under sub-sections (3) and (7) by DoE circular No. Paribesh-1006 of 04/05/2002.

information report or ejahar of the offence and thereafter the said investigating officer or, as the case may be, another officer authorized by the Director General shall conduct the investigation.

(5) The investigating officer while investigating an offence shall, in relation to that offence, be competent to exercise the same powers as an officer in charge of a police station and he shall, subject to this Act and the rules, follow the Criminal Procedure Code.

(6) Any statement recorded, any article seized, any sample or other information collected at the inquiry stage held before formal investigation may be considered and used for the purpose of investigation.

(7) The investigating officer shall, after completion of the investigation, obtain the approval of an officer [1]authorized by the Director General in this behalf and submit one copy of the investigation report and the original or attested copies of the supporting documents directly to the environment court or as the case may be to a Special Magistrate if the case is triable by such Magistrate, and shall also keep one copy at his office and present another copy to the police station; and such report shall be deemed to be a police report under section 173 of Criminal Procedure Code.

(8) Notwithstanding the provisions of sub-section (3), where the investigating officer has reasons to believe that any document, article or equipment involved with an offence is likely to be removed or destroyed, he may, even before a decision for formal investigation, seize the document, article or equipment, and if the investigator has reasons to believe that the offender is likely to abscond, he may also arrest the offender.]

[2][7A. **Assistance from law enforcing agencies and other authorities.-** For the purposes of sections 6 and 7, the investigating officer may request any law enforcing agency or other authority for assistance and the requested agency or authority shall accordingly render assistance.]

8. **Procedure and power of Environment Court.-** (1) Unless otherwise provided in this Act, provisions of the Criminal Procedure Code shall be applicable in the case of lodging a compliant about an offence under this Act, trial thereof and the Environment Court shall be deemed to be a criminal court and it shall follow the procedure laid down in the Criminal Procedure Code for trial and disposal of a case triable by the Sessions Court.

[3][(2) Omitted.]

[1] Vide DoE circular No. Paribesh/1642 of 23/02/2002 in this regard. Moreover ASP/Asstt Commissioner of Police and above authorized under sub-sections (3) and (7) by DoE circular No. Paribesh-1006 of 04/05/2002.

[2] Section 7A was inserted by sec. 7 of Act 10/2002.

[3] Sub-section (2) was omitted by sec. 8 of Act 10/2002.

(3) The Environment Court shall be competent to order the investigating officer or other person investigating to hold further investigation of the offence in relation to which a case is pending before it and also to specify the time-limit for submission of the report of such further investigation.

(4) The Environment Court shall be competent to exercise any power conferred on it by this Act or any other environmental law.

[1][(5) A case triable by an Environment Court shall be conducted by a Public Prosecutor or an Additional or Assistant Public Prosecutor on behalf of the State :

Provided that an Inspector or an officer authorized by the Director General may assist the said prosecutor in conducting the case and if necessary may make his submission before the court.]

(6) Subject to provisions of this Act, the Civil Procedure Code shall be applicable to the trial and disposal of a case relating to compensation; and the Environment Court, for the purpose of trial and disposal of a suit for compensation, be deemed to be a civil court and shall be competent to exercise all the powers of a civil court.

(7) Hearing of a case at the trial stage shall not be adjourned more than three times and the Environment Court shall conclude the trial within one hundred eighty days:

Provided that where the trial is not completed within the above time-limit, the Environment Court shall, within 15 days after expiry of that period, inform the Environment Appeal Court of the delay and the reasons for such delay, and shall complete the trial of the case within ninety days after the expiry of the above mentioned one hundred eighty days.

9. **Conversion of fines to compensation.-** (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the time being in force, the Environment Court may, if it considers necessary, convert fines imposed by it as compensation to be paid to persons affected as a result of the commission of an offence under an environmental law; and the fine or compensation shall be realizable from the person who has been sentenced with the fine.

(2) If a claim for compensation is related to an offence under an environmental law in such a manner that the trial of the offence and the claim should be held in the same proceedings, then the Environment Court shall try the offence first and, if the compensation to be awarded is not commensurate with the fine imposed as a penalty of the offence, then the application for compensation can be considered separately.

10. **Authority of Environment Court to inspect.-** (1) If, at any stage of the trial of a case, any question arises relating to any property, object or place of occurrence of an offence the Environment Court can inspect the property, object or

[1] Sub-section (5) was substituted by sec. 8 of Act 10/2002.

the place of occurrence, after serving notice on the parties or their lawyers as to the place and time of inspection.

(2) During inspection or immediately thereafter, the Judge shall record the results of the inspection in the form of a memorandum and such memorandum shall be an evidence in the trial of the case and such evidence shall not be called in question by any party.

11. **Appeal.-** (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in the Civil Procedure Code or the Criminal Procedure Code, no question shall, except in accordance with the provisions of this Act, be raised before any court or other authority on the proceedings, order or decision of, or a decree of compensation passed and penalty imposed by, the Environment Court.

(2) A party aggrieved by a Judgment or a decree of compensation passed or a penalty imposed by the Environment Court can file an appeal to the Environment Appeal Court established under section 12 within thirty days of the date of passing the judgment, decree of compensation or penalty, or order of dismissal of a civil suit or an order specified in sub-section (3).

[1][(3) An appeal shall lie to the Environment Appeal Court against an order of interim or temporary injunction, an order to maintain status quo, an order granting or refusing bail, an order of framing charge or discharge, and an order of taking cognizance of an offence or refusal thereof passed by an Environment Court; no other interim order shall be appealable nor shall the legality or propriety thereof shall be called in question before the Environment Appeal Court or any other court.

[1](3A) An appeal shall lie to the Environment Appeal Court against an order of conviction and sentence or acquittal, an order granting or refusing bail, an order of framing charge or discharge, and an order of taking cognizance of an offence or refusal thereof, passed by a Special Magistrate Court; no other interim order passed by such Magistrate shall be appealable nor shall the legality or propriety thereof shall be called in question before the Environment Appeal Court or any other court.]

(4) Notwithstanding the provisions of sub-section (1), a party aggrieved by a judgment or decree passed by an Environment Court in a suit for compensation shall not be entitled to file an the appeal against the said judgment or decree without depositing half of the decreed amount with the court which passed the decree.

12. **Environment Appeal Court.-** (1) For carrying out the purposes of this Act, the Government shall, by notification in the Official Gazette, establish [2]one or more than one Environment Appeal Court.

[1] Sub-section (3) was substituted and sub-section (3A) was inserted ibid. by sec. 9 of Act 10/2002.

[2] One Env. Appeal Court for the whole country at Dhaka established by MoL Notification No. SRO 44-Law/2002, of 06-03-2002.

[1][(2) An Environment Appeal Court shall be constituted with one judge and, in consultation with the Supreme Court, the Government shall-

(a) appoint an officer of the judicial service of the rank of District Judge and such Judge shall dispose of cases only under environmental law; and

(b) if it considers necessary, for a specified area the appoint a District and Sessions Judge of a district to act as the judge of an Environment Appeal Court in addition to his ordinary duties, and such a judge shall, in addition to his ordinary duties, dispose of the cases that fall within jurisdiction of an Environmental Appeal Court.]

(3) The seat of the Environment Appeal Court shall be in Dhaka or any other place specified by the Government.

(4) For the purpose of disposal of appeals relating to offences, the Environment Appeal Court may exercise all the powers of a Sessions Court as an Appeal Court under the Criminal Procedure Code.

(5) For the purpose of disposal of an appeal relating to a suit for compensation, the Environment Appeal Court may exercise all the powers of an appellate court under the Civil Procedure Code.

[2][12A. **Transfer of cases.-** An Environment Appeal Court may, on an application or other information-

(a) transfer a pending case from one Environment Court to another such court subordinate to it or to retransfer a case;

(b) transfer a pending case form the court of a Special Magistrate to that of another Special Magistrate or to an Environment Court subordinate to it, or retransfer such a case.]

13. **Pending cases.-** A case under an environmental law pending in any court immediately before the commencement of this Act, shall be so continued and disposed of in that court as if this Act has not been enacted.

[3][13A. **Jurisdiction of Environment Court over offences etc. committed earlier.-** (1) If a case has not been instituted against an offence committed before the commencement of the Environment Court (Amendment) Act, 2002, the offence can be taken cognizance of by an Environment Court or by a Special Magistrate, as the case may be, on the basis of a written complaint or report of an Inspector or any

[1] Sub-section (2) section 12 was substituted by sec. 10 of Act 10/2002.

[2] Section 12A was inserted by sec. 11 of Act 10/2002.

[3] Section 13A was inserted by sec. 12 of Act 10/2002.

other person authorized in this behalf by the Director General , and the case can be disposed of according to this Act.

(2) For the purposes of this section, a case instituted on complaint shall not be dismissed under section 247 of the Criminal Procedure Code only on the ground of absence of the complainant.]

14. **Power to make rules.-** For carrying out the purposes of this Act, the Government may, by notification in the Official Gazette, make rules.

The Environment Conservation Rules, 1997

CONTENTS

1. Short Title
2. Definitions
3. Declaration of Ecologically Critical Area
4. Vehicles emitting smoke injurious to health and otherwise harmful
5. Application relating to pollution or degradation of environment
6. Notice for collection of Sample
7. Procedure for issuing Environmental Clearance Certificate
7A. Procedure for issuance of Pollution under Control Certificate
7B. Restriction on importation etc. of catalytic converter and diesel particulate filter
8. Validity period of Environmental Clearance Certificate
9. Appeal
10. Procedure to be followed by Appellate Authority
11. Procedure for hearing of appeal
12. Determination of environmental standards
13. Determination of the standards for discharge and emission of waste
14. Fees for Environmental Clearance Certificate and its renewal
15. Various services and their fees
16. Procedure for payment of fees
17. Information of special incident

FORM-1 Application for remedy
FORM-2 Notice of intention for collection of sample
FORM-3 Application for Environmental Clearance Certificate
FORM-4 Pollution under Control Certificate

SCHEDULE-1	Classification of industrial units or projects based on its location and impact on environment.
SCHEDULE-2	Standards for Air
SCHEDULE-3	Standards for Water
SCHEDULE-4	Standards for Sound
SCHEDULE-5	Standards for Sound originating from Motor Vehicles or Mechanized Vessels
SCHEDULE-6	Standards for Emission from Motor Vehicles
SCHEDULE-7	Standards for Emission from Mechanized Vessels
SCHEDULE-8	Standards for Odor
SCHEDULE-9	Standards for Sewage Discharge
SCHEDULE-10	Standards for Waste from Industrial Units or Projects waste
SCHEDULE-11	Standards for Gaseous Emission from Industries or Projects
SCHEDULE-12	Standards for Sector-wise Industrial Effluent or Emission
SCHEDULE-13	Fees for Environmental Clearance Certificate or Renewal
SCHEDULE-14	Fees to be realized by the Department of Environment for supplying various analytical information or data or test results of samples of water, effluent, air and sound.

Un-official English Version

The Environment Conservation Rules, 1997

[Bangla text of the Rules was published in the Bangladesh Gazette, Extra-ordinary Issue of 28-8-1997 and amended by Notification SRO 29-Law/2002 of 16 February 2002.]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Environment and Forest

NOTIFICATION

Date, 12 Bhadra 1404/27 August 1997

S.R.O. No. 197-Law/97- In exercise of the powers conferred by section 20 of the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act 1 of 1995), the Government is pleased to make the following Rules:-

1. **Short Title.** – These Rules may be called the Environment Conservation Rules, 1997.

2. [1]**Definitions.** – In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context --

"**Act**" means Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Act I of 1995); *[Ref. clause (b)]*

"**Department**" means the Department of Environment established under sub-section (1) of section 3 of the Act; *[Ref. clause (a)]*

"**Form**" means a form appended to these Rules; *[Ref. clause (e)]*

"**local authority**" means the City Corporation in relation to a metropolitan area, the Municipality in relation to a municipal area and the Union Parishad in relation to a rural area; *[Ref. clause (g)]*

"**parameter**" means the characteristics of a standard; *[Ref. clause (f)]*

"**Schedule**" means a schedule appended to these Rules; *[Ref. clause (c)]*

"**section**" means a section of the Act. *[Ref. clause (d)]*

3. **Declaration of Ecologically Critical Area**. – (1) The Government shall take the following factors into consideration while declaring any area as Ecologically Critical Area under sub-section (1) of section 5:-

(a) human habitat;

[1] The definitions are re-arranged in English alphabetical order with reference to the relevant clause of rule 2 as in the Bangla text.

(b) ancient monument;

(c) archeological site;

(d) forest sanctuary;

(e) national park;

(f) game reserve;

(g) wild animals, habitat;

(h) wetland;

(i) mangrove;

(j) forest area;

(k) bio-diversity of the relevant area; and

(l) other relevant factors.

(2) The Government shall, in accordance with the standards referred to in rules 12 and 13, specify the activities or processes which can not be continued or initiated in an Ecologically Critical Area.

4.[1] **Vehicles emitting smoke injurious to health and otherwise harmful.-** (1) The owner of a vehicle using petrol, diesel and gas as fuel shall, before registration of the vehicle or renewal of its fitness certificate under the Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983), hereinafter referred to as the said Ordinance, ensure that a catalytic converter or a diesel particulate filter is fitted in the vehicle.

(2) If a vehicle is not fitted with the apparatus mentioned in sub-rule (1) and if it violates the standards specified in schedule 6 or, as the case may be, 7, the vehicle shall be deemed to be a vehicle emitting smoke harmful to the environment or injurious to health.

5. **Application relating to pollution or degradation of environment.** – (1) Any person affected or likely to be affected as mentioned in sub-section (1) of section 8 may apply to the Director General in Form-1 for remedy of the damage or apprehended damage.

(2) The Director General shall, within three months of receiving an application under sub-rule (1), dispose it of in accordance with sub-section (2) of section 8.

6. **Notice for collection of Sample.** – An officer intending to collect a sample under sub-section (3) of section 11 shall send to the occupier of the concerned place or his agent a notice in accordance with Form-2 about his intention.

---

[1] Rule 4 was substituted by MoEF Notification No. SRO 29-Law/2002 of 16 February 2002, w.e.f 28 February 2002.

7. **Procedure for issuing Environmental Clearance Certificate.** – (1) For the purpose of issuance of Environmental Clearance Certificate, the industrial units and projects shall, in consideration of their site and impact on the environment, be classified into the following four categories:-

(a) Green;

(b) Orange – A;

(c) Orange – B; and

(d) Red.

(2) Industries and projects included in the various categories as specified in sub-rule (1) have been described in Schedule – 1.

(3) Environmental Clearance Certificate shall be issued to all existing industrial units and projects and to all proposed industrial units and projects falling in the Green Category.

(4) For industrial units and projects falling in the Orange – A, Orange – B and Red categories, firstly a Location Clearance Certificate and thereafter an Environmental Clearance Certificate shall be issued:

Provided that the Director General may, without issuing a Location Clearance Certificate at the first instance, directly issue Environmental Clearance Certificate if he, on the application of an industrial unit or project, considers it appropriate to issue such certificate to the industrial unit or project.

(5) The entrepreneur of the concerned industrial unit or project shall apply to the concerned Divisional Officer of the Department in Form-3 along with appropriate fees as specified in Schedule – 13.

(6) The following documents shall be attached with an application made under sub-rule (5):-

(a) **For Green Category:**

(i) general information about the industrial unit or project;

(ii) exact description of the raw materials and the manufactured product; and

(iii) no objection certificate from the local authority;

(b) **For Orange – A Category:**

(i) general information about the industrial unit or project;

(ii) exact description of the raw materials and the manufactured product;

(iii) no objection certificate from the local authority;

(iv) process flow diagram;

(v) Layout Plan (showing location of Effluent Treatment Plant);

(vi) effluent discharge arrangement;

(vii) outlines of the plan for relocation, rehabilitation (if applicable);

(viii) other necessary information (if applicable);

(c) **For Orange – B Category:**

(i) report on the feasibility of the industrial unit or project (applicable only for proposed industrial unit or project);

(ii) report on the Initial Environmental Examination of the industrial unit or project, and also the process flow diagram, Layout Plan (showing location of Effluent Treatment Plant), design of the Effluent Treatment Plant (ETP) of the unit or project (these are applicable only for a proposed industrial unit or project);

(iii) report on the Environmental Management Plan (EMP) for the industrial unit or project, and also the Process Flow Diagram, Layout Plan (showing location of Effluent Treatment Plant), design of the Effluent Treatment Plant and information about the effectiveness of the ETP of the unit or project, (these are applicable only for an existing industrial unit or project);

(iv) no objection certificate from the local authority;

(v) emergency plan relating adverse environmental impact and plan for mitigation of the effect of pollution;

(vi) outline of the relocation, rehabilitation plan (where applicable);

(vii) other necessary information (where applicable).

(d) **For Red Category:**

(i) report on the feasibility of the industrial unit or project (applicable only for proposed industrial unit or project);

(ii) report on the Initial Environmental Examination (IEE) relating to the industrial unit or project, and also the terms of reference for the Environmental

Impact Assessment of the unit or the project and its Process Flow Diagram;

OR

Environmental Impact Assessment report prepared on the basis of terms of reference previously approved by the Department of Environment, along with the Layout Plan (showing location of Effluent Treatment Plant), Process Flow Diagram, design and time schedule of the Effluent Treatment Plant of the unit or project, (these are applicable only for a proposed industrial unit or project);

(iii) report on the Environmental Management Plan (EMP) for the industrial unit or project, and also the Process Flow Diagram, Layout Plan (showing location of Effluent Treatment Plant), design and information about the effectiveness of the Effluent Treatment Plan of the unit or project (these are applicable only for an existing industrial unit or project);

(iv) no objection certificate of the local authority;

(v) emergency plan relating adverse environmental impact and plan for mitigation of the effect of pollution;

(vi) outline of relocation, rehabilitation plan (where applicable);

(vii) other necessary information (where applicable);

(7) If an application for an Environmental Clearance Certificate for an industrial unit or project of Green Category is made under sub-rule (5) along with the relevant documents specified in sub-rule (6), then, within 15 days of the receipt of the application, the certificate shall be issued or the application shall be rejected mentioning appropriate reason for such rejection.

(8) If an application is made under sub-rule (5) along with the relevant documents specified in sub-rule (6), then in the case of an Orange- A Category industrial unit or project, within thirty days of the receipt of the application, and in the case of an Orange-B or Red Category industrial unit or project, within sixty days of the receipt of the application, a Location Clearance Certificate shall be issued or the application shall be rejected mentioning appropriate reasons for such rejection

(9) Upon receiving Location Clearance Certificate under Sub-rule (8), the entrepreneur–

(a) may undertake activities for land development and infrastructure development;

(b) may install machinery including ETP (applicable for industrial units or projects of Orange-A and Orange-B Category only);

(c) shall apply for Environmental Clearance Certificate upon completion of the activities specified in clauses (a) and (b), and, without the Environmental Clearance Certificate, shall not have gas line connection, and shall not start trial production in the industrial unit, and in other cases shall not operate the project (applicable for Orange-A and Orange-B Category industrial units or projects only);

(d) shall submit for approval of the Department the EIA report prepared on the basis of program outlined in IEE Report along with time schedule and ETP design (applicable only for Red Category industrial units or projects);

(10) Where an application is received under clause (c) of sub-rule (9), Environmental Clearance Certificate shall, within fifteen working days in case of industrial unit or project of Orange-A Category and within 30 working days in case of industrial unit or project of Orange-B Category, be issued to the entrepreneur or the application shall be rejected mentioning appropriate reasons.

(11) Where an application is received under clause (d) of sub-rule (9) in relation to an industrial unit or project of Red Category, the EIA report along with the time schedule and ETP design shall, within sixty working days, be approved or the application shall be rejected mentioning appropriate reasons;

(12) After EIA is approved under sub-rule (11), the entrepreneur –

(a) may open L/C for importing machineries which shall include machineries relating to ETP; and

(b) shall, after installation of ETP, apply for Environmental Clearance Certificate without which he shall not have gas line connection and shall not start trial production in case of an industrial unit, and in other cases shall not start operation of the project.

(13) Where an application under clause (a) of sub-rule (12) is received in relation to an industrial unit or project of Red Category, Environmental Clearance Certificate shall be granted to the concerned entrepreneur within thirty working days, or the application shall be rejected mentioning appropriate reasons.

(14) Where an application is received under sub-rule (5) along with the documents specified in sub-rule (6), Environmental Clearance Certificate shall, within thirty working days in case of an industrial unit or project of Orange-A Category and within sixty working days in case of Orange-B and Red Category, be issued to the concerned entrepreneur or the application will be rejected mentioning appropriate reasons.

[1]7A. **Procedure for issuance of Pollution under Control Certificate.-** The owner of a vehicle shall, after causing the vehicle to be fitted with the apparatus mentioned in sub-rule (1) of rule 4 and before registration of the vehicle under the said Ordinance, or, as the case may be, before renewal of the fitness certificate, collect the Pollution under Control Certificate in accordance with Form-4.

7B. **Restriction on importation etc. of catalytic converter and diesel particulate filter.-** The importer of catalytic converters or diesel particulate filters shall, before importation and marketing thereof, take written approval of the Director General by demonstrating and proving its effectiveness.]

8. **Validity period of Environmental Clearance Certificate.** – (1) The period of validity of an Environmental Clearance Certificate shall be, in case of Green Category, three years from the date of its issuance and in other cases one year.

(2) Each Environmental Clearance Certificate shall have to be renewed at least thirty days before expiry of its validity period.

9. **Appeal.** – (1) In the petition of an appeal under section 14, the grounds of the appeal against the relevant notice, order or direction shall be stated clearly and briefly.

(2) Each appeal shall be accompanied by the following documents:-

(a) a certified copy of the notice, order or direction against which appeal is filed;

(b) a copy of the Environmental Clearance Certificate (if any);

(c) a Treasury Chalan showing proof of deposit of the appeal fee of Taka one thousand; and

(d) any other paper relevant to the appeal.

10. **Procedure to be followed by Appellate Authority.** – (1) The Appellate Authority shall fix a date of hearing of the appeal keeping in view of their office work load and the time required to serve notice on the parties.

(2) The Appellate Authority shall send to the office against whose notice, order or direction the appeal has been filed a notice mentioning the date of hearing along with a copy of the petition of appeal.

(3) For the purpose of disposing an appeal, the Appellate Authority may, at any time, call for all necessary papers and information from the appellant or the opposite party.

[1] Rule 7A and 7B were inserted by MoEF Notification No. SRO-29/Law/2002 of 16 February 2002, w.e.f 28 February 2002.

11. **Procedure for hearing of appeal.** – (1) The submission of the appellant in support of the appeal shall be heard on the date fixed for hearing or,-if it is adjourned, on a subsequent date.

(2) The Appellate Authority may dismiss the appeal if the appellant does not appear upon call for hearing on such date.

(3) If the appellant is present but the opposite party is absent, the appeal shall be heard ex-parte.

(4) If the appeal is dismissed under sub-rule (2), the appellant may, within the next thirty working days, again apply to the Appellate Authority for allowing the appeal.

(5) The Appellate Authority, after hearing the parties or, as the case may be one of the parties, may approve, modify or set aside the disputed notice, order or direction.

(6) The Appellate Authority shall record proper reasons in support of their decision, and shall specify the remedy to which the appellate is entitled.

(7) Copy of the order of the Appellate Authority shall be sent as soon as possible to the concerned office of the Department and to the Director General.

12. **Determination of environmental standards.**– For carrying out the purposes of clause (a) of sub-section (2) of section 20, the standards for air, water, sound, odor and other components of the environment shall be determined in accordance with the standards specified in Schedules - 2, 3, 4, 5, 6,7 and 8.

13. **Determination of the standards for discharge and emission of waste.** – For carrying out the purposes of clause (e) of sub-section (2) of section 20, the standard limits of the discharge of liquid waste and gaseous emission shall be determined in accordance with the standards specified in Schedules 9, 10 & 11, and the standards of the discharge or emission of wastes of various industrial units shall be determined in accordance with standards specified in Schedule-12.

14. **Fees for Environmental Clearance Certificate and its renewal.**– The fees for issuance of Environmental Clearance Certificate and its renewal under these Rules shall be payable in accordance with Schedule-13.

15. **Various services and their fees.**– (1) Upon application of any person or organization, the Department shall supply analysis report of the samples of water, liquid waste, air and sound and also the information or data derived from such analysis.

(2) For services under sub-rule (1), appropriate fees are payable as described in Schedule-14.

16. **Procedure for payment of fees.** – Fees payable under these Rules shall be deposited with the Bangladesh Bank or a Government Treasury by a Treasury

Chalan in favour of the Director General under the Head "65 Miscellaneous Income-tax-free Revenue", and the copy of the Treasury Chalan shall be attached to the relevant application.

17. **Information of special incident.–** If, at any place, discharge or emission of environment pollutants occur in excess of the prescribed standards or if any place is under threat of facing such discharge or emission as a result of any accident or unforeseen incident, then the person or persons in charge of that place shall immediately inform the Director General of the occurrence or the threat.

FORM – 1

Application for remedy
[See Rule 5(1)]

Director General,
Department of Environment,
Government of the People's Republic of Bangladesh,
E-16, Agargaon, Dhaka-1207.

From:
....
....

Sir,

I am a person affected, or in apprehension of being affected, by environmental pollution or environmental degradation and hence applying for remedy under sub-section-(1) of section-8 of the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995, in respect of the following environmental damage/apprehended environmental damage:-

1. Name of the person/persons affected or in apprehension of being affected by environmental pollution or environmental degradation
   ....

2. Reasons, how affected.

3. Site, where affected.

4. Description of damage/apprehended damage.

5. Time, when affected.

6. Name, address, etc., of person/persons/organization involved in causing the damage.

7. Remedy applied for.

Date .... Signature ....

FORM – 2

Notice of intention for collection of sample

[See Rule 6]

Whereas it is necessary to collect sample of solid waste/waste water/gaseous emission/soil/any pollutant for analysis, on .... (date), at .... hours, from ****... of your industrial unit or project;

Therefore, you are hereby notified of the intention for collection of sample, and you/your appropriate representative are required to be present at the industrial unit or project on the date for putting signature on the container of the sample, and for rendering assistance in collection of the sample.

Sample Collection Officer

Name-

Designation-

M/S...

....

....

*** Describe the source/location of effluent, waste, stack, etc., from where sample would be collected.

FORM – 3

Application for Environmental Clearance Certificate
[See Rule 7(5)]

Director/Deputy Director,
Department of Environment,
Dhaka Division/Chittagong Division/Khulna Division/Rajshahi Division (Bogra).

Sir,

I do héreby apply for Environmental Clearance Certificate for my proposed industrial unit or project, or for the existing industrial unit or project, and enclose papers and furnish information as follows :

1.(a) Name of the industrial unit or project :
Address of location of the industrial unit or project :

(b) Address of present office :

2.(a) Proposed industrial unit or project

: Expected date of starting construction :

: Expected date of completion of construction :

: Expected date of trial production in case of industrial unit, in other cases, date of starting operation of the project :

(b) Existing industrial unit or project

: Date of starting trial production in case of industrial unit, in other cases, date of starting operation of the project :

3. Name of product and quantity to be produced (daily/monthly/yearly) :

4.(a) Name of raw materials and quantity required (daily/monthly/yearly) :

(b) Source of raw material :

5.(a) Quantity of water to be used daily :

(b) Source of water :

6.(a)	Name of fuel and quantity required (daily/monthly/yearly)	:
(b)	Source of fuel	:
7.(a)	Probable quantity of daily liquid waste	:
(b)	Location of waste discharge	:
(c)	Probable quantity of daily emission of gaseous substance	:
(d)	Mode of emission of gaseous substance	:
8.	Mouza (village) map indicating "Daag" (plot) number and "Khatiyan" (land tax account) number	:
9.	Approval of Rajdhani Unnayan Katripakkhya/ Chittgong Development Authority/Khulna Development Authority/ Rajshahi Development Authority (if applicable).	:
10.(a)	Design & time schedule of proposed Effluent Treatment Plant	:
(b)	Fund allocated	:
(c)	Area	:
11.	Process Flow Diagram	:
12.(a)	Location map of industrial unit or project	:
(b)	Layout plan (with location of Effluent Treatment Plant)	:
13.(a)	IEE/IEA report* (if applicable)	:
(b)	Environmental Management Plan* (if applicable)	:
14.	Feasibility Report (if applicable)	:

Seal

Signature of the entrepreneur

Name :
Address:

Phone :
Date :

-: Declaration :-

I do hereby declare that all information provided by me in this application are true to the best of my knowledge and no information has been concealed or distorted herein.

(Name & signature of entrepreneur)

* Each page be countersigned by the person who fills out this application form and by the entrepreneur.

[1]FORM – 4

Pollution under Control Certificate
[See Rule 7A]

It is hereby certified that vehicle No .... of Mr. .... of .... (address) emits the following gaseous substances as measured at two-thirds of the maximum rotating speed of the vehicle :-

Parameter	**Unit**	**Limit of Standards**	**Measurement taken**
Black Smoke	Hartridge Smoke Unit (HSU)	65	
Carbon Monoxide	gm/k.m. percent area	24 04	
Hydrocarbon	gm/k.m. ppm	02 180	
Oxides of Nitrogen	gm/k.m. ppm	02 600	

(2) The measurements so taken do not exceed the standards specified in Schedule-6.

(3) This Certificate shall remain valid till ....

Signature of Director
General/Authorized Officer
Seal
Department of Environment

[1] This form was inserted in the rules by gazette notification S.R.O.29-Law/2002 w.e.f. 28/2/2000.

SCHEDULE – 1

Classification of industrial units or projects based on its location and impact on environment.

[See Rule 7(2)]

(A) GREEN Category

1. Assembling and manufacturing of TV, Radio, etc.
2. Assembling and manufacturing of clocks and watches.
3. Assembling of telephones.
4. Assembling and manufacturing of toys (plastic made items excluded).
5. Book-binding.
6. Rope and mats (made of cotton, jute and artificial fibers).
7. Photography (movie and x-ray excluded).
8. Production of artificial leather goods.
9. Assembling of motorcycles, bicycles and toy cycles.
10. Assembling of scientific and mathematical instruments (excluding manufacturing).
11. Musical instruments.
12. Sports goods (excluding plastic made items).
13. Tea packaging (excluding processing).
14. Re-packing of milk powder (excluding production).
15. Bamboo and cane goods.
16. Artificial flower (excluding plastic made items).
17. Pen and ball-pen.
18. Gold ornaments (excluding production) (shops only).
19. Candle.
20. Medical and surgical instrument (excluding production).
21. Factory for production of cork items (excluding metalic items).
22. Laundry (excluding washing).

Foot Notes:

(a) Units of all kinds of cottage industries other than those listed in this Schedule shall remain outside the purview of Environmental Clearance Certificate (Unit of cottage industry means all industrial units producing

goods or services in which by full-time or part-time labour of family members are engaged and the capital investment of which does not exceed Taka 5 (five) hundred thousand).

(b) No industrial unit listed in this Schedule shall be located in any residential area.

(c) Industrial units shall preferably be located in areas declared as industrial zones or in areas where there is concentration of industries or in vacant areas.

(d) Industrial units likely to produce sound, smoke, odor beyond permissible limit shall not be acceptable in commercial areas.

(B) ORANGE-A Category

1. Dairy Farm, 10 (ten) cattle heads or below in urban areas and 25 cattle heads or below in rural areas.
2. Poultry (up to 250 in urban areas and up to 1000 in rural areas).
3. Grinding/husking of wheat, rice, turmeric, pepper, pulses (up to 20 Horse Power).
4. Weaving and handloom.
5. Production of shoes and leather goods (capital up to 5 hundred thousand Taka).
6. Saw mill/wood sawing.
7. Furniture of wood/iron, aluminum, etc.,(capital up to 5 hundred thousand Taka).
8. Printing Press.
9. Plastic & rubber goods (excluding PVC).
10. Restaurant.
11. Cartoon/box manufacturing/printing packaging.
12. Cinema Hall.
13. Dry-cleaning.
14. Production of artificial leather goods (capital up to 5 hundred thousand Taka).
15. Sports goods.
16. Production of salt (capital up to 10 hundred thousand Taka).
17. Agricultural machinery and equipment.
18. Industrial machinery and equipment.

19. Production of gold ornaments.
20. Pin, U Pin.
21. Frames of spectacles.
22. Comb.
23. Production of utensils and souvenirs of brass and bronze.
24. Factory for production of biscuit and bread (capital up to 5 hundred thousand Taka).
25. Factory for production of chocolate and lozenge. (capital up to 5 hundred thousand Taka).
26. Manufacturing of wooden water vessels.

(C) ORANGE-B Category

1. PVC items.
2. Artificial fiber (raw material).
3. Glass factory.
4. Life saving drug (applicable to formulation only).
5. Edible oil.
6. Tar.
7. Jute mill.
8. Hotel, multi-storied commercial & apartment building.
9. Casting.
10. Aluminum products.
11. Glue (excluding animal glue).
12. Bricks/tiles.
13. Lime.
14. Plastic products.
15. Processing and bottling of drinking water and carbonated drinks.
16. Galvanizing.
17. Perfumes, cosmetics.
18. Flour (large).
19. Carbon rod.
20. Stone grinding, cutting, polishing.

21. Processing fish, meat, food.
22. Printing and writing ink.
23. Animal feed.
24. Ice-cream.
25. Clinic and pathological lab.
26. Utensils made of clay and china clay/sanitary wares (ceramics).
27. Processing of prawns & shrimps.
28. Water purification plant.
29. Metal utensils/spoons etc.
30. Sodium silicate.
31. Matches.
32. Starch and glucose.
33. Animal feed.
34. Automatic rice mill.
35. Assembling of motor vehicles.
36. Manufacturing of wooden vessel.
37. Photography (activities related to production of films for movie and x-ray).
38. Tea processing.
39. Production of powder milk/condensed milk/dairy.
40. Re-rolling.
41. Wood treatment.
42. Soap.
43. Repairing of refrigerators.
44. Repairing of metal vessel.
45. Engineering works (up to 10 hundred thousand Taka capital.)
46. Spinning mill.
47. Electric cable.
48. Cold storage.
49. Tire re-treading.
50. Motor vehicles repairing works (up to 10 hundred thousand Taka capital).

51. Cattle farm: above 10 (ten) numbers in urban area, and above 25 (twenty five) numbers in rural area.
52. Poultry: Number of birds above 250 (two hundred fifty) in urban area and above 1000 (one thousand) in rural area.
53. Grinding/husking wheat, rice, turmeric, chilly, pulses – machine above 20 Horse Power.
54. Production of shoes and leather goods, above 5(five) hundred thousand Taka capital.
55. Furniture of wood/iron, aluminum, etc., above 5(five) hundred thousand Taka capital.
56. Production of artificial leather goods, above 5(five) hundred thousand Taka capital.
57. Salt production, above 10(ten) hundred thousand Taka capital.
58. Biscuit and bread factory, above 5 (five) hundred thousand Taka capital.
59. Factory for production of chocolate and lozenge, above 5(five) hundred thousand Taka capital.
60. Garments and sweater production.
61. Fabric washing.
62. Power loom.
63. Construction, re-construction and extension of road (feeder road, local road).
64. Construction, re-construction and extension of bridge (length below 100 meters).
65. Public toilet.
66. Ship-breaking.
67. G.I. Wire.
68. Assembling batteries.
69. Dairy and food.

Foot Notes:

(a) No industrial unit included in this list shall be located in any residential area.

(b) Industrial units shall preferably be located in areas declared as industrial zones or in areas where there is concentration of industries or in vacant areas.

(c) Industrial units likely to produce sound, smoke, odor beyond permissible limit shall not be acceptable in commercial areas.

(D) RED Category

1. Tannery.
2. Formaldehyde.
3. Urea fertilizer.
4. T.S.P. Fertilizer.
5. Chemical dyes, polish, varnish, enamel.
6. Power plant.
7. All mining projects (coal, limestone, hard rock, natural gas, mineral oil, etc.)
8. Cement.
9. Fuel oil refinery.
10. Artificial rubber.
11. Paper and pulp.
12. Sugar.
13. Distillery.
14. Fabric dying and chemical processing.
15. Caustic soda, potash.
16. Other alkalis.
17. Production of iron and steel.
18. Raw materials of medicines and basic drugs.
19. Electroplating.
20. Photo films, photo papers and photo chemicals.
21. Various products made from petroleum and coal.
22. Explosives.
23. Acids and their salts (organic or inorganic).
24. Nitrogen compounds (Cyanide, Cyanamid etc.).
25. Production of plastic raw materials (PVC, PP/Iron, Polyesterin etc.)
26. Asbestos.
27. Fiberglass.

28. Pesticides, fungicides and herbicides.
29. Phosphorus and its compounds/derivatives.
30. Chlorine, fluorine, bromine, iodine and their compounds/derivatives.
31. Industry (excluding nitrogen, oxygen and carbon dioxide).
32. Waste incinerator.
33. Other chemicals.
34. Ordnance.
35. Nuclear power.
36. Wine.
37. Non-metallic chemicals not listed elsewhere.
38. Non-metals not listed elsewhere.
39. Industrial estate.
40. Basic industrial chemicals.
41. Non-iron basic metals.
42. Detergent.
43. Land-filling by industrial, household and commercial wastes.
44. Sewage treatment plant.
45. Life saving drugs.
46. Animal glue.
47. Rodenticide.
48. Refractories.
49. Industrial gas (Oxygen, Nitrogen & Carbon-dioxide).
50. Battery.
51. Hospital.
52. Ship manufacturing.
53. Tobacco (processing/cigarette/Biri-making).
54. Metallic boat manufacturing.
55. Wooden boat manufacturing.
56. Refrigerator/air-conditioner/air-cooler manufacturing.
57. Tyre and tube.
58. Board mills.

59. Carpets.
60. Engineering works: capital above 10 (ten) hundred thousand Taka.
61. Repairing of motor vehicles: capital above 10 (ten) hundred thousand Taka.
62. Water treatment plant.
63. Sewerage pipe line laying/relaying/extension.
64. Water, power and gas distribution line laying/relaying/extension.
65. Exploration/extraction/distribution of mineral resources.
66. Construction/reconstruction/expansion of flood control embankment, polder, dike, etc.
67. Construction/reconstruction/expansion of road (regional, national & international).
68. Construction/reconstruction/expansion of bridge (length 100 meter and above).
69. Murate of Potash (manufacturing).

Foot Notes:

(a) No industrial unit included in this list shall be allowed to be located in any residential area.

(b) Industrial units shall preferably be located in areas declared as industrial zones or in areas where there is concentration of industries or in vacant areas.

(c) Industrial units likely to produce sound, smoke, odor beyond permissible limit shall not be acceptable in commercial areas.

(d) After obtaining location clearance on the basis of Initial Environment Examination (IEE) Report, the Environmental Impact Assessment (EIA) Report in accordance with the approved terms of reference along with design of ETP and its time schedule shall be submitted within approved time limit.

SCHEDULE – 2

Standards for Air
[See Rule 12]

Density in microgram per cusec meter

Sl. No.	Categories of Area	Suspended Particulate Maters (SPM)	Sulphur-dioxide	Carbon Monoxide	Oxides Nitrogen
a.	Industrial and mixed	500	120	5000	100
b.	Commercial and mixed	400	100	5000	100
c.	Residential and rural	200	80	2000	80
d.	Sensitive	100	30	1000	30

Notes:

(1) At national level, sensitive area includes monuments, health center, hospital, archeological site, educational institution, and government designated areas (if any).

(2) Industrial units located in areas not designated as industrial areas shall not discharge pollutants which may contribute to exceeding the standard for air surrounding the areas specified at Sl. nos. c and d above.

(3) Suspended Particulate Matter means airborne particles of a diameter of 10 micron or less.

SCHEDULE – 3

Standards for Water

[See Rule 12]

(A) Standards for inland surface water

Best Practice based classification	Parameter			
	pH	**BOD mg/l**	**DO mg/l**	**Total Coliform number/100**
a. Source of drinking water for supply only after disinfecting:	6.5-8.5	2 or less	6 or above	50 or less
b. Water usable for recreational activity :	6.5 – 8.5	3 or less	5 of more	200 or less
c. Source of drinking water for supply after conventional treatment :	6.5 – 8.5	6 of less	6 or more	5000 or less
d. Water usable by fisheries:	6.5 – 8.5	6 of less	5 or more	---
e. Water usable by various process and cooling industries :	6.5 – 8.5	10 or less	5 or more	5000 or less
f. Water usable for irrigation:	6.5 – 8.5	10 or less	5 or more	1000 or less

Notes:

1. In water used for pisiculture, maximum limit of presence of ammonia as Nitrogen is 1.2 mg/l.
2. Electrical conductivity for irrigation water – 2250 µmhoms/cm (at a temperature of 25°C); Sodium less than 26%; boron less than 0.2%.

(B) Standards for drinking water

Sl. No.	Parameter	Unit	Standards
1	**2**	**3**	**4**
1.	Aluminum	mg/l	0.2
2.	Ammonia (NH_3)	,,	0.5
3.	Arsenic	,,	0.05
4.	Balium	,,	0.01
5.	Benzene	,,	0.01

1	2	3	4
6.	BOD_5 20°C	,,	0.2
7.	Boron	,,	1.0
8.	Cadmium	,,	0.005
9.	Calcium	,,	75
10.	Chloride	,,	150 – 600*
11.	Chlorinated alkanes		
	carbontetrachloride	,,	0.01
	1.1 dichloroethylene	,,	0.001
	1.2 dichloroethylene	,,	0.03
	tetrachloroethylene	,,	0.03
	trichloroethylene	,,	0.09
12.	Chlorinated phenols		
	- pentachlorophenol	mg/l	0.03
	- 2.4.6 trichlorophenol	,,	0.03
13.	Chlorine (residual)	,,	0.2
14.	Chloroform	,,	0.09
15.	Chromium (hexavalent)	,,	0.05
16.	Chromium (total)	,,	0.05
17.	COD	,,	4
18.	Coliform (fecal)	n/100 ml	0
19.	Coliform (total)	n/100 ml	0
20.	Color	Hazen unit	15
21.	Copper	mg/l	1
22.	Cyanide	,,	0.1
23.	Detergents	,,	0.2
24.	DO	,,	6
25.	Fluoride	,,	1
26.	Hardness (as $CaCO_3$)	,,	200 – 500
27.	Iron	,,	0.3 – 1.0
28.	Kjeldhl Nitrogen (total)	,,	1
29.	Lead	,,	0.05

1	2	3	4
30.	Magnesium	,,	30 – 35
31.	Manganese	,,	0.1
32.	Mercury	,,	0.001
33.	Nickel	,,	0.1
34.	Nitrate	,,	10
35.	Nitrite	,,	<1
36.	Odor	,,	Odorless
37.	Oil and grease	,,	0.01
38.	pH	,,	6.5 – 8.5
39.	Phenolic compounds	,,	0.002
40.	Phosphate	,,	6
41.	Phosphorus	,,	0
42.	Potassium	,,	12
43.	Radioactive materials (gross alpha activity)	Bq/l	0.01
44.	Radioactive materials (gross beta activity)	Bq/l	0.1
45.	Selenium	mg/l	0.01
46.	Silver	,,	0.02
47.	Sodium	,,	200
48.	Suspended particulate matters	,,	10
49.	Sufide	,,	0
50.	Sulfate	,,	400
51.	Total dissolved solids	,,	1000
52.	Temperature	°C	20-30
53.	Tin	mg/l	2
54.	Turbidity	JTU	10
55.	Zinc	mg/l	5

SCHEDULE – 4

Standards for Sound

[See Rule 12]

Sl. No.	Category of areas	Standards determined at dBa unit Day	Night
a.	Silent zone	45	35
b.	Residential area	50	40
c.	Mixed area (mainly residential area, and also simultaneously used for commercial and industrial purposes)	60	50
d.	Commercial area	70	60
e.	Industrial area	75	70

Notes:

1. The time from 6 a.m. to 9 p.m. is counted as daytime.
2. The time from 9 p.m. to 6 a.m. is counted as night time.
3. Area up to a radius of 100 meters around hospitals or educational institutions or special institutions/ establishments identified/to be identified by the Government is designated as Silent Zones where use of horns of vehicles or other audio signals, and loudspeakers are prohibited.

SCHEDULE – 5

Standards for Sound originating from Motor Vehicles or Mechanized Vessels

[See Rule 12]

Category of Vehicles	Unit	Standards	Remarks
*Motor Vehicles (all types)	dBa	85	As measured at a distance of 7.5 meters from exhaust pipe.
		100	As measured at a distance of 0.5 meter from exhaust pipe.
Mechanized Vessels	dBa	85	As measured at a distance of 7.5 meters from the vessel which is not in motion, not loaded and is at two thirds of its maximum rotating speed.
		100	As measured at a distance of 0.5 meter from the vessel which is in the same condition as above.

* At the time of taking measurement, the motor vehicle shall not be in motion and its engine conditions shall be as follows:-

(a) Diesel engine – maximum rotating speed.

(b) Gasoline engine –at two thirds of its maximum rotating speed and without any load.

(c) Motorcycle – If maximum rotating speed is above 5000 rpm; two-thirds of the speed, and if maximum rotating speed is less than 5000 rpm, three-fourth of the speed.

SCHEDULE – 6

Standards for Emission from Motor Vehicles
[See Rule 12]

Parameter	Unit	Standard Limit
Black Smoke	Hartridge Smoke Unit (HSU)	65
Carbon Monoxide	gm/k.m. percent area	24 04
Hydrocarbon	gm/k.m. ppm	02 180
Oxides of Nitrogen	gm/k.m. ppm	02 600

* As measured at two thirds of maximum rotating speed.

SCHEDULE – 7

Standards for Emission from Mechanized Vessels
[See Rule 12]

Parameter	Unit	Standard Limit
Black Smoke*	Hartridge Smoke Unit (HSU)	65

* As measured at two thirds of maximum rotating speed.

SCHEDULE – 8

Standards for Odor

[See Rule 12]

Parameter	Unit	Standard Limit
Acetaldehyde	ppm	0.5 – 5
Ammonia	,,	1 – 5
Hydrogen Sulfide	,,	0.02 – 0.2
Methyl Disulfide	,,	0.009 – 0.1
Methyl Sulfide	,,	0.01 – 0.2
Styrene	,,	0.4 – 2.0
Trim ethylamine	,,	0.005 – 0.07

Notes :

(1) Following regulatory limit shall be generally applicable to emission/exhaust outlet pipe of above 5 meter height:

Q = 0.108 x He^2Cm (Where Q = Gas Emission rate Nm^3/hour)
He = Height of exhaust outlet pipe (m)
Cm = Above mentioned limit (ppm)

(2) In cases where a special parameter has been mentioned, the lower limit shall be applicable for warning purposes, and the higher limit shall be applicable for prosecution purpose or punitive measure.

SCHEDULE – 9

Standards for Sewage Discharge
[See Rule 12]

Parameter	Unit	Standard Limit
BOD	miligram/l	40
Nitrate	,,	250
Phosphate	,,	35
Suspended Solids (SS)	,,	100
Temperature	Degree Centigrade	30
Coliform	number per 100 ml	1000

Notes :

(1) This limit shall be applicable to discharges into surface and inland waters bodies.

(2) Sewage shall be chlorinated before final discharge.

SCHEDULE – 10

Standards for Waste from Industrial Units or Projects Waste
[See Rule 13]

Sl. No.	Parameter	Unit	Places for determination of standards		
			Inland Surface Water	Public Sewerage system connected to treatment at second stage	Irrigated Land
1	2	3	4	5	6
1	Ammonical Nitrogen (as elementary N)	mg/l	50	75	75
2	Ammonia (as free ammonia)	,,	5	5	15
3	Arsenic (as)	,,	0.2	0.05	0.2
4	BOD_5 at 20°C	,,	50	250	100
5	Boron	,,	2	2	2

1	2	3	4	5	6
6	Cadmium (as CD)	,,	0.50	0.05	0.05
7	Chloride	,,	600	600	600
8	Chromium (as total Cr)	,,	0.5	1.0	1.0
9	COD	,,	200	400	400
10	Chromium (as hexavalent Cr)	,,	0.1	1.0	1.0
11	Copper (as Cu)	,,	0.5	3.0	3.0
12	Dissolved Oxygen (DO)	,,	4.5 – 8	4.5 – 8	4.5 – 8
13	Electro-conductivity (EC)	micro mho/ cm	1200	1200	1200
14	Total Dissolved Solids	,,	2,100	2,100	2,100
15	Fluoride (as F)	,,	2	15	10
16	Sulfide (as S)	,,	1	2	2
17	Iran (as Fe)	,,	2	2	2
18	Total Kjeldahl Nitrogen (as N)	,,	100	100	100
19	Lead (as Pb)	,,	0.1	1.0	0.1
20	Manganese (as Mn)	,,	5	5	5
21	Mercury (as Hg)	,,	0.01	0.01	0.01
22	Nickel (as Ni)	,,	1.0	2.0	1.0
23	Nitrate (as elementary N)	mg/l	10.0	Not yet Fixed	10
24	Oil and Grease	,,	10	20	10
25	Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)	,,	1.0	5	1
26	Dissolved Phosphorus (as P)	,,	8	8	15
27	Radioactive substance	To be specified by Bangladesh Atomic Energy Commission			
28	pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9
29	Selenium (as Se)	mg/l	0.05	0.05	0.05
30	Zinc (as Zn)	Degree	5	10	10

1	2	3	4	5	6
31	Total Dissolved Solids	,,	2,100	2,100	2,100
32	Temperature	Centigrade	40	40	40-Summer
			45	45	45-Winter
33	Suspended Solids (SS)	mg/l	150	500	200
34	Cyanide (as Cn)	,,	0.1	2.0	0.2

Notes:

(1) These standards shall be applicable to all industries or projects other than those specified under the heading "Standards for sector-wise industrial effluent or emission."

(2) Compliance with these standards shall be ensured from the moment an industrial unit starts trial production, and in other cases, from the moment a project starts operation.

(3) These standards shall be inviolable even in case of any sample collected instantly at any point of time. These standards may be enforced in a more stringent manner if considered necessary in view of the environmental conditions of a particular situation.

(4) Inland Surface Water means drains/ponds/tanks/water bodies/ditches, canals, rivers, springs and estuaries.

(5) Public sewerage system means treatment facilities of the first and second stage and also the combined and complete treatment facilities.

(6) Irrigable land means such land area which is sufficiently irrigated by waste water taking into consideration the quantity and quality of such water for cultivation of selected crops on that land.

(7) Inland Surface Water Standards shall apply to any discharge to a public sewerage system or to land if the discharge does not meet the requirements of the definitions in notes 5 and 6 above.

SCHEDULE – 11

Standards for Gaseous Emission from Industries or Projects

[See Rule 13]

Sl.No.		Parameters	Standard present in a unit of mg/Nm^3
1		2	3
1.		Particulate	
	(a)	Power plant with capacity of 200 Megawatt or above.	150
	(b)	Power plant with capacity less than 200 Megawatt.	350
2.		Chlorine	150
3.		Hydrochloric acid vapor and mist	350
4.		Total Fluoride F	25
5.		Sulfuric acid mist	50
6.		Lead particulate	10
7.		Mercury particulate	0.2
8.		Sulfur dioxide	kg/ton acid
	(a)	Sulfuric acid production (DCDA* process)	4
	(b)	Sulfuric acid production (SCSA* process)	10

(* DCDA: Double Conversion, Double Absorption;

SCSA: Single Conversion, Single Absorption.)

Lowest height of stack for dispersion of sulfuric acid (in meter).

(a)	Coal based power plant		
	(1)	500 Megawatt or above	275
	(2)	200 to 500 Megawatt	220
	(3)	Less than 200 Megawatt	$14(Q)^{0.3}$
(b)	Boiler		
	(1)	Steam per hour up to 15 tons	11
	(2)	Steam per hour more that 15 tons	$14(Q)^{0.3}$

[Q = Emission of Sulfur dioxide (kg/hour)].

9.	Oxides of Nitrogen	
(a)	Nitric acid production	3 kg/ton acid
(b)	Gas Fuel based Power Plant	50 ppm
	(1) 500 Megawatt or above	50 ppm
	(2) 200 to 500 Megawatt	40 ppm
	(3) Below 200 Megawatt	30 ppm
(c)	Metallurgical oven	200 ppm
10.	Kiln soot and dust	mg/Nm^3
(a)	Blast Furnace	500
(b)	Brick Kiln	1000
(c)	Coke oven	500
(d)	Lime Kiln	250

SCHEDULE – 12

Standards for Sector-wise Industrial Effluent or Emission
[See Rule 13]

(A) Fertilizer Plant

Nitrogenous fertilizer plant

Effluent (liquid waste)

Parameters	Standard presence in a unit of mg/l
As Nitrogen	50 (New) 100 (Old)
Total Kjieldahl Nitrogen	100 (Old) 250 (New)
pH	6.5 – 8
Chromium at discharge point of the chromate removal plant (as total Cr)	0.5
Hexavalent Chromium	0.1
Suspended Solids	100
Oil and Grease	10
Wastewater flow	$10m^3$/t Urea

Gaseous Emission

Source	Parameters	Standard of presence in a unit of mg/Nm^3
Urea Prilling Tower	Particulate	150 dry de dusting 50 wet de dusting and new plant

Phosphatic

Effluent (liquid waste)

Parameters	Standard of presence in a unit of mg/l
Fluoride at the exhaust of Fluoride removal plant (as F)	10
Phosphate (as P)	5
Suspended Solids Chromium at the discharge point of	100
Chromate removal plant (as Cr)	
Total	0.5
Hexavalent Cr	0.1
Oil and Grease	10

Gaseous Emission

Source	Parameters	Standard of presence in a unit of mg/Nm^3
Granulation, Mixing and Grinding section	Particulate	150
Phosphoric acid preparation	Total Fluoride (as F)	25
Sulfuric acid plant	Sulfur dioxide	
	DCDA	4 kg/t of Sulfuric acid (100%)
	SCSA	10 kg/t of Sulfuric acid (100%)
	Sulfuric acid mist	50

(B) Composite textile plant and large processing unit (in which capital investment is more than thirty million Taka)

Effluent (liquid waste)

Parameters	Standard and presence in a unit of mg/l
pH	6.5 – 9
Suspended solids	100

BOD_5 20°C	150
Oil and Grease	10
Total dissolved solids	2100
Wastewater flow	100 per kg of fabric processed

Note: BOD limit of 150 mg/l implies only with physico chemical processing.

Special parameters based on classification of dyes used

Total Chromium, as Cr	2
Sulfide, as S	2
Phenolic compounds, as C_6H_5OH	5

(C) Pulp and Paper Industry

Gaseous Effluent

Parameter	**Standard and presence in a unit of mg/l, except pH**	
	Large plant with production capacity of above 50 tons per day.	Small plant with production capacity of less than 50 tons per day.
pH	6 – 9	6 – 9
Suspended Solids	100	100
BOD_5 20°C	30	50
COD	300	400
Wastewater flow	200 cubic meter per ton of paper	200 cubic meter per ton of paper produced of agricultural raw materials. 75 cubic meter per ton of paper produced of wastepaper.

(D) Cement Industry

Gaseous Emission

1. Basic units for manufacturing cement

Source	**Parameters**	**Standards for presence in a unit of mg/Nm$_3$**
All sections	Particulate	250

2. Clinker Grinding units

Source	Parameters	Standards for presence in a unit of mg/Nm_3
All sections	Particulate	
	Daily production capacity above 1000 ton	200
	Daily production capacity 200-1000 ton	300
	Daily production capacity up to 200 ton	400

(E) Boiler of Industrial unit

Gaseous Emission	
Parameters	**Standards for presence in a unit of mg/Nm_3**
1. Soot and particulate (fuel based)	
(a) Coal	500
(b) Gas	100
(c) Oil	300
2. Oxides of Nitrogen (fuel based)	
(a) Coal	600
(b) Gas	150
(c) Oil	300

(F) Nitric Acid Plant

Gaseous Emission	
Parameters	**Standards for presence in a unit of mg/Nm_3**
Oxide of Nitrogen	3 kg/ton of weak nitric acid produced

(G) Distillery

Effluent (liquid waste)	
Parameters	**Standards for presence in a unit of mg/l**
pH	6 – 9
Suspended solids	150

BOD_5 20°C	5000 (standard for 2 years transitional period) 500 (standard for 74 years transitional period)
Oil and Grease	10

(H) Sugar Industry

Effluent (liquid waste)

Parameters	**Standard for presence in a unit of mg/l**
pH	6 – 9
Suspended solids	150
BOD_5 20°C	50
Oil and Grease	10
Wastewater per ton of sugarcane crushing (in Cubic meter)	0.5

Gaseous Emission

Boiler using baggasse Particulate, mg/Nm_3	Stepgrade	250
	Pulsating/ horse shoe	500
	Spreader Stocker	800

(I) Tannery Industry

Effluent (liquid waste)

Parameters	**Standard for presence in a unit of mg/l**
pH	6 – 9
Suspended solids	150
BOD_5 20°C	100
Sulfide (as S)	1
Total Chromium (as Cr)	2
Oil and Grease	10

Total dissolved solids	2100
Wastewater per ton of hide processing (in cubic meter)	30

Note: Soak liquor shall be separated from wastewater.

(J) Food Processing, Fish Canning, Dairy, Starch and Jute Industries

Effluent (liquid waste)

Parameters	**Maximum Limit of Values in mg/l**
Suspended solids	6 – 9
BOD_5 20°C	150
Wastewater flow	100
Starch	8 Cubic Meter per Ton of raw materials
Jute processing	1.5 Cubic Meter per Ton product
Dairy products	3 Cubic Meter per Ton of Milk

(K) Crude Oil Refinery

Gaseous Emission

Parameter	**Source**	**Standards for maximum presence**	**Unit**
Sulfur dioxide	Distillation	0.25	kg/ton
	Catalytic Cracker	2.5	kg/ton

Effluent (liquid waste)

Parameters	**Standards for maximum presence**	**Unit**
Suspended solids (SS)	100	mg/l
Oil and Grease	10	,,
BOD_5 20°C	30	,,
Phenol	1	,,
Sulfide (as S)	1	,,
Wastewater flow	700	Cubic Meter/1000 Ton of treated crude oil

Notes:

(1) All new industrial units from the beginning of their operation shall abide by these standards while discharging/emitting wastes. All existing industrial units shall install necessary treatment facilities within 2 years (if not otherwise directed) from the date of the notification of these rules. In special cases, the Department may extend the deadline on valid reasons.

(2) These standards shall apply irrespective of the discharge/emission points.

(3) These standards shall never be violated at the time of sample collection. These standards may be enforced in a more stringent manner, if considered necessary in view of the surrounding conditions of a particular situation.

SCHEDULE – 13

Fees for Environmental Clearance Certificate or Renewal

[See Rules 7(5), 8(2) and 14]

1. Industrial unit or project

Investment (in Taka)	Fees for Environmental Clearance Certificate or Renewal (in Taka)
(a) Tk.100,000 – 1,000,000	Tk.300
(b) Tk.1,000,000 – 10,000,000	Tk.3,000
(c) Tk. 10,000,000 – 500,000,000	Tk.5,000
(d) Above Tk.500,000,000	Tk.10,000

SCHEDULE – 14

Fees to be realized by the Department of Environment for supplying various analytical information or data or test results of samples of water, effluent, air and sound.

[See Rule 15]

(A) Sample of water or effluent

	Parameter	**Fee (in Taka)**
1.	Coliform	500
2.	Chlorine	250
3.	Total hardness	250
4.	Iron	400
5.	Calcium	400
6.	Magnesium	400
7.	Colour	75
8.	Electrical Conductivity (EC)	100
9.	pH	100
10.	Suspended Solids (SS)	300
11.	Total Solids (TS)	200
12.	Total Dissolved Solids (TDS)	200
13.	Ammonia Nitrogen	400
14.	Arsenic	500
15.	Boron	400
16.	Cadmium	500
17.	COD	400
18.	BOD	400
19.	Chloride	250
20.	Chromium, Hexavalent	500
21.	Chromium, Total	500
22.	Cyanide	400
23.	Fluoride	400
24.	Lead	500

	Parameter	Fee (in Taka)
25.	Mercury	500
26.	Nickel	500
27.	Organic Nitrogen	400
28.	Oil and Grease	300
29.	Phosphate	400
30.	Phenol	400
31.	Sulfate	400
32.	Zinc	500
33.	Temperature	75
34.	Turbidity (GTU)	100
35.	Turbidity (NTU)	100
36.	P-Alcanity	250
37.	T-Alcanity	200
38.	Acidity	200
39.	Carbon dioxide	200
40.	Calcium Hardness	250
41.	DO	300
42.	Nitrate	400
43.	Nitrite	400
44.	Silica	300

(B) Sample of Air

	Parameter	Fee (in Taka)
1.	S.P.M.	500
2.	Sulfur dioxide	500
3.	Nitrous dioxide	500
4.	Carbon Monoxide	300
5.	Lead	500

(C) Sample of Sound

Parameter	Fee (in Taka)
1. Sound	200

(D) For Supplying Analytical Information or Data

1. Annual information or data about Surface Water (except river water) and Ground Water collected by monitoring stations of Dhaka Division/Chittagong Division and Sylhet Division/Khulna Division and Barisal Division/Rajshahi Division –

(a)	For Government organizations	3,000
(b)	For Others	6,000

2. Annual information or data about river water collected by monitoring stations of Dhaka Division/Chittagong Division and Sylhet Division/ Khulna Division and Barisal Division/Rajshahi Division –

(a)	For Government organizations	4,000
(b)	For Others	6,000

3. Annual information or data about Air collected by monitoring stations of Dhaka Division/Chittagong Division and Sylhet Division/ Khulna Division and Barisal Division/Rajshahi Division –

(a)	For Government organizations	2,000
(b)	For Others	4,000

By order of the President

Ahbab Ahmed
Secretary.

৩য় ভাগ

মূল আইন, সংশোধনকারী আইন, ইত্যাদি

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
১৯৯৫ সনের ১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৬-২-১৯৯৫ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে এবং ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে বলবৎ করা হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) "দূষণ" অর্থ বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুনাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(গ) "দখলদার" অর্থ কোন কারখানা বা প্রাংগনের ক্ষেত্রে, উহার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী কোন ব্যক্তি, এবং কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উপর অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(ঘ) "পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক;

(ঙ) "পরিবেশ দূষক" অর্থ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে এমন কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ, শব্দ ও বিকিরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) "পরিবেশ সংরক্ষণ" অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুনগত ও পরিমানগত মান উন্নয়ন এবং গুনগত ও পরিমানগত মানের অবনতি রোধ;

(ছ) "প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

(জ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঝ) "ব্যবহার" অর্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রিয়াশীলকরণ, মোড়ক বাধাঁই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সংগ্রহ, বিনষ্ট, রূপান্তর, বিক্রয়ের প্রস্তাব, হস্তান্তর বা এইরূপ পদার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা;

(ঞ) "বিপদজনক পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব-রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মওজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "বর্জ্য" অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত, বা স্তূপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

(ড) "মহা-পরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

৩। **পরিবেশ অধিদপ্তর**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহা-পরিচালক।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে নিয়োগ করা হইবে।

৪। **মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দূর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারিণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাংগণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষন কর্মসূচী পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিককে উহার কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত করিবার জন্য লিখিত নোটিশ দ্বারা যুক্তিসংগত সুযোগ দিবেনঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহাপরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৫। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।**- (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critial Area) ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) প্রবিবেশতগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন চালনায় বিধি নিষেধ।**- (১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী কোন যানবাহন চালানো যাইবে না।

(২) মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, চলমান কোন যানবাহন হইতে স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হইতেছে, তাহা হইলে তিনি যানবাহনটি তাৎক্ষণিকভাবে থামাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন বা উহা পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে, তাহার মতে প্রয়োজনীয়, নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি।**- মহাপরিচালকের নিকট যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিশেষ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উক্ত কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৮। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিতকরণ।**- (১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহাপরিচালককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিস্পত্তিকরণকল্পে মহা-পরিচালক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি।**- (১) যে ক্ষেত্রে কোন দূর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহা-পরিচালক, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহাপরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহা-পরিচালকের পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১০। **প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা।**- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদ্‌ধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবন বা স্থানে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ কোন ভবন বা স্থানে সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। **নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি**।- (১) মহাপরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাংগণ বা স্থান হইতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বায়ু, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এর বিধানাবলী পালন করা না হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফল কোন আইনানুগ কার্য ধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা -

(ক) উক্ত স্থানে দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে তিনি নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা

সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

১২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র।**- মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। **পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন।**- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবে।

১৪। **আপীল।**- (১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়, তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

১৫। **দণ্ড।**- (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির বিধান লংঘন করেন বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লংঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ ৫ বৎসর কারাদণ্ড বা অনুর্ধ এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন শিল্প, কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী অথবা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, কোন যুক্তিসংগত কারণ বা ওজর ব্যতীত, সাহায্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন বা তাহাকে

দায়িত্ব সম্পাদনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটান বা বাধা দান করেন, তাহা হইলে তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৬। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় -

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

১৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম**।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহা-পরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২০ **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধির নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথাঃ-

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ, এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ;

(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপণ;

(ঘ) পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;

(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;

(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;

(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;

(জ) ছাড়পত্র ও অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (Act XIII of 1977) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত অধিদপ্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অধিদপ্তরে কার্যরত মহাপরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহাপরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১২ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, নামে ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ**।- (১) মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।"।

৩। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার "অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উক্তরূপ দণ্ডের অতিরিক্ত প্রতিকার হিসাবে আদালত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রীও প্রদান করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারার সন্নিবেশ।**- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

> "১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।"।

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

> "১৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ (Cognizable) গ্রহণীয় হইবে।
>
> (২) মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।"।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২
২০০২ সনের ৯ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৪-১-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনে নূতন ধারা ২ক এর সন্নিবেশ**।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"২ক। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।"।

৩। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, -

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ"।

৪। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনে নূতন ধারা ৪ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- (১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬ ও ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ**।- (১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান মাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

৬ক। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ**।- সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় "পলিথিন শপিং ব্যাগ" অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোঙ্গা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।"।

৬। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।"।

৭। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ এবং ১৫ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৫। **দণ্ড**।- (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপনীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপনীয় দণ্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (২) লংঘন	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড;
৩।	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

৪।	ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী - (ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজার-জাতকরণ; (খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	(ক) অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। (খ) অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৬।	ধারা ৯ এর উপ-ধার (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডঃ তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯(১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নিম্নতর দণ্ড নির্ধারণ করা হইলে উক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হইবে।
৭।	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সাহায্য বা সহযোগিতা না করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৮।	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৯।	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দণ্ড ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

১৫ক। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**- কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।"।

৮। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর -

(ক) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এই উপ-ধারার ব্যাখ্যার দফা (খ) তে "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Coporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।"।

৯। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ।**- অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

২০০০ সনের ১১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

(খ) "পরিবেশ আইন" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এবং কোন আইনে পরিবেশ আদালতে বিচারের জন্য কোন বিষয় নির্ধারিত থাকিলে উক্তরূপ আইনও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূত;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1998 (Act V of'1898)

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে একটি পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিয়ুক্ত করিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালত বিচারার্থ গ্রহন (Cognizance), বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহ উহার বিচার ও নিস্পত্তি হইবে।

(২) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত "দণ্ড আরোপ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবে।"

(৩) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ এই আইনের অধীন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে না এবং এইরূপ ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিবেশ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপ-ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে সরাসরি উক্ত অভিযোগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ, অভিযোগের ভিত্তিতে, আমলে নিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আপীল আদালত মামলার কোন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বোধ করিলে, বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা অন্য কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর এবং এই প্রকার স্থানান্তরিত মামলা পুনরায় স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।

৬। **প্রবেশ অধিকার ইত্যাদি**।- মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইরে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৭। **তদন্তের ক্ষমতা**।- (১) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিবেশ আইনের অধীনে কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির অতিরিক্ত বা কোন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রয়োজন থাকিলে সরকার এতদ্‌উদ্দেশ্য বিধি প্রনয়ণ করিতে পারিবে।

৮। **পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা**।- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিস্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য

হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ধারা ৫(৩) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন এবং আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মূলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

৯। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।**- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরন হিসাবে গন্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবি একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।**- (১) মামলা যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংগঠনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেনা।

১১। **আপীল**।- (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জগঠন সংক্রান্ত আদেশ, অপরাধ আমলে লওয়ার আদেশ ব্যতীত অন্য কোন অন্তবর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবেনা।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

১২। **পরিবেশ আপীল আদালত**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্যে হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৩। **বিচারাধীন মামলা**।- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২
২০০২ সনের ১০ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পরিবেশ আদলত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলো, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**। - এই আইন পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের পূর্ণ শিরোনাম ও প্রস্তাবনার সংশোধন**।- পরিবেশ আদালত আইন. ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর -

(ক) পূর্ণ শিরোনাম এর "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধানকল্পে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্রস্তাবনায় "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ২ এর -

(ক) দফা (খ)এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) এবং (খখ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খখ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধি;"।

(খ) দফা (চ) এর শেষ প্রান্তে দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(ছ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫ক এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট।"।

৪। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইন এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, —

(ক) যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক শুধু মাত্র পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করিবেন; এবং

(খ) প্রয়োজনবোধে, কোন বিভাগ বা উহার কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচারককে তাহার সাধারণ দায়িত্বের আতিরিক্ত হিসাবে পরিবেশ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভূক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।"।

৫। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৫ এর —

(ক) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৫ক এর অধীন অপরাধসহ অন্য কোন পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখা বা ক্ষেত্রমত এইরূপ কাজ করার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে উহার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-

পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিবে।

(৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বা কোন পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।”।

(খ) উপ-ধারা (৪) ও (৫) বিলুপ্ত হইবে।

৬। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ এর সন্নিবেশ।-** উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

“৫ক। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।-** কোন ব্যক্তি ধারা ৫(২) এর -

(ক) দফা (ক) এর অধীনে আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডণীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার অধীন অপরাধ তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫খ। **স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার।-** পরিবেশ আইনে বর্ণিত যে সকল অপরাধের জন্য অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা

উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্তির বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রূপে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধের সহিত পরিবেশ আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ জড়িত থাকিলে এবং উভয় অপরাধ একই মামলায় বিচারের প্রয়োজন থাকিলে উহা পরিবেশ আদালতে বিচার্য হইবে।

৫গ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি**।- (১) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মহা-পরিচালকের অনুমোদন থাকিলে, ধারা ৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই পরিদর্শক এই উপ-ধারার অধীনে তাহার রিপোর্ট সরাসরি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার (summery trial) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার্য মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন পরিদর্শক পরিচালনা করিবেন; এবং এইরূপ মামলা উক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাকে একজন পরিদর্শক সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।"।

৭। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬, ৭ এবং ৭ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **প্রবেশ, আটক ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয়ে পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশী বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারা অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশী পরওয়ানার ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশী, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক যথাসম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

৭। **তদন্ত পদ্ধতি**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক তদন্ত করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ তদন্তের

উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদন্ত কারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য বা এজাহার হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালতে বা ক্ষেত্রমত কোন মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হইলে উক্ত আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৭ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।**- ধারা ৬ ও ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।"।

৮। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর -

(ক) উপ-ধারা (১) এর "তদন্ত ," শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৫) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পরিচালনা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত প্রসিকিউটরকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।"

৯। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন-** উক্ত আইনের ধারা ১১-এর —

(ক) উপ-ধারা (১) এর "বিধান অনুযায়ী" শব্দগুলির পর "ব্যতীত" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দণ্ডাদেশ" শব্দটির পর "খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) এবং (৩ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) পরিবেশ আদালত প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে; অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা রিভিশনের আবেদন করা যাইবে না।"।

১০। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে —

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে শুধু মাত্র উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।"।

১১। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১২ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১২ক। **মামলা স্থানান্তর**।- কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আপীল আদালত —

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।"।

১২। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১৩ক। **পূর্বে সংঘঠিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর প্রবর্তন তারিখের পূর্বে সংঘঠিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকিলে পরিদর্শক বা তৎসম্পর্কে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং এই আইন অনুসারে উহার বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অধীনে মামলাটি খারিজ করা হইবে না।"।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "জ্বালানী-কাঠ" অর্থ জ্বালানী-কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **ইট পোড়ানো লাইসেন্স।**- (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত লাইসেন্সের জন্য যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দরখাস্তে উল্লেখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানো জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, পাঁচ বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দেখাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

৫। **জ্বালানী-কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ**।- কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানী-কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

৬। **পরিদর্শন**।- এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কি-না তাহা নিরূপণ করার জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭। **দন্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২
১৯৯২ সনের ২২ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৭-৭-১৯৯২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(ক) "জ্বালানী" অর্থ বাঁশের মোথা ব্যতীত যে কোন উদ্ভিদজাত জ্বালানী;"।

৩। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এ -

(ক) উপ-ধারা (২) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৫ এ "জ্বালানী-কাঠ" শব্দটির পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লংঘন হইয়াছে কি না তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন প্রকার নোটিশ, ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী ব্যবহার

করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী, যদি থাকে, আটক করিতে পারিবেন।"।

৬। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এ "দশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- (১) জেলা প্রশাসক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) হইবে।"।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৯২) [১]এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

[১] এই অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী এবং সরকারীর গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪-৫-১৯৯২ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। পরে অধ্যাদেশের বিধানগুলি বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হইলে উহা আইন নং ২২/১৯৯২ হিসাবে পাশ হয়।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১
২০০১ সনের ১৭ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১-৪-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত]

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশসমূহ পূরণকল্পে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

(কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ।

৩। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর-

(ক) উপান্তটিকায় "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।"

(গ) উপ-ধারা (২) এর "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৩ক) ও (৩খ) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা ঃ

"(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

(৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

(৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্তকারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।"

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ "পাঁচ" শব্দটির পরিবর্তে "তিন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(চ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"(৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।"

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।"

৪। **১৯৮৯ সনের ৮নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৫ এর "জ্বালানী" শব্দটির পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপন করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, -

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।"

৬। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

> "৭। **দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।"

৭। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

> "(১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদ মর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/ সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৭-২-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ ফাল্গুন ১৪০৮/১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০২

এস, আর, ও ২৯-আইন/২০০২।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ-

উপরি-উক্ত বিধিমালার -

(ক) বিধি ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৪। **ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন।**- (১) পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনের মালিক Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন যানবাহন নিবন্ধন বা উহার উপযুক্ততা সনদ (Certificate of Fitness) নবায়নের পূর্বে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা, ক্ষেত্রমত, ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি সংযোজন ব্যতীত এবং তফসিল ৬ বা, ক্ষেত্রমত, ৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী যানবাহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বা স্বাস্থ্য হানিকর যানবাহন বলিয়া গণ্য হইবে।"

(খ) বিধি ৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৭ক এবং ৭খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"৭ক। **দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি।**- বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর উক্ত Ordinance এর অধীন যানবাহন নিবন্ধনের পূর্বে অথবা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত সনদ নবায়নের পূর্বে যানবাহনের মালিক ফরম ৪ মোতাবেক "দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ" সংগ্রহ করিবে।

৭খ। **ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী, ইত্যাদির শর্ত।**- ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী এবং বাজারজাত করিবার পূর্বে আমদানীকারক প্রদর্শনীর মাধ্যমে উহার কার্যকরতা প্রমাণসাপেক্ষে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবে।"

(গ) ফরম ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ফরম ৪ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"ফরম ৪

[বিধি ৭ক দ্রষ্টব্য]

দূষণ নিয়ন্ত্রনাধীন সনদ

(Pollution Under Control Certificate)

এতদ্‌দ্বারা প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ...., ঠিকানা ...., এর যানবাহন নং .... এর সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে নিঃসরিত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাপকৃত মান নিম্নরূপ, যথা ঃ-

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা	পরিমাপকৃত মান
কালোধোঁয়া	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫	
কার্বন মনোক্সাইড	গ্রাম/কিঃমিঃ	২৪	
	শতকরা আয়তনে	০৪	
হাইড্রোকার্বন	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২	
	পিপিএম	১৮০	
নাইট্রোজেন অক্সাইডসমুহ	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২	
	পিপিএম	৬০০	

(২) এই পরিমাপকৃত মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল ৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার উর্ধ্বে নহে।

(৩) এই সনদের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

মহা-পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সীল
পরিবেশ অধিদপ্তর।"

তারিখ ঃ

(ঘ) এই প্রজ্ঞাপন ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখে কার্যকর হইবে।

The Environment Pollution Control Ordinance, 1977
Ordinance no. XIII of 1977

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 6th April 1977]

[Repealed by Act I of 1995.]

An Ordinance to provide for the control, prevention and abatement of pollution of the environment of Bangladesh.

WHEREAS it is expedient to provide for the control, prevention and abatement of pollution of the environment of Bangladesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamations of the 20th August, 1975, and the 8th November, 1975, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :-

1. **Short title.-** This Ordinance may be called the Environment Pollution Control Ordinance, 1977.

2. **Definitions.-** This Ordinance, unless, there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Air" means the discharge into the atmosphere of foreign gases, vapours, droplets and particles or of excessive amounts of normal constituents, such as the carbondioxide and suspended particulate matters produced by burning of fossil fuels;

(b) "Board" means the Environment Pollution Control Board constituted under section 3;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(d) "disposal system" means a system for disposing of wastes, either by surface or underground methods, and includes sewerage systems, treatments works and disposal wells;

(e) "Director" means the Director appointed under sub-section (1) of section 7;

(f) "environment" means the surroundings consisting of air, waters, soil, food, and shelter which can support or influence the growth of life of an individual or group of individuals, including all kinds of flora and fauna;

(g) "pollution" means such contamination, or other alteration of the physical, chemical or biological properties of any air, waters or soil including change in temperature, taste, colour, turbidity, odour or

any other characteristics of air, waters, soil or such discharge of any liquid, gaseous, solid, radioactive, or other substance into any air waters, or soil as will, or is likely to, create a nuisance or render such air, waters or soil harmful, injurious, detrimental or disagreeable to public health, safety or welfare or to domestic, commercial, industrial, agricultural, recreational, or other bonafide uses, or to livestock, wild animals, bird, fish, plants or other forms of life;

(h) "Project" means any activity initiated by the Government or the Board with a view to controlling preventing and abating pollution of environment or gathering information and conducting researches for the said purposes;

(i) "sewerage system" means pipe lines or conduits, pumping station, and force mains, and all other structures, devices, appurtenances and facilities used for collecting or conducting wastes to an ultimate point for treatment or disposal;

(j) "treatment works" means any plant or other works used for the purpose of treating, stabilising or holding wastes;

(k) "wastes" means sanitary sewage, industrial, discharges and all other liquid, gaseous, solid, radioactive or other substances which may pollute or tend to pollute environment;

(l) "Water" means all waters including all streams coastal waters, tanks, lakes, ponds, reservoirs, marshes, watercourses, waterways, wells, springs, irrigation systems, drainages systems and all other bodies or accumulation of waters, surface or underground, natural or public or private.

3. **Constitution of the Board.** - As soon as may be after the commencement of this Ordinance, there shall be constituted for the purposes of this Ordinance a Board to be called the Environment Pollution Control Board consisting of the following members, namely :-

(a) the Member-in-charge of Physical Planning and Housing Sector of the Planning Commission, who shall also be the Chairman of the Board;

(b) the Secretary, Local Government, Rural Development and Co-operative Division;

(c) the Secretary, Agriculture Division;

(d) the Secretary, Ministry of Industries;

(e) the Secretary, Ministry of Home Affairs;

(f) the Secretary, Ministry of Power, Water Resources and Flood Control;

(g) the secretary, Ministry of Public Works and Urban Development;

(h) the Secretary, Forest, Fisheries and Livestock Division;

(i) the Chief, Flood Control and Water Resources, Planning Commission;

(j) the Deputy Secretary dealing with the administration of this ordinance, Local Government, Rural Development and Co-operatives Division;

(k) the director of Health Services;

(l) the Director of Fisheries;

(m) the Chief Engineer, Public Health Engineering;

(n) the Chief Engineer, Bangladesh Inland Water Transport Authority;

(o) one person to be nominated by the Ministry of Defence from he Bangladesh Meteorological Department: and

(p) the Director, who shall be the Secretary of the Board.

4. **Meetings of the Board.** (1) The meetings of the Board shall be held on such date and at such time and place as the Chairman may Direct :

Provided that when there is any appeal to the Board under sub-section (2) of section 8, the Board shall meet within fifteen days from the date of such appeal.

(2) All meetings of the Board shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by a member nominated by him.

(3) Five members of the Board shall form a quorum.

(4) All matters at a meeting of the Board shall be decided by majority of the votes of the members present.

(5) Each member of the Board shall have one vote and in the event of equality of votes the Chairman shall have a casting vote.

(6) Proceedings of the meetings of the Board shall be recorded, circulated to its members within a fortnight and submitted for confirmation at next meeting.

5. **Functions of the Board** - (1) The Board shall -

(a) formulate policies for the control, prevention and abatement of pollution of environment;

(b) Suggest measures for the implementation of its policies.

(2) For the purpose of sub-section (1), the Board may -

(a) require any person to furnish or cause to be furnished such information as it may specify;

(b) Call for report from the Director on the existing and potential problems of pollution of environment in the whole of Bangladesh or any part thereof; and

(c) appoint such expert committees as it may consider necessary.

6. **Implementation cell.** - For the purpose of execution of the policies of the Board there shall be an implementation cell consisting of such officer and other employees as the Government may appoint on such terms and conditions as it may determine.

7. **Director**.- (1) The Government shall appoint a Director for control of pollution of environment, who shall be a senior official, not below the rank of Superintending Engineer, having training, skill and experience in the control of pollution of environment on such terms and conditions as the Government may determine:

Provided that until a Director is appointed, the existing project Director, of the water Pollution Control Project shall continue to be the Director.

(2) The Director shall be the executive head of he implementation cell and shall be responsible for implementation of the projects duly approved by the Government and the policies formulated by the Board for adopting or causing to be adopted measures suggested for it.

(3) For the purpose of sub-section (2), the Director may, by order in writing, -

(a) require any person or commercial or industrial undertaking to adopt such measures, including construction, modification, extension or alteration of any disposal system, as may be specified therein for the prevention, control and abatement of existing or potential pollution of environment;

(b) require any or commercial or industrial undertaking to furnish such information as may be specified therein relating to wastes, sewerage system or treatment works in any land or building owned or occupied by such person or undertaking; and

(c) require any person or commercial or industrial undertaking to permit any officer named therein to enter upon, inspect and search any land or building owned or occupied by such person or undertaking and to inspect and test any wastes, air, waters, soil, plants, materials of disposal system found therein and to afford all reasonable opportunities to such officer for such inspection, search and test.

(4) The director shall under the guidance and instruction of the Chairman keep, in particular, liaison with other countries, international bodies and agencies engaged in activities relating to matters of pollution of environment.

8. **Compliance with order of the Director.** - (1) Where the Director makes any order in writing under sub-section (3) of section 7 requiring any person or commercial or industrial undertaking to adopt any measures for the prevention, control or abatement of pollution of environment or to furnish any information or to permit any officer to enter upon, inspect or search any land or building and to inspect and test any wastes, air, waters, soil, plant materials or disposal system such person or commercial or industrial undertaking shall, subject to the provision of sub-section (2), comply with such order.

(2) Any person or commercial or industrial undertaking aggrieved by an order in writing made by the Director, under clause (a) of sub-section (3) of section 7 may, within one month from the date of the order, prefer an appeal against such order to the Board and the decision of the Board thereon shall be final.

9. **Penalty and procedure.-** (1) Whoever fails or neglects to comply with any order of the Director or, where an appeal is preferred under sub-section (2) of section 8, with the final decision thereon of the Board shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand taka or with both, and may, in addition, be punishable with a further fine which may extend to taka twenty for every day of the period during which the failure or negligence continues.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance except on a report in writing of the facts constituting the offence made by the Director or an officer authorised by him in this behalf.

10. **Offence by commercial or industrial undertaking.-** Where the person guilty of an offence under this Ordinance is a commercial or industrial undertaking, every owner, director, manager, secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that he made all efforts and exercised all diligence to prevent the commission of the offence, be deemed to be guilty of such offence.

11. **Indemnity.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Board, the Director or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

12. **Power to make rules.-** The Government may make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

13. **Repeal and savings.-** (1) The Water Pollution Control Ordinance, 1970 (E.P. Ord. V of 1970), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or any order made under the said Ordinance, shall be deemed to have been done, taken or made, as the case may be, under the corresponding Provisions of this Ordinance.

Dacca,
The 31st March, 1977

Abusadat Mohammad Sayem
President.

A. K. Talukder
Deputy Secretary.

The East Pakistan Water Pollution Control Ordinance, 1970
East Pakistan Ord. No. V of 1970

[Published in Dacca Gazette, Extraordinary, dated 23rd February, 1970]

[Repealed by Ord. XIII of 1977]

An Ordinance to provide for the control, prevention and abatement of pollution of waters of East Pakistan.

Whereas it is expedient to provide for the control, prevention and abatement of pollution of waters of East Pakistan;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamation of the 25th day of March, 1969, read with the Provisional Constitution Order, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Governor is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Ordinance may be called the East Pakistan Water Pollution Control Ordinance, 1970.

(2) It extends to the whole of East Pakistan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.-** In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject of context,-

(a) "Board" means the Water pollution Control Board constituted under section 3 of this Ordinance;

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Chief Engineer" means the Chief Engineer, Public Health Engineering, Government of East Pakistan;

(d) "disposal system" means a system for disposing of wastes, either by surface or underground methods, and includes sewerage systems, treatment works and disposal wells;

(e) "pollution" means such contamination, or other alteration of the physical, chemical or biological properties of any waters, including change in temperature, taste, colour, turbidity, or odour of the waters, or such discharge of any liquid, gaseous, solid, radioactive, or other substance into any waters as will or is likely to create a nuisance or render such waters harmful, detrimental or injurious to public health, safety or welfare, or to domestic, commercial, industrial, agricultural, recreational, or other legitimate beneficial uses, or to livestock, wild animals, birds, fish or other aquatic life ;

(f) "sewerage system" means pipe lines or conduits, pumping stations, and force mains, and all other structures, devices, appurtenances

and facilities used for collecting or conducting wastes to an ultimate point for treatment or disposal;

(g) "treatment works" means any plant or other works, used for the purpose or treating, stabilising or holding wastes;

(h) "wastes" means sanitary sewage, industrial discharges and all other liquid, gaseous, solid, radioactive, or other substances which may pollute or tend to pollute any waters;

(i) "Water" means all waters including all streams, coastal waters, tanks, lakes, ponds, reservoirs, marshes, watercourses, waterways, wells, springs, irrigation systems, drainage systems, and all other bodies or accumulation of waters, surface or underground, natural or public or private.

3. **Constitution of the Board.-** (1) For carrying out the purposes of this Ordinance, there shall be a Board to be called the East Pakistan Water Pollution Control Board consisting of the following members, namely :-

(a) the Additional Chief Secretary (Planning and Development) to the Government of East Pakistan, who shall also be the Chairman of the Board ;

(b) the Secretary to the Government of East Pakistan in the Basic Democracies and Local Government Department;

(c) the Secretary to the Government of East Pakistan in the Agricultural Department ;

(d) the Secretary to the Government of East Pakistan in the Commerce and Industries Department ;

(e) the Director of Health Services, Government of East Pakistan;

(f) the Chief Engineer, Public Health Engineering, Government of East Pakistan;

(g) one person to represent the East Pakistan Water and power Development Authority to be nominated by that Authority; and

(h) one person to represent the East Pakistan Inland Water Transport Authority to be nominated by that Authority.

(2) The Provincial Government shall appoint an officer of the Directorate of Public Health Engineering, Government of East Pakistan, to be the Secretary of the Board.

4. **Meetings of the Board.-** (1) The meetings of the Board shall be held on such date and at such time and place as the Chairman may direct :

Provided that when there is any appeal to the Board under sub-section (2) of section 7, the Board shall meet within fifteen days from the date of such appeal.

(2) All meetings of the Board shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by a member nominated by him.

(3) Three members of the Board shall form a quorum.

(4) All matters at a meeting of the Board shall be decided by majority of the votes of the members present.

(5) Each member of the Board shall have one vote and in the event of equality of votes the Chairman shall have a casting vote.

(6) Proceedings of the meetings of the Board shall be recorded, circulated to its members within a fortnight and submitted for confirmation at next meeting.

5. **Functions of the Board.-** (1) the Board shall -

(a) formulate policies for the control, prevention and abatement of pollution of waters of East Pakistan; and

(b) suggest measures for the implementation of its policies;

(2) For the purpose of sub-section (1), the Board may-

(a) require any person to furnish or cause to be furnished such information as it may specify;

(b) call for a report from the Chief Engineer on the existing and potential water pollution problems in the whole of East Pakistan or in any part thereof; and

(c) appoint such expert committee as it may consider necessary.

6. **Implementation of the policies.-** (1) The Chief Engineer shall be responsible for implementation of the policies formulated by the Board and for adopting or causing to be adopted measures suggested by it.

(2) For the purpose of sub-section (1), the Chief Engineer may, by order in writing,-

(a) require any person or commercial or industrial undertaking to adopt such measures, including construction, modification, extension or alteration of any disposal system, as may be specified therein for the prevention, control and abatement of existing or potential pollution of any waters;

(b) require any person or commercial or industrial undertaking to furnish such information as may be specified therein relating to wastes, sewerage system or treatment works in any land or building owned or occupied by such person or undertaking; and

(c) require any person or commercial or industrial undertaking to permit any officer named therein to enter upon, inspect and search any land or building owned or occupied by such person or

undertaking and to inspect and test any wastes, waters, plants, materials or disposal system found therein and to afford all reasonable opportunities to such officer for such inspection, search and test.

(3) The Chief Engineer may, by order in writing, delegate all or any of his powers under sub-section (2) to the Project Director, Water Pollution Control Project, who shall exercise the powers so delegated subject to the general control and supervision of the Chief Engineer.

7. **Obligation to comply with the order of the Chief Engineer.-** (1) Where the Chief Engineer makes any order in writing under sub-section (2) of section 6 requiring any person or commercial or industrial undertaking to adopt any measures for the prevention, control or abatement of pollution of any waters or to furnish any information or to permit any officer to enter upon, inspect or search any land or building and to inspect and test any wastes, waters, plant materials or disposal system such person or commercial or industrial undertaking shall, subject to the provision of sub-section (2) comply with such order.

(2) any person or commercial or industrial undertaking aggrieved by an order in writing made by the Chief Engineer under clause (a) of sub-section (2) of section 6 may, within one month from the date of the order, prefer an appeal against such order to the Board and the decision of the Board shall be final.

8. **Penalty and procedure.-** (1) Whoever fails or neglects to comply with any order of the Chief Engineer or, where an appeal is preferred under sub-section (2) of section 7, with the final decision thereon of the Board shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both, and may, in addition, be punishable with a further fine which may extend to twenty rupees for every day of the period during which the failure or negligence continues.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance except on a report in writing of the facts constituting the offence made by the Chief Engineer or an officer authorised by him in this behalf.

9. **Offence by commercial or industrial undertakings.-** Where the person guilty of an offences under this Ordinance is a commercial or industrial undertaking, every owner, director, manager, secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that he made all efforts and exercised all diligence to prevent the commission of the offence, be deemed to be guilty of such offence.

10. **Indemnity.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Board, the Chief Engineer or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

11. Power to make rules.- The Provincial Government may make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

৪র্থ ভাগ

প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পণ ইত্যাদি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪(৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্‌দ্বারা নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উহাদের বিপরীতে বর্ণিত তারিখ হইতে উক্ত আইনটি বলবৎ করিল।

এলাকার নাম	**বলবৎ হওয়ার তারিখ**
ঢাকা বিভাগ	১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ১লা জুন, ১৯৯৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ২রা জুন, ১৯৯৫
রাজশাহী বিভাগ	২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৩রা জুন, ১৯৯৫
খুলনা বিভাগ	২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৪ঠা জুন, ১৯৯৫
বরিশাল বিভাগ	২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৫ই জুন, ১৯৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আমির উদ্দীন আহমেদ
উপ-সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

নং- পবম-৪(৮ তাইঃবিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

<u>অনুলিপি ঃ</u>

মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৩/২/৯৭/৬১২

তারিখ ঃ ১৯শে কার্তিক, ১৪০৪ / ০৩ রা নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রজ্ঞাপন

সরকার এতদ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৪ নং ধারার অধীনে নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিয়াছে ঃ

(১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
(২)	যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (পরিঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

২। কমিটির ২ জনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং কমিটির চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কমিটির সদস্য, যুগ্ম-সচিব (উঃ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। উক্ত আপীল কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত/আদেশ এর বিরুদ্ধে বা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দায়েরকৃত আপীল (কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৫ নং ধারা এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা/দণ্ড ব্যতীত) শুনানী গ্রহণ ও নিস্পত্তি করিবেন।

মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইল)

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- পরিবেশ/সাঃ(আইন)-৬৩/৭৭(৫ম)/১৬৬৭ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক এ আইনের ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পণ করলেন।

গত ১৪-০৬-৯৮ ইং তারিখের নং-পরিবেশ/পানি সম্পদ/সাঃ (অভিঃ)-২৩/৯৬/১১৩২ সংখ্যক স্মারক দ্বারা জারীকৃত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

প্রাপক ঃ উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
[প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নং- পরিবেশ/সাঃ(আইন)-৬৩/৭৭(৫ম)/১৬৬৭ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং ।

<u>অনুলিপি ঃ অবগতির জন্য।</u>

১। পরিচালক, প্রশাসন/কারিগরী/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। যুগ্ম-পরিচালক(পানি/বায়োঃ), অবলুপ্ত পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক(প্রচার/প্রশাসন/বাস্তবায়ন/গবেষণা/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/উন্নয়ন/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর/ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ,পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জনাব/বেগম ... ... পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

শেখ এনায়েত উল্লাহ
পরিচালক (প্রশাসন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং - পবম-৪/৭/৮৭/২০০০/৫৭২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০০ ইং

পরিপত্র

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইন বা বিধির বিধান লংঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালতে দায়ের করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

মোঃ শওকত আলী
সিনিয়ার সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১০৫৫১

<u>অনুলিপি ঃ- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ-</u>

১। মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল।

৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। জেলা প্রশাসক,
ফরিদপুর/গাজীপুর/গোপালগঞ্জ/জামালপুর/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুর/নারায়নগঞ্জ/খুলনা/ঢাকা/বগুড়া/মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নরসিংদী/নেত্রকোনা/শরিয়তপুর/রাজবাড়ী/শেরপুর/টাংগাইল/চট্টগ্রাম/বান্দরবন/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/চাঁদপুর/কুমিল্লা/কক্সবাজার/ফেনী/খাগড়াছড়ি/লক্ষ্মীপুর/নোয়াখালি/রাঙ্গামাটি/সিলেট/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ/রাজশাহী/নবাবগঞ্জ/দিনাজপুর/ গাইবান্ধা/জয়পুরহাট/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/নাটোর/নওগাঁ/নীলফামারী/পাবনা/পঞ্চগড়/রংপুর/ সিরাজগঞ্জ/ঠাকুরগাঁও/কুষ্টিয়া/বাগেরহাট/চুয়াডাঙ্গা/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/মেহেরপুর/নড়াইল/ সাতক্ষীরা/বরিশাল/বরগুনা/ভোলা/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/পিরোজপুর।

৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৮। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৯। উপ-সচিব (পরিবেশ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

নং-পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অপর্ণ ও গবেষণাগার নির্ধারণ।**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত) এর ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত) এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উহার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে অপর্ণ করা হইল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহা-পরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে ;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ)	এই সকল দফা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক।
২।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ঙ)	(ক) এই দফার অধীনে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গন, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ও অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ (খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা (খ) স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/

		উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান	উপ-পরিচালক) এবং আন্ত বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
৩।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (চ)	(ক) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ এবং বিভাগীয় অফিস/সদর দপ্তরের তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা (খ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
৪।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (জ)	পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী, কোন ব্যক্তিকে উক্ত মান অনুসরণের পরামর্শ এবং প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক)
৫।	উক্ত আইনের ধারা ৪(৩)	(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই উপ-ধারার প্রথম শর্তাংশ অনুসারে নোটিশ প্রদান এবং দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান (খ) উক্ত নোটিশের পর এই উপ-ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদন-ক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক)
৬।	উক্ত আইনের ধারা ৪ক(১)	পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ জ্ঞাপন	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৭।	আইনের ধারা ৪ক(২)	এই উপ-ধারার অধীনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা অন্য কোন সেবা বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) বা ক্ষেত্র বিশেষে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক
৮।	উক্ত আইনের ধারা ৬(২) ও (৩)	এই উপ-ধারাসমূহের অধীনে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

৯।	উক্ত আইনের ধারা ৭(১)	এই উপ-ধারার অধীনে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিকর কার্যকলাপের ব্যাপারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (বিঃ দ্রঃ এই ক্ষমতাপর্ণ ৭(১) ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
১০।	উক্ত আইনের ধারা ৭(২)	এই উপ-ধারার অধীনে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১১।	উক্ত আইনের ধারা ৮ এবং বিধিমালার বিধি ৫	এই ধারা ও বিধির অধীনে আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি গণ শুনানী ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	স্ব স্ব এলাকার ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা কমিটি।
১২।	উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪)	এই উপ-ধারার অধীনে কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা
১৩।	উক্ত আইনের ধারা ১০(১) ও (২)	এই উপ-ধারাদ্বয়ের অধীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৪।	উক্ত আইনের ধারা ১১(৩) এর দফা (ক) এবং বিধিমালার বিধি ৬	এই দফা এবং বিধির অধীনে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৫।	উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ক	এই বিধি অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের প্রধান বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা
১৬।	উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) হইতে (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪)	এই সকল উপ-ধারার অধীনে নমুনা সংগ্রহ, তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন, গবেষণাগারে প্রেরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

১৭।	উক্ত আইনের ধারা ১২ এবং বিধিমালার বিধি ৭(৬)	এই ধারা এবং বিধির অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত সবুজ শ্রেণী এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে (খ) বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত কমলা- খ শ্রেণী এর লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান(পরিচালক/উপ-পরিচালক)।
১৮।	উক্ত আইনের ধারা ১৫ক	এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৯।	আইনের ধারা ১৭	এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে আদালতে লিখিত রিপোর্ট দাখিল	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এর অনুমোদন-ক্রমে পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
২০।		বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিভিন্ন বিধানের অধীনে যে কোন বিষয়ে অভিযোগ, দরখাস্ত/চিঠি পত্র/কোন তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ	সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অফিসের নির্ধারিত কর্মচারী

২। উক্ত আইনের ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র অধিদপ্তরের ২৩/৭/২০০০ ইং তারিখের পরিপত্র নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০০/৫৭২, যাহা দ্বারা উক্ত আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালতে দায়ের এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। উক্ত আইনের ১১(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত গবেষণাগারসমূহকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানকারী গবেষণাগাররূপে নির্ধারণ করা হইল ঃ-

ক) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, সিলেটে অবস্থিত অত্র অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগার।

খ) কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত গবেষণাগার।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং-পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।
৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।
৫। ডেপুটি কমিশনার ....
৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা,
তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।
৭। পুলিশ সুপার ....
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

নং- পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ তারিখ ঃ ০৬/০১/১৪০৬বাং / ১৯/০৪/১৯৯৯ ইং ।

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষিরা	৭৬২০৩৪
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার (রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ডকৃত সমুদ্র সৈকত/বালুচর/ খাড়ী/বন/ জলাভূমি জিলনজা (ঐ) খুরুশকুল (ঐ)	কক্সবাজার জিলনজা খুরুশকুল	কক্সবাজার কক্সবাজার কক্সবাজার	কক্সবাজার	১০,৪৬৫
	জংগল খুনিয়া পালং জংগল ধোয়া পালং পেঁচার দ্বীপ ও জংগল গোরাসিয়া পালং	খুনিয়া পালং খুনিয়া পালং খুনিয়া পালং খুনিয়া পালং	রামু রামু রামু রামু		
	জালিরা পালং ইনানি	উখিয়া জালিরা পালং	উখিয়া উখিয়া		
	শিলখালি বরডেইল টেকনাফ (বাজার ও সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	বাহারছড়া বাহারছড়া টেকনাফ	টেকনাফ টেকনাফ টেকনাফ		

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
	সাবরাং শাহপরীর দ্বীপ (সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	সাবরাং সাবরাং	টেকনাফ টেকনাফ		
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিনজিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	টেকনাফ	কক্সবাজার	৫৯০
সোনালিয়া দ্বীপ	সোনাদিয়া ঘটি ভাঙ্গা (অংশ)	কুতুব জুম	মহেশখালী	কক্সবাজার	৪,৯১৬
হাকালুকি হাওড়	উল্লিখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	সুজানগর, বার্নি, তালিমপুর, পশ্চিমজুড়ি, জাফরনগর, বড়মচল, বকসিমালি, ভাটেরা, গিলাছড়া, উত্তর বাদে পাশা, শরিফগঞ্জ	বড়লেখা বড়লেখা কুলাউড়া কুলাউড়া কুলাউড়া ফেনচুগঞ্জ গোলাবগঞ্জ গোলাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার সিলেট সিলেট সিলেট	১৮৩৮৩
টাংগুয়ার হাওড়	উল্লেখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	উত্তর শ্রীপুর, দক্ষিণ শ্রীপুর, উত্তর বংশিকুন্ড, দক্ষিন বংশিকুন্ড	তাহেরপুর, ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ	৯৭২৭
মারজাত বাওড়	সম্পূর্ণ অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ড মোতাবেক বিল	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ	২০০

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।

- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

২০/০১/১৪০৬ বাং
নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/ তারিখ ঃ ——————।
০৩/০৫/১৯৯৯ ইং

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৪-৯৯ ইং তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আংশিক সংশোধনক্রমে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এর সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাসমূহে, বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিধি নিষেধের আওতা বহির্ভূত করা হলো। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অন্যান্য এলাকাসমূহে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধি নিষেধ যথারীতি বহাল থাকবে।

২। রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এবং বন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকায় উল্লেখিত রিজার্ভ ফরেষ্ট এর আওতাধীন এলাকায় যাবতীয় কার্যাবলী বন আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং সরকার অনুমোদিত কার্যকরী পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রকাশকগণ, (কক্সবাজার, বাগেরহাট,খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ তারিখ ঃ ১৫-০৫-১৪০৬বাং / ৩০-০৮-১৯৯৯ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত এলাকার নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজঁগাও, ঢাকা।

- **প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।**

<u>কার্যার্থে বিতরন ঃ</u>

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগন (বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন।
৮। গার্ড ফাইল।

মোঃ শওকত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯ তারিখ ঃ ২৬-১১-২০০১ ইং

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও অবনতি হবার আশংকা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১২ নং আইন) এর ৫ নং ধারায় উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসরণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেককে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এ নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হলো যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেট প্রকাশনার দিন হতে কার্যকর হবে ঃ-

- সকল প্রকার শিকার।
- কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ।
- লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাঁচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহফুজুল ইসলাম
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নং- পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯ তারিখ ঃ ২৬/১১/২০০১

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
৭। মহাপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
৯। কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১২০৭২ (অ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-পরিবেশ/ঢাবি/২৪১৭/১৪১৩ তারিখ ঃ ২১-০৪-১৯৯৯ ইং।

বিষয় ঃ **কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প কারখানাকে কমলা-"ক" শ্রেণীভূক্ত বিবেচনা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-পরিবেশ/ম.প.(বিবিধ)/২৭/৯৮/১৩২৬, তাং ০৬/০৭/১৯৯৯।

উপরি উক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেবল কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমলা-"ক" শ্রেণীভূক্ত বিবেচনা করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

১। পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ।

২। উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া।

বিতরণ ঃ

১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-পরিবেশ/ঢাবি/১/১০৮৩(১০) তারিখঃ ঢাকা, ২৭/৭/৯৯ ইং।

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, পত্রের স্মারক নং-পরিবেশ/ঢাবি/২৪১৭/১৪১৩ তাং-২১/৭/৯৯ ইং এর বরাতে বিষয়ে উল্লিখিত নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ রিয়াজউদ্দিন
উপ-পরিচালক।
পম, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য

১। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পম, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০-১২-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর

গণবিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০১

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনজীবন ও সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় পলিথিন শপিং ব্যাগ (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত বন্ধের জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

২। এই লক্ষ্যে আগামী ০১-০১-২০০২ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকার সর্বত্র পলিথিন শপিং ব্যাগের (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত না করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জারী করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ই এপ্রিল ২০০২

নং পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬- সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, পলিথিন শপিং ব্যাগের নির্বিচার ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রূপ ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন)-এর ৬ক (সংশোধিত ২০০২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ অর্থাৎ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন -এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায় উহাদের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইল।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইলে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৭/৬৫/২০০২(অংশ-১)/৬৪২

তারিখ ঃ ২৭-০৪-১৪০৯ বাং / ১১-০৮-২০০২ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

বিগত ০৮-০৪-২০০২ ইং তারিখে জারীকৃত অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং-পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬) এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিম্নবর্ণিত পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসাবে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে নির্ধারণ করা হইলঃ

(ক) বিস্কুট, চানাচুর, আটা, ময়দা, লাচ্ছা সেমাই, চা, চকলেট, দুধ (গুড়া ও তরল), ন্যাপথালিন, সার ও সিমেন্ট ব্যাগের ভিতরের লাইনার এবং ওরস্যালাইন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জসহ ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী।

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃতব্য পলিথিনের পুরুত্ব কোনক্রমেই ১০০ (একশত) মাইক্রোনের নীচে হইবেনা এবং উহা পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে বা রিপ্যাকিং বা বাজারে শপিং ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

<u>বিতরণঃ কার্যার্থে-</u>

১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। সকল বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অদিধপ্তর, ঢাকা।
৪। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৫। সকল জেলা প্রশাসক।

মোঃ আশরাফ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
প্লট নং- ই/১৬, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং-পরিবেশ-কারিগরী-১১৯/২০০১/৭০ তারিখ ঃ ২৯/০৯/১৪০৮বাং / ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধান অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিলকৃত আইইই/ইআইএ/ইএমপি রিপোর্ট পর্যালোচনাসহ ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং বহুপাক্ষিক করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা হলো।

১।	পরিচালক (কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২।	পরিচালক (প্রশাঃ, উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক (গবেষণা/বাস্তবায়ন), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক (উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬।	উপ-পরিচালক (ই আই এ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৭।	যুগ্ম-পরিচালক (বায়োঃ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮।	যুগ্ম-পরিচালক (পানি সম্পদ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ সোলায়মান হায়দার, সহকারী পরিচালক (কারিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

২। কার্যপরিধি ঃ

(১) প্রতি সপ্তাহের সোমবার ৩:০০ ঘটিকায় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার ছুটির দিন হলে ঐ সপ্তাহের সভা তার পূর্বের দিন অর্থাৎ রবিবার একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) কমিটির সভায় যে সকল প্রতিষ্ঠান/বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পর্যালোচিত হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিকে কমিটির সভায় প্রয়োজনে হাজির থাকতে বলা যাবে।

(৩) লাল তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আইইই/ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে অংশ গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজনে অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে/কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(৫) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করতে পারবে।

(৬) কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণীতে উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৭) মহা-পরিচালক মহোদয় কর্তৃক কার্যবিবরণী অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) সদস্য-সচিব এই কমিটির সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৩। পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণে বর্তমানে চালু পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং সংশ্লিস্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা (পরিচালক/উপ-পরিচালক) পর্যালোচনা মতামতসহ নথি (ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সভায় উপস্থাপনের নিমিত্তে সদস্য সচিব বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং-পরিবেশ-কারিগরী-১১৯/২০০১/৭০

তারিখ ঃ ২৯/০৯/১৪০৮বাং / ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক (কারিগরী/প্রশাসন/চট্রগ্রাম/খুলনা বিভাগ), পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। উপ-পরিচালক (গবেষণা/বাস্তবায়ন), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক, (প্রশাসন ও অর্থ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। উপ-পরিচালক (উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক (ই আই এ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক (ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া), পরিবেশ অধিদপ্তর।
৭। যুগ্ম-পরিচালক (বায়োঃ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৮। যুগ্ম-পরিচালক (পানি সম্পদ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৯। জনাব মোঃ সোলায়মান হায়দার, সহকারী পরিচালক (কারিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর, দপ্তর, ঢাকা।
১০। মহা-পরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১১। অফিস কপি.

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।

বিতরণ ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪

নং-১২৭৩-বিচার -৪/৫সি-৪/২০০০ তারিখ ঃ ১৬-১০-২০০১ ইং

প্রেরক ঃ হোসনে আরা আকতার,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয় ঃ **২টি বিভাগীয় সদর যথা ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি পরিবেশ আদালত ও ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন ও পদ সৃজন প্রসঙ্গে।**

জনাব,

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী পরিবেশ আদালত আইনের অধীন মামলাসমূহ দ্রুত বিচার নিস্পত্তির জন্য ২টি বিভাগীয় সদর যথাঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করিয়া মোট ২টি পরিবেশ আদালত গঠন এবং প্রতিটি আদালতের জন্য ৫টি করিয়া মোট ১০টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর এবং ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত এর ৫টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিম্নলিখিত পদ অস্থায়ীভাবে ৩১/০৫/২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সৃজনে সরকারের মঞ্জুরী স্থাপন করিতেছি। পরিবেশ আপীল আদালতের জন্য সৃষ্ট ৫টি পদ বিলুপ্ত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের জনবল থেকে সমন্বয়/স্থানান্তরের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	বিচারক (সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ)	১ x ২ = ২ টি	৯,৫০০-১২,১০০/-
২।	ষ্টেনো টাইপিষ্ট/কমঃ অপারেটর	১ x ২ = ২ টি	২১০০-৪৩১৫/-
৩।	বেঞ্চ সহকারী	১ x ২ = ২ টি	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৪।	জারী কারক	১ x ২ = ২ টি	১৫৬০-২৬৯৫/-
৫।	এম,এল,এস,এস	১ x ২ = ২ টি	১৫০০-২৪০০/-

পরিবেশ আপীল আদালত

১।	বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)	১ টি পদ	১১,৭০০-১৩,৫০০/-
২।	বেঞ্চ সহকারী	১ টি পদ	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৩।	ষ্টেনো টাইপিষ্ট/কমঃঅপারেটর	১ টি পদ	২১০০-৪৩১৫/-
৪।	জারী কারক	১ টি পদ	১৫৬০-২৬৯৫/-
৫।	এম,এল,এস,এস	১ টি পদ	১৫০০-২৪০০/-

(২) এই আদেশ জারীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রহিয়াছে এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন।

(৩) এই ব্যয় ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে প্রধান শিরোনাম সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোড "৩-২১৪১-০০০১- দেওয়ানী ও দায়রা আদালতসমূহ" ব্যবস্থার অধীনে বহন করিবে।

বিনীত,

হোসনে আরা আকতার

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৩-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/৬ই মার্চ ২০০২

এস,আর,ও, নং ৪৫-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর -

(ক) ধারা ৪ (১) এর বিধান মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ (এক) টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৩-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/৬ই মার্চ ২০০২

এস,আর,ও নং ৪৪-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর -

(ক) ধারা ১২ (১) এর বিধান মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই/১৬, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞপ্তি

নং - পরিবেশ/১০০৬ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০০২ ইং

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।**

পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (যাহা ২০০২ সনের ৯ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ এর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও উল্লিখিত অন্যান্য কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত) এর ১৫ (১) ধারায় বর্ণিত টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন সংশোধিত) এর ২ (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত উপরোক্ত অপরাধসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান, কোন স্থানে প্রবেশ, কোন কিছু আটক, আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালতে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) অনুযায়ী মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে পুলিশের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে উক্ত আইনের ২ (খ) ধারায় সংজ্ঞায়িত "পরিদর্শক" এর ক্ষমতা প্রদান করা হইল ঃ-

(১)	মেট্রোপলিটান এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ পর্যন্ত;
(২)	মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত।

২। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) এর ৭(৩) ধারার অধীনে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা না করা বা অন্যবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তদন্ত শেষে ৭ (৭) ধারার অধীনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটান এলাকায় এসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায় এ,এস,পি ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত ধারাবলে এতদ্দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
জেএ-৪ শাখা।

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯ তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর অধীনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রসঙ্গে উক্ত আইনের ৫ (খ) ধারা বলে সরকার নিম্নেবর্ণিত নির্দেশ জারী করিলেন ঃ-

ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহাঁদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত আপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে জেলা পর্যায়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত এলাকার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনবোধে উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও তাঁহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৮৬১৯২৩৫

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯/১(১৫০) তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যক্রম গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সচিব, পরিবেশ ও বন/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/বরিশাল/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা।

৪। যুগ্ম-সচিব (এপিডি/শৃঙ্গলা/প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। মূখ্য মহানগর হাকিম, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।

৬। জেলা প্রশাসন (সকল ....)

৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য।

৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (জেএ-১/উনি-৩/এফএ/সচিবালয়/সিআর-২/ডি-২ শাখা), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

১০। সিনিয়র সিষ্টেমস এনালিষ্ট, পিএসিপি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

১১। ....।

মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-পরিবেশ/১৬৪২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অপর্ণ এবং আনুষঙ্গিক।**

নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত ধারার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অপর্ণ করা হইল ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন এর সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১।	ধারা ২(খ)	এই ধারার সংজ্ঞা অনুসারে পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান।	বিভাগীয় অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক না থাকিলে জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা এবং মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কর্মকর্তা।
০২।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৭)	এই ধারার অধীনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদন।	বিভাগীয় অফিসের ক্ষেত্রে উক্ত অফিসের প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক); তবে ক্রমিক নং ১ অনুসারে সদর দপ্তরের কোন কর্মকর্তা তদন্ত করলে, মহা-পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২। উক্ত আইনের ৫গ(১) ধারার শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা অনুমোদন প্রদান করা হইল যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ ধারায় বর্ণিত ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ এবং ৬ক ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ এর ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর ৭ ধারায় বর্ণিত আনুষ্ঠানিক তদন্ত সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই একজন পরিদর্শক তাহার রিপোর্ট স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সরাসরি পেশ করিতে পারিবেন।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক

নং-পরিবেশ/১৬৪২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।
৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।
৫। ডেপুটি কমিশনার ....
৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা,
তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।
৭। পুলিশ সুপার ....
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-৮।

স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ তারিখ ঃ ৮/১/৯৫ ইং।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সরকার ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গাঁমাটি, চট্টগ্রাম (সিডি বহির্ভূত এলাকার জন্য) কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, এর জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিলেন।

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
৩।	থানা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পি, ডব্লিউ, ডি	সদস্য
৫।	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	পৌরসভার নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৭।	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব।

২। এই কমিটি ইমারত নির্মাণ আইনের ৩সি(১) ধারায় বর্ণিত অথোরাইজড অফিসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং উহা কেবল সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন এলাকার এবং চট্রগ্রামের ক্ষেত্রে সিডি বহির্ভূত জেলার আওতাধীন এলাকার জন্য পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্তে উক্ত আইনের ৩ সি (১) ধারার প্রথম প্রভিশো অনুযায়ী সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের অনুমোদন লাভের পূর্বে এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমতি পত্র প্রদান করা যাইবে না।

৪। এই কমিটি সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক উহার আওতাধীন এলাকায় পাহাড় কর্তন/ মোচন ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

৫। এই কমিটি জনস্বার্থে গঠন করা হইল এবং কমিটি অবিলম্বে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,

তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫

তারিখ ঃ ৮/১/৯৫ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গাঁমাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা।

২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা।

৩। থানা নির্বাহী অফিসার। (সংশ্লিষ্ট থানা) ---------------

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি,ডব্লিউ,ডি। (সংশ্লিষ্ট জেলা) ---------------

৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।

৬। পৌরসভার নির্বাহী অফিসার।

৭। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (সংশ্লিষ্ট জেলা) ---------------

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-পরিবেশ/সাঃ ৪৯৭/৯১/৫৪৫

তারিখ, ঢাকা ১৬/১১/১৪০৮ বাং
২৮/০২/২০০২ ইং

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ **পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করণ প্রসঙ্গে।**

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক নরসিংদী, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত পাহাড়/টিলা সমূহ অবৈধভাবে কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সাধন করা হইতেছে।

২। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ করিবার লক্ষে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং-৮/১/৯৫ ইং এর মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্রগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য), কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

৩। একই ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিহত করিবার জন্য শেরপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এই সমস্ত জেলায়ও পাহাড়/টিলা রহিয়াছে যাহা কর্তন বা মোচন করা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং ৮-১-৯৫ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি সংশোধন পূর্বক গাজীপুর, নরসিংদী ও শেরপুর জেলার জন্যও কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

সংযুক্তি ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮-১-৯৫ ইং তারিখের শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ সংখ্যক স্মারক মূলে গেজেটে প্রকাশের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ছায়ালিপি।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

দিনকাল, ইনকিলাব, যুগান্তর, Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত
সোমবার ২৭ ফাল্গুন ১৪০৮ বাংলা
11 March 2002

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, সদর দপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- পরিবেশ/সাঃ৪৯৭/৯১/৬০৪ তারিখ ঃ ০৯/০৩/০২ ইং

গণবিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, দেশে কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিষয়টি দেশের প্রচলিত আইনের গুরুতর লংঘন এবং দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

২। ইহা সর্বজনবিদিত যে, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পাহাড় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে বিশেষ অবদান রাখিয়া আসিতেছে। পাহাড়, নদ-নদী, সমতল সব কিছু মিলাইয়াই এক একটি পরিবেশ (Eco-system) গড়িয়া উঠে। প্রতিবেশের কোন একটি উপাদানের ক্ষতিসাধিত হইলে অন্যান্য উপাদানের উপরও তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িবে। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক পরিবেশ একবার কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে কোনক্রমেই তাহা আর পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, বন উজাড় হয়, মাটির অণুজীবের ক্ষতিসাধিত হয়, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি তাহাদের আবাসস্থল হারায় এবং জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইবার আশংকা দেখা দেয়। পাহাড় ও পাহাড়ী বন ধ্বংসের কারণে মাটির উপরিভাগ (Top Soil) নষ্ট হইয়া ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ভূমিক্ষয়, খাল, বিল ও নদীনালা ভরাট ত্বরান্বিত হয়।

৩। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৪ (১) ধারাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়, টিলা ইত্যাদি ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি ধারা ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর ৩ নং বিধি দ্বারা পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) -এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করিতে পারিবেন না।

৪। বর্ণিত অবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৪(১) ধারাবলে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, পাহাড় কর্তন/মোচনের ক্ষেত্রে তাঁহারা ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন ও ১৯৯৬ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করিবেন। অন্যথায় এই নির্দেশ ভংগকারী পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০০ সালে সংশোধিত) ১৫ ধারা মোতাবেক অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। ইহা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধান অনুযায়ী জারি করা হইল।

(মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী)
মহাপরিচালক।

ডিএফপি-৫৭৯৩-১০/৩
স-১২০১/০২ (৭ x ২)

টেলিগ্রাম
বাংলা ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২

তারিখ ঃ ২৩-০৬-১৪০৪ বাং / ২৮-১০-১৯৯৭ ইং।

বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক।

জাতীয় পরিবেশ কমিটির ২য় বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

পরিবেশ দূষণ রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৪-০৫-৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ২য় বৈঠকে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ-

১। **বিদ্যমান শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) স্থাপিতব্য শিল্প কারখানা সমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ বর্তমানে যে প্রথা অনুসরণ করে থাকে, বিদ্যমান শিল্প কারখানায় বেলায়ও চলতি মূলধন (WORKING CAPITAL) প্রদানের সময় ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) কোন বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের BMRE সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ, পরিবেশ সংরক্ষণের নিমিত্তে, স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২। **স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ঃ**

ব্যাংক ঋণের আওতায় স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী তালিকায় বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সে সকল শিল্প কারখানার অনুকূলে এলসি খোলার অনুমতি দিতে হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুগ্রহ পুর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

মীর আব্দুর রহিম
উপ-মহা ব্যবস্থাপক

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিআরটিএ শাখা।

নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৮৯ তারিখ ঃ ১৩-০৫-২০০২ ইং।

বিষয় ঃ **ঢাকা মহানগরীতে ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার মোটরযানের চলাচলের জন্য রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৭১, তারিখঃ ০২-০৫-২০০২ ইং।

সুত্রে উল্লেখিত পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মোটর ভেহিক্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ৫৩ ধারা বলে সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগরীর বাইরে চলাচলের জন্য ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রী-হুইলার যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না।

২। অতএব, উপরোল্লিখিত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

এ,টি,কে,এম, ইসমাইল
উপ-সচিব (পরিবহণ)।

১। চেয়ারম্যান,
বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

৩। কমিশনার ডি,এম,পি
ও
সভাপতি, ঢাকা মেট্রোপলিটন আর,টি,সি।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

আ,স, পত্র নং পবম (শা-৩)২১/৯৯/৯৮ তারিখ ঃ ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৯ ইং।

বিষয় ঃ **ব্রিক ফিল্ড (ইটের ভাটা) এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।**

জেলা প্রশাসক,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, দেশে বিদ্যমান শত শত ইটের ভাটাসমূহে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই বায়ু মন্ডলে প্রচুর সালফার ডিপোজিশন হয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আশংকা করা যাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে Acid rain (অম্ল বৃষ্টি) হতে পারে। অন্যদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্রিক ফিল্ডে কয়লা ব্যবহারের পাশাপাশি গাছ পোড়ানো হচ্ছে যা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন (১৯৮৯) এবং এর সংশোধনী অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

উল্লেখিত দুই প্রকার কর্মকান্ডই পরিবেশের উপর সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় অত্র মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আপাতত নতুন কোন ব্রিক ফিল্ডে লাইসেন্স প্রদান ঠিক হবে না। এ প্রেক্ষিতে আপনার জেলা প্রশাসন এর অধীন নতুন ইট ভাটা সমূহের অনুকূলে আপাতত লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব।

জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি ঃ
১। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪।

নং- পবম-৪/৭/১২৩/২০০২/৯১২

তারিখ ঃ ২০-১০-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **ইটের ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে।**

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সারাদেশে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং (সংশোধন) আইন, ২০০১ মোতাবেক ইটের ভাটা স্থাপন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন/বিধি অনুসারে ছাড়পত্র গ্রহণ সঠিকভাবে কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল ঃ

১। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হইতে অথবা মহাপরিচালকের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কেহ কোন ইটভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। এইরূপ আবেদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা এইরূপ প্রমাণ দাখিল বা অঙ্গীকার করিবেন যে, উদ্যোক্তা ১২০ ফুট উচ্চতার চিমনী স্থাপনের কাজ শুরু করিয়াছেন এবং তাহা ৪ (চার) মাসের মধ্যে শেষ করিবেন।

২। উদ্যোক্তা পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে এবং জেলা প্রশাসকের লাইসেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আবেদন করিবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র প্রদানের পর জেলা প্রশাসকগণ ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১- অনুসরণপূর্বক এবং ৩ নং ধারার (৩) উপ-অনুচ্ছেদের বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে তদন্ত সাপেক্ষে নুতন ইটের ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন জেলা প্রশাসক ইট ভাটার লাইসেন্স নবায়ন করিবেন না। নবায়ন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, চিমনী স্থাপনের প্রত্যয়নপত্র এবং VAT প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিবার পরই লাইসেন্স নবায়ন করিবেন।

৫। প্রতিটি জেলায় নতুন প্রযুক্তিতে ব্লক ইট তৈরীতে উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। কোন অবস্থায়ই কোন ইট ভাটায় কাঠ বা কাঠ জাতীয় জ্বালানী ব্যবহার করা যাইবে না।

৭। পাহাড়ের পাদদেশে বা বনাঞ্চলে কোন ইটের ভাটা তৈরী করা যাইবে না (তিনটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া ইট ভাটার স্থান নির্ধারণ করিবেন)।

৮। ঘনবসতিপূর্ণ, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংরক্ষিত এলাকা, বিনোদনমূলক এলাকা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশে ইট ভাটা স্থাপন করা যাইবে না।

৯। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী (২৪/১০/২০০০ ইং তারিখের এস.আর,ও, ৩২৪-আইন/২০০০) এর নির্দেশ মোতাবেক কয়লা আমদানীকারকগণ যে কয়লা আমদানী করিবেন সেই কয়লা ইট পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্বারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২১শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের আ.স.পত্র নং-পবম(শা-৩)২১/৯৯/৯৮৭- এবং ৭ এপ্রিল ২০০১ তারিখের-পবম(শা-৩) ২১/৯৯/২৯১ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হইল। তবে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১-এর বিধিবিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। ইট ভাটা স্থাপন ও তদারকিতে আইনের কোন ব্যত্যয় অথবা গাফলতি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দায়ী থাকিবেন।

জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হইল। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। জেলা প্রশাসক, (সকল জেলা)।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল বিভাগ)।
৬। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৫ম ভাগ

পরিবেশ নীতি , ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম

মনোগ্রাম

পরিবেশ নীতি ১৯৯২
ও
বাস্তবায়ন কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারেও যে করণীয় আছে সে প্রশ্নে আজ কারো দ্বিমত নেই বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ নীতি সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বস্তুতঃ কেবল নীতিমালাই নয়, সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসূচীতে যাতে উক্ত নীতিমালার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে এবং প্রত্যেকে তাদের করণীয় সম্পর্কে একটি রূপরেখা পান ও সে সম্পর্কে সজাগ থাকেন তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ নীতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আমি এই সুযোগে যারা এ ব্যাপারে সাহায্য/সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উন্নয়ন এবং পরিবেশ অংগাংগীভাবে জড়িত। ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াসে একটি আপাতঃ এবং সাময়িক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলেও টেকসই উন্নয়নের প্রত্যয় আমাদের এই ধারনা যোগায় যে, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার অনুমোদিত পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। এই নীতির দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও উদ্যোগ কামনা করছি।

আবদুল্লাহ্-আল-নোমান
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত ঃ

প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে পরিবেশের উপর বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেশে উপর্যুপরী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন এবং দেশের প্রধান প্রধান পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকেও সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যাদি যেমন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি দুরুহ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে বিধায় পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এই গুলিকেও সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালার আওতায় প্রাসংগিক সমস্যাদির সমাধান ও এই বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

পরিবেশের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে ঃ-

১.১ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.২ বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা নিশ্চিত করা যায়।

১.৪ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এই বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৫ দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

২। উদ্দেশ্য ঃ

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।

২.২ দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা।

২.৩ সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৫ সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

২.৬ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

৩। নীতিমালা ঃ

পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন সেক্টরে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ নীতির সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই নীতিমালা ১৫টি খাতে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

৩.১ কৃষি ঃ

৩.১.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.১.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ এবং উহাদের পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৩.১.৩ কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিয়া থাকে উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করণ।

৩.১.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৩.১.৫ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.২ শিল্প ঃ

৩.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.২.২ সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপনের (ইআইএ)ব্যবস্থা করণ।

৩.২.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধকরণ, স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন/প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।

৩.২.৪ শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং অনুরূপ কার্যক্রমকে শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও ন্যায়সংগত মূল্য প্রদানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।

৩.২.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ

৩.৩.১ দেশের সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.৩.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সম্পৃক্তকরণ।

৩.৩.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৩.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

৩.৩.৫ শ্রমিকদের কর্মস্থল স্বাস্থ্য সম্মত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

৩.৪ জ্বালানী ঃ

৩.৪.১ যে সকল জ্বালানী পরিবেশ দূষণ করে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ সম্মত কম ক্ষতিকারক জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.২ জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কৃষি বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.৩ আণবিক শক্তির ব্যবহারে বিরূপ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৪.৪ জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার দ্রুত সম্প্রসারণ।

৩.৪.৫ দেশের মওজুদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণ।

৩.৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণের ব্যবস্থা করণ।

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ

৩.৫.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সেচ নেটওয়ার্ক যাহাতে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান।

৩.৫.৪ পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ।

৩.৫.৫ দেশের হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, নদী প্রভৃতি সকল জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখা।

৩.৫.৬ ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.৫.৭ সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.৬ ভূমি ঃ

৩.৬.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৬.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৬.৩ দেশের বিভিন্ন ইকো-সিষ্টেমের (Eco-system) সহিত সংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৬.৪ জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারতার প্রভাব রোধকরণ।

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র ঃ

৩.৭.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

৩.৭.২ সকল সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৭.৩ বন ভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ বন্ধকরণ।

৩.৭.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৩.৭.৫ দেশের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদারকরণ এবং এতদ্সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।

৩.৭.৬ দেশের জলাভূমি ও অতিথি পাখির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৩.৮ মৎস্য ও পশুসম্পদ ঃ

৩.৮.১ মৎস্য ও পশুসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.২ মৎস্য সম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমিগুলির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

৩.৮.৩ মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য ইকো-সিষ্টেমের প্রতি কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.৪ মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন পূর্বক মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ।

৩.৯ খাদ্য ঃ

৩.৯.১ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পন্ন হওয়া নিশ্চিতকরণ।

৩.৯.২ বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পত্তিকরণ।

৩.৯.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ।

৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ

৩.১০.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ইকো-সিষ্টেম (Eco-system) এবং সম্পদের পরিবেশ সম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.১০.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.১০.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদারকরণ।

৩.১০.৪ উপকুল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ সর্বোচ্চ সহনশীল সীমায় রাখা।

৩.১১ যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ

৩.১১.১ স্থলপথ, রেল, বিমান ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থা যাহাতে কোনরূপ পরিবেশ দূষণ বা সম্পদের অবক্ষয়মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ এবং এই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.২ সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ-পথে চলাচলকারী যানবাহন এবং জনগণ যাহাতে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয় তাহা নিশ্চিতকরণ এবং

অনুরূপ যানবাহন পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২ গৃহ ও নগরায়ন ঃ

৩.১২.১ গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা এবং গবেষণায় পরিবেশগত চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১২.২ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশ সম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

৩.১২.৩ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২.৪ নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয়ের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ।

৩.১৩ জনসংখ্যা ঃ

৩.১৩.১ জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.২ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন-মূলক চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩.৩ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.৪ উন্নয়নমূলক কাজে বেকার জনশক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

৩.১৪.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১৪.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ সম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৩.১৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভূক্তি ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৪.৪ প্রাসংগিক সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.১৪.৫ সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.১৫ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

৩.১৫.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.১৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ।

৩.১৫.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (১৯৮৬) এর আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংগ হিসাবে সংযোজন।

৩.১৫.৪ সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিবেচনার ব্যবস্থা রাখা।

৪। আইনগত কাঠামো ঃ

৪.১ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন।

৪.৩ প্রাসংগিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

৫.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ই আই এ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্য্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বিভিন্ন গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য্য। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারীভাবে সুপারিশ করা হইল ঃ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	**কৃষি ঃ**	
১.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈবগুণ বৃদ্ধি উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঙ। পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট চ। দেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট। ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
১.২	রাসায়নিক বালাই ও কীট নাশকের (Chemical Insecticide and Pesticide) হইবে। যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে সকল বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় (যেমন-ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন সমৃদ্ধ যৌগ) তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্রুত বিভাজনের ফলে কার্যকারিতা অচিরেই বিনষ্ট হয় এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.৩	রাসায়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে হইবে এবং জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৪	বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং চ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
১.৫	কীট-পতংগ নাশের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঙ। জেলা প্রশাসকগণ চ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১.৬	এলাকা ভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৭	কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।	ক। পাট মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

২। **শিল্প ঃ**

২.১	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ঘ। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ঙ। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা চ। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ছ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা জ। পাট মন্ত্রণালয় ঝ। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ঞ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ট। বিনিয়োগ বোর্ড ঠ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ণ। বস্ত্র পরিদপ্তর ত। স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.২	প্রতিষ্ঠিত সকল দূষণ সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। পাট মন্ত্রণালয়
২.৩	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপন (ই.আই.এ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। পরিকল্পনা কমিশন গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৪	আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে এবং পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। ভূমি মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। পূর্ত মন্ত্রণালয় ঙ। শহর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ চ। জেলা প্রশাসকগন ছ। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		জ। উপজিলা প্রশাসনসমূহ ঝ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঞ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং জৈব-ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড
২.৬	যে কোন প্রকার ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৭	শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক ভারী ধাতু (Heavy Metal) যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৮	দূষণকারী শিল্প কারখানায় দূষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা থাকার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ঙ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৯	শিল্পে "ওয়েষ্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার" পদ্ধতি চালু করিতে হইবে যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর

খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১০	শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাসের বিষয়টি উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। বিনিয়োগ বোর্ড গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। নিপসম খ। প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঙ। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর

৩। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ

৩.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের স্যানিটারী পদ্ধতির পায়খানা চালু করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ। পৌর প্রশাসনসমূহ
৩.২	দেশের নদী-নালা, খাল-বিলসহ যে কোন জলাশয়ে শিল্প পৌর, কৃষি ও অন্য প্রকার দূষিত/ক্ষতিকারক বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ অধিদপ্তর খ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৩	শহরাঞ্চলে খোলাগাড়ীতে ও দিবাভাগে ডাষ্টবিন বা আবর্জনা স্তূপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও স্তূপীকরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
৩.৪	এক্স-রে সহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তি চুল্লী প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গ। পরমাণু শক্তি কমিশন ঘ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঙ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। খ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৪।	**জ্বালানী**		
৪.১	জ্বালানী সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর বি সি এস আই আর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪.২	গ্রামাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে জ্বালানী কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি জ্বালানী সাশ্রয়পূর্বক কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৪.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়ো-গ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি সি এস আই আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর
৪.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানীতে দূষণ সৃষ্টকারী উপাদান হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি ও জি এম সি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৫	প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প উৎস আবিস্কারের জন্য গবেষণা জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বি সি এস আই আর
৪.৬	যে কোন প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।	ক। খ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৭	জ্বালানীর উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিষ্টেমের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সে উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৪.৮	বাংলাদেশে পরিবেশসম্মত পেট্রোলিয়াম (সীসামুক্ত) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ খ। সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ গ। বি, আর, টি, এ ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫। পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ

৫.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental audit) পরিচালনা করিতে হইবে এবং ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দূষণ বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। এফ পি সি ও
৫.২	সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তভূর্ক্তকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া	ক। পরিকল্পনা কমিশন খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ঘ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৩	দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে, গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড ঙ। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ চ। বস্ত্র পরিদপ্তর ছ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
৫.৪	নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় খ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
৫.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঙ। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
৫.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
৫.৭	দেশের যে সকল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নীচে নামিয়া না যায় তাহা রোধ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ গ। এফ পি সি ও

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৮	পানিকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং পানি সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরকে জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করিবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। এফ পি সি ও গ। এম পি ও ঘ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৯	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী যথাযথ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত মনিটর করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। এফ পি সি ও ঘ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা
৫.১০	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থার পরিবেশ কোষ গঠন করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। এফ পি সি ও ঘ। এম পি ও ঙ। বি এ ডি সি
৫.১১	নদ-নদীর গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরীপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘ। সার্ভে অব বাংলাদেশ ঙ। স্পারসো

৬। ভূমি ঃ

৬.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভূমির উপযোগিতা শ্রেণী বিন্যাস (Land capability and land suitability classification) এর ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। স্থানীয় সরকার বিভাগ ঙ। পূর্ত মন্ত্রণালয় চ। বন অধিদপ্তর ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর জ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	
৬.২	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বি এ ডি সি গ। ভূমি মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৩	ভূমি ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৪	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খোদাই ও অপসারন করিয়া কোন এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (Landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গ। সেচ,পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় ঘ। ভূমি মন্ত্রণালয়
৬.৫	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ণ ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। কৃষি মন্ত্রণালয় ঘ। শিল্প মন্ত্রণালয় ঙ। স্থানীয় সরকার বিভাগ চ। পূর্ত মন্ত্রণালয়
৬.৬	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমি ক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। জেলা প্রশাসন গ। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬.৭	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনঃরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয়

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটার শেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/জরীপ ও গবেষণা কাজের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।	গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সার্ভে অব বাংলাদেশ স্পারসো

৭। বন, বন্যপ্রাণী ও জৈব বৈচিত্র্য ঃ

৭.১	বর্তমান বনসম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নতুন বনায়ন করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.২	সরকারী বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করার কাজ ত্বরান্বিত করিতে হইবে।	ক।	বন অধিদপ্তর
৭.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচীর ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৭.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (Agro-Forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.৫	দেশে বনজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে নিজস্ব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা বন গবেষণা ইনস্‌টিটিউট বি সি এস আই আর
৭.৬	সকল বিভাগীয় উন্নয়ন প্রকল্পে বনায়ন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিকল্পনা কমিশন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭.৭	উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচীতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ বন অধিদপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.৮	বন্যপ্রাণী, জলাভূমি, পশুপাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর
৭.৯	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও চামড়া রপ্তানীর উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর
৭.১০	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপনের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। পরিবেশ অধিদপ্তর
৭.১১	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বা কাঠ আমদানী উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ। তথ্য মন্ত্রণালয় গ। বন অধিদপ্তর ঘ। বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঙ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
৭.১২	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ ও বনায়নের পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। স্পারসো

৮। মৎস্য ও পশু সম্পদ ঃ

৮.১	হাওর, বাওর, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করতঃ এইগুলিকে মৎস্য চাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে। এই জলাভূমির আয়তন সংকুচিত করা যাইবে না।	ক। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় খ। হাওর উন্নয়ন বোর্ড গ। মৎস্য অধিদপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.২	দেশের সকল দীঘি ও পুকুরে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বৎসর সেচিয়া মৎস্য সম্পদ সমূলে ধ্বংস করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করিতে হইবে। সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশ সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় খ। মৎস্য অধিদপ্তর গ। উপজেলা প্রশাসন
৮.৩	চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। চিংড়ি চাষের জন্য সরকার উপকূলী এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিবেন।	ক। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। বন অধিদপ্তর ঘ। মৎস্য অধিদপ্তর
৮.৪	মৎস্য রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।	ক। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় খ। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৮.৫	যত্রতত্র পশু জবেহ রোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আধুনিক কসাই খানা স্থাপন করিতে হইবে। গবাদি পশু ও পাখীর মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণ করিবার বিষয়ে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। পৌর প্রশাসনসমূহ ঘ। তথ্য মন্ত্রণালয়
৮.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গোচারণ ভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ঘ। উপজেলা প্রশাসন
৮.৭	হাওড়, বাওর, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় খ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গ। স্পারসো ঘ। সার্ভে অব বাংলাদেশ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯।	**খাদ্য ঃ**	
৯.১	খাদ্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধন পূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। খাদ্য মন্ত্রণালয় খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ গ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.২	খাদ্য সংরক্ষণে কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খাদ্য মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয় গ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৩	বিদেশ হইতে শিশুখাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানীর সময় খাদ্যের গুণগত মান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরুপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ। খাদ্য মন্ত্রণালয় গ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৪	কৃষি জমির কৃষি বহির্ভূত ব্যবহার এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমি অন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.৫	ফলমূল, সব্জি ও ডাল ইত্যাদিকে পোকা ও ইদুঁরের হাত হইতে মুক্ত রাখার জন্য বিষযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। খাদ্য মন্ত্রণালয় গ। কৃষি মন্ত্রণালয় ঘ। তথ্য মন্ত্রণালয়
১০।	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ**	
১০.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট
১০.২	উপকূলীয় এলাকায় নুতন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.৩	দেশের সমুদ্রসীমার (Territorial Water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করিবে।	ক। খ। গ। ঘ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৪	সামুদ্রিক জলভাগে কোন নৌ-দুর্ঘটনার কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরী কর্মসূচী (Local and National Contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৫	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজে জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্য তৈল ও তৈলজাতীয় সামগ্রী পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৬	সমুদ্রে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। খ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তর
১০.৭	উপকূলীয় অঞ্চলে সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি সমন্বিত 'কোষ্ট গার্ড' ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।	ক।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৮	দেশের সমুদ্র সীমার দূষণ রোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জাগিয়া উঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নৌ-অধিদপ্তর বন অধিদপ্তর স্পারসো

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১১। যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.১	দেশে স্থল পথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশ সম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গ। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ
১১.২	রেল ও সড়ক পথে চলাচলকারী জনগণ ও যানবাহন যাহাতে গণ স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক বর্জ্য ও আবর্জনা নিক্ষেপ এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেই জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। বি আর টি এ
১১.৩	সড়ক, রেল ও জল পথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল যানবাহন তৈরীর দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। পুলিশ প্রশাসন গ। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘ। বি আর টি এ ঙ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
১১.৪	অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলকারী নৌযান যাহাতে পানি দূষণ করিতে না পারে সেই দিকে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় খ। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা গ। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১১.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১১.৬	বিমান বন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে সার্বিক কোনরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় খ। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দ দূষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক।	বেসামরিক বিমান ও পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
		খ।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
১১.৮	রেলপথ সহ যে সকল পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টি করে সেগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১১.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন করিতে হইবে।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমুহ
		খ।	বন অধিদপ্তর

১২। **গৃহ ও নগরায়ন ঃ**

১২.১	গৃহায়ন ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাষ্টার প্লান প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে ।	ক।	পূর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		ঘ।	পরিবেশ অধিদপ্তর
১২.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য, পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক।	পূর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর
১২.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহর গুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	পূর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	গৃহসংস্থান পরিদপ্তর
১২.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা প্রভৃতি প্রধান নগরগুলিতে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক।	পূর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর
		গ।	বস্ত্র অধিদপ্তর
		ঘ।	পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
১২.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	নগর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ
		খ।	নৌ-কর্তৃপক্ষসমূহ
		গ।	পূর্ত মন্ত্রণালয়

খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা পৃথকীকরণের জন্য (Zoning) পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পূর্ত মন্ত্রণালয় গ। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
১২.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরীপ কার্যের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। পূর্ত মন্ত্রণালয় খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ গ। নগর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ ঘ। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ঙ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চ। স্পারসো

১৩। জনসংখ্যা ঃ

১৩.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০০০ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কি সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন করিতে হইবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।	ক। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
১৩.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। পরিকল্পনা কমিশন খ। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.৪	জনসংখ্যাকে দেশের প্রধানতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এ সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৪। শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

১৪.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ৫ বৎসর মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হইবে। তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
১৪.২	শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

১৫.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্যে রাখিয়া পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৫.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ গত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৫.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে এবং তদনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

১৬। আইনগত কাঠামো ঃ

১৬.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৬.২	এই আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৬.৩	এখন হইতে নতুন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ আইন পরিবেশ সম্মত হওয়া নিশ্চিত করিবেন।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

১৭.১	উপরিল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশ সম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৭.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারী সেক্টর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ	ক।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।		
১৭.৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয় করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৪	সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এই কার্যক্রম বাস্তাবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এই কমিটির সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইবে।	ক। খ। গ।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৫	দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা করিবার প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
১৭.৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়